নির্বাচিত কবিতা

কামরুজ্জামান

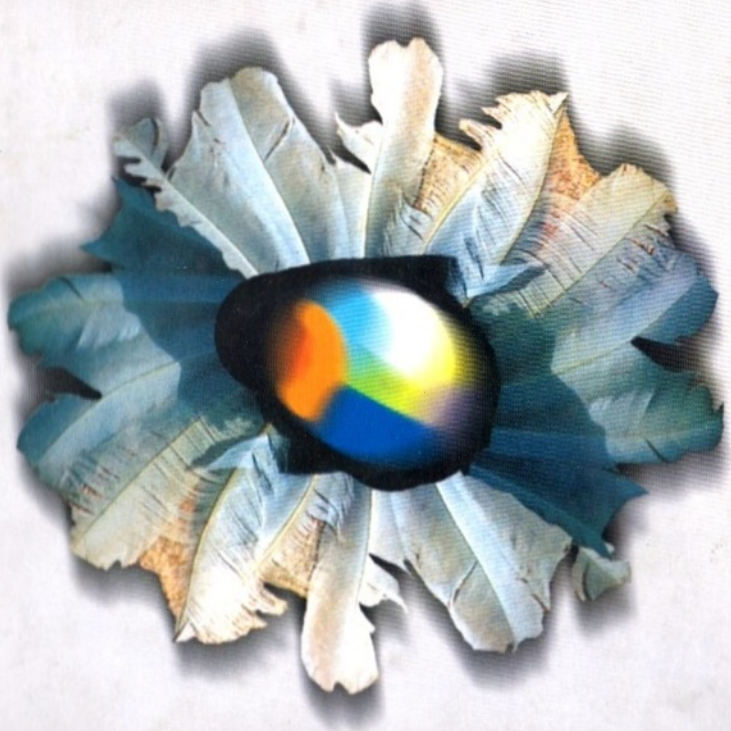

নব্বই দশকের প্রধান কবিদের অন্যতম কামরুজ্জামান। কবিতা লেখার প্রারম্ভেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অগ্রজ কবিবৃন্দের। লাভ করেন অকৃত্রিম স্নেহ, ভালোবাসা, নিবিড় বন্ধুত্বও। কবিতায় অতিরিক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিশ্বাস করেন না কামরুজ্জামান। মস্তিষ্কের কসরতের চাইতে হৃদয়ের প্রাধান্য দিতে আগ্রহী, ফলে কামরুজ্জামানের কবিতা অর্জন করেছে এমন এক প্রাণশক্তি যা কেবলই হৃদয় থেকে হৃদয়ে সঞ্চারিত শতধারায়। হৃদয়ের প্রতি পক্ষপাতের কারণেই শুরু থেকে মানুষের মুখের ভাষাভঙ্গিকে কবিতা করে তুলতে যত্নবান কামরুজ্জামান।

তাঁর কবিতা সম্পর্কে সাম্প্রতিক কাব্যসমালোচক, কবিতাবোদ্ধা, কবিতাপ্রেমীদের অভিমত কামরুজ্জামানের কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহজ সরল কারুকার্যে গভীর বিষয়কে প্রকাশ করতে পারা। চেনা-জানা জগত থেকে কবিতার উপাদান খুঁজে নেয়ার অদ্ভুত কবিচোখ তাঁর। নারীর প্রতি রয়েছে সংযত আবেগ প্রকাশের ইঙ্গিতময় ভাষা। সময়ের, কালের, দেশ ও আন্তর্জাতিকতায় আপন চেতনা মিশিয়ে অনুভব করার ক্ষমতা। নাগরিক জীবনের হতাশা ও চরম জীবন বাস্তবতা এসেছে তাঁর কবিতায় নানা বিষয় বৈচিত্র্যে। এর মধ্যে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব এক কাব্য ভাষাভঙ্গি যা তাঁর কবিতাকে প্রদান করেছে ভিন্ন এক সনাক্ত চিহ্ন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

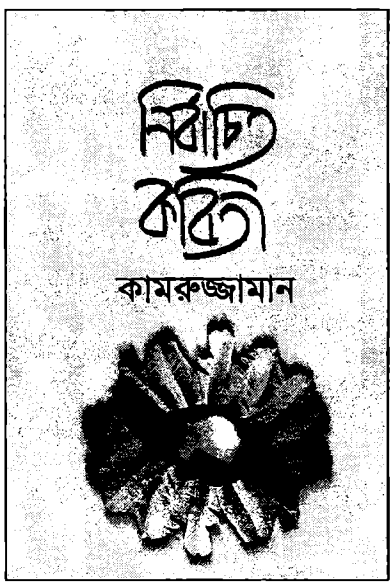

বুকমাস্টার
৮৬ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

নির্বাচিত কবিতা

কামরুজ্জামান

প্রকাশক
আহমদ হোসেন মানিক
বুকমাস্টার
৮৬ পুরানা পল্টন লেন
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৩৪৪২৩০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খ্রি.

© লেখক

আলোকচিত্র
বুলবুল সরওয়ার

সার্বিক তত্ত্বাবধান
সোহেল আহমেদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

অক্ষর বিন্যাস
ছোঁয়া

পরিবেশক
ম্যাজিক লণ্ঠন, জনতা প্রকাশ, মুক্তচিন্তা

মুদ্রণ
দি প্রিন্টমাস্টার

মূল্য
দুইশত টাকা

Nirbachit Kabita (A Collection of selected poems) by Quamruzzaman Published by : Ahmed Hossain Manik, Bookmaster, 86 Purana Paltan Lane, Dhaka-1000, Bangladesh 1st Published : February 2007. Price : Tk. 200.00. US $ 10.00, ISBN : 984-300-000164-0

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পরিবারের সকল সদস্য
আমার সকল বন্ধু
এবং
আমার একনিষ্ঠ সকল পাঠককে
যাদের কাছে আমার অনেক ঋণ

www.pathagar.com

ভূমিকা

কবিতা কেন লেখি, এমন প্রশ্ন আমার মনে একান্তে অনেকবার উদিত হয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর একা একা নানাভাবে, নানা ভঙ্গিতে সাজিয়েও দেখেছি। অতি সম্প্রতি আমার ব্যক্তিগত ধারণা জন্মলাভ করেছে যে, কবিতা লেখা যায় না। কবিতা নির্মিত হয়। প্রশ্ন আসে কিভাবে নির্মিত হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় আমি জানি না। তবে কেমন করে কবিতা হচ্ছে? কবিতা এক ধরনের ঘোর এ কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই কবিতা এক ধরনের আরাধনা, এক ধরনের প্রার্থনা। প্রকৃত প্রার্থনার মধ্যে প্রবেশ করলে জাগতিক সকল আর্তি যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তেমনি কবিতার মধ্যে প্রবেশ করলেও অন্য এক অতীন্দ্রিয় শুদ্ধতম সুন্দর রহস্যময় জগতের সন্ধান লাভ করি। বোধ করি তখনই হয়তো কবিতা নির্মাণ হতে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে এই যে রূপ বৈচিত্র্য, নানা রঙ-এর সমাহার সেদিকে তাকিয়ে আমার মুগ্ধতার কোন শেষ থাকে না। বর্ষায় যখন গ্রামাঞ্চলে সারা বিল ঝিলে সাদা শাপলা ফোটে তখন আমি অবাক হয়ে দেখি, সেই সৌন্দর্যের মধ্যে কবিতাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি। গাছের শাখায় অলস দুপুরে যখন কোন পাখি আপন মনে অবিরাম গান গেয়ে যায়, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি সে পাখির গান আর তার শরীরের মধ্যে সৃষ্টির এক অসামান্য কারুকাজ খেলা করে। যে নিমগ্নতায় পাখি গান করে, তার ধ্যানকে বুঝতে চেয়েছি। প্রকৃতির সৌন্দর্য যেমন আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে, তেমনি নারীর রূপ লাবণ্য আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে রহস্যের অন্য প্রান্তে। আমার তখন কেবলই মনে হয় নারীই পৃথিবীর সকল সুন্দরের রহস্য দুয়ার।

বিখ্যাত সুরশিল্পী বিসমিল্লাহ খান ঢাকায় এসে বলেছিলেন সুরকে বুঝতে হলে হৃদয়কে খুলে দিতে হয়, তা নাহলে সুরকে বুঝতে পারা যায় না। আমার মনে হয় এই হৃদয়কে খুলে দেবার জন্যও অনুভবের বড় প্রয়োজন। আমি বলতে চাচ্ছি অনুভবের চূড়ান্ত সীমায় নিজেকে আবিষ্কার করতে জানা। এই যে নিজেকে খুঁজে ফেরা প্রকৃতির মধ্যে, সৌন্দর্যের মধ্যে, রূপ লাবণ্যের রহস্যময়তার মধ্যে- হয়তো এখান থেকেই হৃদয় বেজে উঠতে থাকে। তখন বুদ্ধি আর ক্রিয়াশীল থাকে না। আমি বুদ্ধির তুলনায় হৃদয়ের বেজে উঠাকে মূল্য দিতে চাই বেশি। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই আমি প্রবেশ করি আমার নিজস্ব শব্দময়, ধ্বনিময় শুদ্ধতম বাণীর জগতে। যদি বলি এই বাণী গুচ্ছগুলো আমার নয়, আমার প্রতিপালকের, তবে কি খুব ভুল বলা হবে? আমি এভাবেই উপলব্ধি করি আমার ভেতরে এসে জড়ো হচ্ছে সৃষ্টির সকল নান্দনিক সুষমার পীড়ন, নাগরিক কোলাহল, পৃথিবীর সকল রকম সম্পর্কের ভেতরের অদৃশ্য টান, মায়া। একেই যদি বলি প্রেম। আমি এই প্রেমকে বুঝতে চাই এবং বুঝতে গিয়ে ব্যর্থ হই, আবার এগিয়ে যাই, এই ক্রমাগত চেষ্টার মধ্য দিয়ে ধ্বনিময় বাণীর আশ্রয় খুঁজি।

কবিতা বিচারের জন্য দশকও একটি বিষয়, সে বিবেচনায় আমার বেড়ে ওঠা নব্বই দশকে। দশক নিয়ে পাশাপাশি নানা বিতর্কও রয়েছে, আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে

www.pathagar.com

যে একজন প্রকৃত কবি, একজন কালোত্তীর্ণ কবি দশকের মধ্যে আর আবদ্ধ থাকেন না। কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থে দশকের বিচারটা খানিক প্রয়োজন আছে বৈকি।

নব্বইয়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিভিন্ন আলোচনায় যে উক্তিটি লক্ষ্য করেছি, প্রায় আলোচকই বলতে চেয়েছেন কবিতা নব্বই দশকে এসে জীবনঘনিষ্ঠ হয়েছে, একথা কোন কোন সাম্প্রতিক কবিকেও জোর গলায় উচ্চারণ করতে শুনেছি। কিন্তু আমি এ উচ্চারণে কোন তীক্ষ্মতা উপলব্ধি করতে পারিনি, আমার কাছে মনে হয়েছে এ আর এমন কি নতুন বৈশিষ্ট্য যে আমার ফিরে তাকাতে হবে। আমার পঠন পাঠনে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কাল অর্থাৎ চল্লিশ পরবর্তী সময় থেকেই তো কবিতা জীবনঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেছে। কবিতার জীবন ঘনিষ্ঠতার অর্থ আমি বুঝতে চাই জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে কবিতায় তুলে আনা। রূপকথার স্বপ্নময় জগৎ থেকে সরে এসে জীবনের যন্ত্রণাকে আবিষ্কার করা। প্রতিদিনের আচরণ, যাপিত জীবনের ভঙ্গিকে কবিতা করে তোলা। সেই প্রগাঢ়তায় নব্বই দশকের কবিতায় জীবনের স্ফুরণ লক্ষ্য করি না। তবে কারো কারো কবিতায় তা লক্ষ্য করা গেলেও নব্বই দশকের কবিতার জন্য আলাদা চারিত্র লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করার মতো যথেষ্ট নয়।

নব্বই দশকের কবিতা অন্য যে কারণে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করা যায়। এই সময়ে এসে কবিতা যেন অনেকটা নতুন মোড় নিতে শুরু করেছে। তার বলার ভঙ্গিতে কখনো কবিতা হয়ে উঠেছে নাগরিক কোলাহলে আকীর্ণ, কখনো ঐতিহ্যের আশ্রয়ে আরো মাটি সংলগ্ন। বিশ্বাসের আদ্রতায় কবিতা সিক্ত হয়ে ওঠার যে কাল শুরু হয়েছিল আশির দশকের শুরুতে তা নব্বই দশকে এসে আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে।

কবিতা রচনার প্রারম্ভিক সময় থেকেই একটি বিষয় আমি স্থির করার প্রয়াস নিয়েছিলাম, তা হচ্ছে সরল ভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা। আমার যারা একনিষ্ঠ পাঠক তারা ইতিমধ্যেই আমার কবিতার এই বিষয়টি সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। এই গ্রন্থে যে সকল কবিতা গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তা আমার বিগত পাঁচটি বই থেকে সংকলিত। কবিতা রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে আমি আমার যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাকে সকল সময়ে গুরুত্ব দিতে চেয়েছি। আমি আমার কবিতায় যেমন জীবনকে স্পর্শ করার প্রচেষ্টায় রত তেমনি কবিতাকে স্থাপন করতে চেয়েছি এক অতীন্দ্রিয় জগতেও। কবিতার শাস্ত্রানুশীল ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বরাবরই আমি উদাসীন। বোধকরি এ বিষয়টি সংক্রমিত হয়েছে আমার যাপিত জীবনের বহেমিয়ান ভঙ্গি থেকে। আমি আমার জীবনের ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে দেখেছি, এক অস্থির বাউলেরই পথ চলা। আমি যে কথা কবিতায় বলতে চাই, তা শাস্ত্রীয় ছন্দের তীব্র শাসনে বলতে পারিনি। কিন্তু আমার কবিতার ভিতরে এক ধরনের অন্তরগত ছন্দের কারুকাজ ধ্বনিমাধুর্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অলক্ষ্যে অবলীলায়। যা আমার পাঠকবৃন্দ খুব অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন।

পারিবারিকভাবে এমন একটি পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠেছি, যদি একটু পক্ষপাত নিয়ে বলি তবে বলবো কবিতার মধ্য দিয়েই আমার বেড়ে ওঠা। আমার জাগতিক জ্ঞান-বুদ্ধি

www.pathagar.com

বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি আমি একটি গ্রন্থজগতের মধ্যেই আছি। সিনেমা পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে নানা বিষয়ের বই আব্বার সংগ্রহে, আম্মা সে বইগুলোর একনিষ্ঠ পাঠক এবং সমঝদার। আব্বা এক সময় কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখতেন। আম্মা লিখতেন কবিতা এবং গান। আম্মার আরো গুণের মধ্যে ছিল তিনি অসম্ভব সুন্দর স্কেচ এবং জল রঙের কাজ করতে আর স্কাল্পচর গড়তে পারতেন। খুব সম্ভবত এর মধ্য দিয়েই আমার ভেতরে কবিতার স্বপ্নটি পল্লবিত হতে থাকে। এখন কবিতা নিয়ে কোন কথা চিন্তা করলেই আম্মার কথা মনে পড়ে। আম্মা ছিলেন অসাধারণ শিল্পবোধ্যা। আম্মার ভালোবাসা, আব্বার অকৃপণ উৎসাহ এবং সমর্থন আমাকে সাহসী করে তুলেছে। এসকল দিক বিবেচনা করলে আমার নিজের কাছে নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে ভাবতে তৃপ্তিবোধ হয়। আরো একটি বিষয়ে আনন্দ লাভ করি প্রায়শই তা হচ্ছে, লেখার প্রথম দিক থেকেই আমার অগ্রজ প্রায় সকল কবির ভালোবাসা এবং অকুণ্ঠ প্রশংসা আমি লাভ করে এসেছি। তাঁরা যে শুধু মৌখিকভাবেই আমাকে, আমার কবিতাকে সমর্থন করেছেন এমনই নয়, লিখিতভাবেও তাঁরা তাদের ভালোলাগার কথা জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

এখানে যদি আমার বন্ধুদের কথা না বলি তাহলে ভীষণরকম অন্যায় করা হবে। আমার সকল বন্ধুদের কাছে আমি নানাভাবে ঋণী। বন্ধুরা আমার নানারকম অত্যাচার, দিনের পর দিন নিরবে সহ্য করে আমার কবিতার প্রতি তাদের যে ভালোবাসা এবং আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এতে আমি দারুণভাবে বিস্মিত।

নির্বাচিত কবিতা এই শিরোনামে এমন একটি গ্রন্থ হাতে নেবার ইচ্ছে আমার অনেকদিন থেকে। অন্য কোন অর্থে নয়, খুব সরল স্বাভাবিক অর্থ যা দাঁড়ায়, নিজের কবিতাগুলো একত্রে হাতে নিয়ে দেখা। অবশ্য এর মধ্যেই আমার কিছু শুভানুধ্যায়ী পাঠক যারা আমার কবিতার প্রতি অকৃত্রিম আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে খানিকটা সাহসী করে তুলেছেন। আমি তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এই গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে আহমদ হোসেন মানিক ভাইয়ের কাছে আমার ঋণের কোন শেষ নেই।

১৫৯/২ পূর্ব উলন
পশ্চিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

কামরুজ্জামান
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

www.pathagar.com

সূ চি প ত্র

ঝরনার কাছে একদিন

এক জোড়া জুতো এবং অদ্ভুত বৃদ্ধলোকটি ১৫
ভাল নেই ১৬
কফিন ব্যবসায়ী ১৬
সুন্দর অন্ধতা ১৭
মানুষ ১৭
মৃত্যুর সৌন্দর্য ১৮
সুখ ১৯
অন্তত একটি শুক্রবার ২০
লোকটির জীবন যাপন ২১
জীবন এবং রক্ত ২২
পরিচিত শব্দের কোরাস ২২
আমি শুধু জানি তার নাম ২৩
জীবন এবং বৃক্ষ ২৪
ঝরনার কাছে একদিন ২৪
উত্তরবঙ্গ ২৫
লংফেলো ২৬
রাত্রিযাপন ২৭
শার্ল বোদলেয়ারের মৃত্যু ২৮
কম্পোজ ২৯
আগামীকাল ৩০
মানুষের ভাগ্য ৩১
অপ্রকাশিত কবির আত্মা ৩২

আমার প্রতিবিম্বের প্রতি

৩৫ ড্রাই ক্লিনার্স
৩৫ আলো অন্ধকার
৩৬ কামারশালার গান
৩৬ ভেজা শরীর
৩৭ শিল্প বুঝিনা
৩৭ নতজানু
৩৮ সুপার প্রিন্টার্স
৩৯ কবিতার বিষয়বস্তু
৪০ নগ্নতার ভাষা
৪০ ভেতরে ভাঙ্গন
৪১ আমার প্রতিবিম্বের প্রতি
৪২ সমুদ্র সংগ্রামে
৪৩ কালোমুখ নারী
৪৪ ঢেউ
৪৪ ছুরি
৪৫ টলস্টয়
৪৬ কালুনাথ ডোম
৪৭ কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি
৪৮ জাতিসংঘের দরজায়
৪৯ দুঃসময়ে আছি
৫০ অলৌকিক যৌবন
৫১ শহর
৫২ মানুষ এবং পশু
৫৩ বায়োস্কোপ অফিস
৫৪ বাঁশিওয়ালা

www.pathagar.com

মায়াবী অভিসার

পান্থ সরাইয়ে ৫৭
আনন্দের দ্বার ৫৮
বাসর ৫৮
তোমার জন্য একটি কবিতা ৫৯
শীতের সময় ৫৯
বিরহে ৬০
একা ৬১
প্রতীক ৬২
যৌবন যায় ৬২
জ্বলে যাই ৬২
শিল্পী ৬২
তোমার পিপাসা ৬৩
ব্যথা ৬৩
মায়াবী অভিসার ৬৪
মুখোমুখি ৬৫
তোমার চোখ ৬৬
শেষ বিকেলের ট্রেন ৬৬
রক্ত ৬৭
খ্যাতি ৬৭
গোলাপ ৬৭
তোমার গোলাপ ৬৭
অস্তিত্বে আমার ৬৮
স্মরণ ৬৮
বৃষ্টি হোক আজ ৬৯
অনন্যা হতে বলি ৭০
বিশ্বাস ৭০
যেতে নেই ৭১
কেউ যাবে না ৭১
ফেরা-১ ৭২
ফেরা-২ ৭২
তুমিই পার ৭৩
যখন শীত আসে ৭৪
পাপ ৭৪

জলের কারুকাজ

জলের কারুকাজ ৭৭
উপভোগ ৭৭
ঝরাপাতা ৭৮
উৎসবের আলো ৭৯
পা'য়ের শব্দ ৮০
দুঃখের দু'চোখ ৮১
রঙিন ছাপার শার্ট ৮২
চা'য়ের পেয়ালাগুলো ৮৩
ব্যাধি ৮৪
মায়াবী কাজল ৮৫
ধূলোর মতন ৮৬
যাত্রার প্রস্তুতি ৮৭
হলুদ বৃষ্টির আগে ৮৮
একদিন ভ্যানগ্‌গ ৮৯
মৃত্যুর গান শুনি ৯০
পথের জন্য মায়া ৯১
ভয় ৯২

www.pathagar.com

ভাঙ্গনের শিল্প ৯৩
নিঃসঙ্গ হতে ইচ্ছে করে ৯৪
যদি আবার অন্ধ হই ৯৫
প্রাচীরের ভাষা ৯৬
মন ফর্সা করার ক্রীম ৯৭
ঋণ বেড়ে চলে ৯৮
হলুদ পাতা ৯৯
অভয়ারণ্য ১০০
নিঃসঙ্গ আপেল ১০১
পাথরে আগুন ১০২

নির্জন প্রিয় পথগুলো

নির্জন প্রিয় পথগুলো ১০৫
সবুজ গম্বুজের নীচে ১০৬
কেন অন্ধকারে যাবো ১০৭
মায়ার বাঁধনে বেঁধেছে ১০৮
ব্রিজ বেল ১০৯
বাংলাদেশ ১১০
সৈয়দ আলী আহসানের পাঞ্জাবী ১১১
নীল স্বপ্নের নীল ১১২
দুঃখ আমি ভালোবাসি ১১৩
নখ মরে যাচ্ছে ১১৪
তোমার অবজ্ঞায় ১১৪
সৃষ্টি না প্রকৃতি ১১৫
সিটি গোল্ড ১১৫
স্মৃতি পাথর ঘর ১১৬
বাঘের চলাফেরা ১১৭
শাহ্‌বাগের হাওয়া ১১৮
পুতুল নাচের সুতো ১১৯
নারী ও রমণী ১২০
বাদশা হোটেল ১২৩
ব্যবহারের যাবতীয় পোশাক ১২৪
আমাদের সময়গুলো ১২৫
চাঁদমারি খেলনা পিস্তল কাহিনী ১২৬
জুমায়ারা সি-বিচ ১২৭
আরো একটি দিন ১২৮
বিদায় চিত্রকল্প ১২৯
পবিত্র বদন আপনার ১৩০
বৃষ্টি ছুঁয়ে গেছে ১৩১
কল্যাণব্রত ১৩২

অগ্রন্থিত কবিতা

নীলকণ্ঠ নারী ১৩৫
সবুজ বৃক্ষগুলো ১৩৫
একটি শান্তির কবিতা ১৩৬
হাওয়ার চিঠি ১৩৭
প্রশ্ন ১৩৮
ফুল চকলেট দেহ ১৩৯
শেষ শোভাযাত্রায় ১৪০
তোমার আলোয় ১৪১
পাপ ও অন্ধকার ১৪২
টুকরো কবিতাগুচ্ছ ১৪২
মেঘের কাজল ১৪৪
এক চিলতে বারান্দা ১৪৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ঝরনার কাছে একদিন

উৎসর্গ : আম্মাকে প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৩৯৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম প্রকাশক : শতদল প্রকাশনী লিমিটেড
১৬/১৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক জোড়া জুতো এবং অদ্ভূত বৃদ্ধ লোকটি

এই বন্দুকধারী সময়ের মধ্যে
বৃদ্ধ লোকটি রাস্তার মোড়ে শুয়ে আরাম নিতো,
একজোড়া জুতোর সাথে তার ভাল সম্পর্ক ছিল।
শহরের কিশোর বয়সী বালকেরা
প্রতিদিন তাকে বেষ্টন করে থাকতো,
বয়সের কথা জানতে চাইলে
অদ্ভূত লোকটি তার জুতো জোড়া দেখিয়ে দিতো-

"এর চেয়ে কিছু বেশি হবে"

আর হেসে উঠতো অবোধ বালকেরা
জুতোর সাথে বয়সের কি সম্পর্ক।
চামড়ার ভাঁজে-ভাঁজে ফেটে যাওয়া
জুতো জোড়া স্পর্শ করে,
বৃদ্ধ লোকটি তার চেহারার প্রতিবিম্ব নির্মাণ করতো।

একদিন আশ্চর্যভাবে এক বালক তাকে প্রশ্ন করল
কোথায় মানুষের কল্যাণ লুকিয়ে থাকে?
বৃদ্ধ লোকটি চমৎকার হাসিতে নুয়ে পড়লো।

" সংগ্রামই মানুষের অস্তিত্ব।"

আর বিদ্যুৎ চমকের মতো শিহরিত হলো সে,
বৃদ্ধ লোকটি আবার চমৎকার হাসিতে নুয়ে পড়লো।

প্রতিদিন সে তার জুতো জোড়া স্পর্শ করে
চেহারার প্রতিবিম্ব নির্মাণ করতো।
একদিন প্রত্যুষে অলৌকিকভাবে
অদ্ভূত বৃদ্ধ লোকটিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।
ভাঁজে-ভাঁজে ফেটে যাওয়া ধূসর জুতো জোড়া,
রাস্তার ধারেই পড়ে ছিল।
আর শহরবাসীদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো,
রহস্যময় বৃদ্ধ লোকটির কথা।

" সংগ্রামই মানুষের অস্তিত্ব।"

www.pathagar.com

ভাল নেই

আকাশের বিস্তার, নদীর বহতা গতি
ঝরনার কল্লোলিত ক্ষরণ
প্রস্ফুটিত পুষ্পের কাছে,
আমার কোন প্রশ্ন নেই
প্রশ্ন শুধু তোমার কাছে।

প্রতিদিনের মতো কেন বল্লেনা আজ
ভ্রু ভঙ্গিতে চোখের ভাষায়,
কেন বল্লেনা কেমন আছো।

কিসের উপমায় বুঝাই তোমাকে
ভাল নেই, ভাল নেই।

কফিন ব্যবসায়ী

শব যাত্রা সাজানো গোছানোই তার কাজ
লোকটি কফিন ব্যবসায়ী।
সুদৃশ্য মোড়কে মুড়ে দিয়ে সোনার শরীর,
সফেদ কাপড়ে লাগায় সুরভি আতর।
ইত্যকার যাবতীয় চা পাতা, কঠিন বরফ-

তারপর অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করে,
যাও হে যৌবন পিয়াসী কালের নায়ক।

এখন কোন দিকে যাবে সে?

তুমি তো চেয়েছিলে প্রদীপ্ত যৌবন
কিন্তু কি আশ্চর্য বেদনায় যৌবন ফুরিয়ে যায়।
অথচ কে-না চায়, অফুরন্ত চির যৌবন
প্রকৃতই যৌবন প্রতিটি মানুষের সুবর্ণ সময়।

www.pathagar.com

সুন্দর অন্ধতা

বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পরচুলা, বিউটি বক্স, লিপস্টিক
ব্যবহারের কিছু ভিন্ন রঙয়ের পোশাক আশাক।
গ্রীনরুমে নায়কের সহজ আসা যাওয়া
প্রতিদিন নাট্যশালা থেকে ভেসে আসে ভয়ানক চিৎকার,
অযথাই মৃত্যুর এ অলীক মহড়া।

এখন সবাই নায়কের অভিনয় বেছে নিতে চায়,
রঙ্গ মঞ্চের সামনে নগরের অসংখ্য অন্ধ দর্শক-
নির্বোধের মতো ক্রমাগত করতালিতে স্তুতি পাঠ করে।

না-তারা কখনোই জীবনকে স্পর্শ করেনি
পন্যাঙ্গনার লকলকে যৌবন ছাড়া বুঝেনি কিছুই।
অথচ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ অভিনয় জানে
বৃক্ষের পরিচর্যায় ফুলের সৌরভ
রক্তের উষ্ণতায় শিশুর জন্মদান,
ঝরনা ও হৃদয়ের সন্ধিক্ষণে সুরের মূর্ছনা।
এ সকল কাছাকাছি বিষয়-আশয়

আর এগুলোই-
এগুলোই হচ্ছে মানুষের জীবনের,
প্রতিদিনের প্রকৃত অভিনয়।

মানুষ

ছেলেটি প্রতিরাতে পতিতালয়ে ফেরি করে ফুল
গোলাপ, বকুল, শিউলি, চামেলী, পলাশ
তার কোন পিতার পরিচয় নেই।
অথচ গোলাপ, চামেলী, বকুল
লজ্জাবতী কারো নামও হতে পারে।

www.pathagar.com

মৃত্যুর সৌন্দর্য

এতকাল আমার মৃত্যুর সৌন্দর্যে বিশ্বাস ছিলনা
এখন আমার মৃত্যুর সৌন্দর্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস
এই সুন্দর অর্ধাঙ্গ মহিলাকে ক্রমাগত ধাবমান দেখে।
তিনি আমার "মা" হন
ভীষণ আল্লাহ্ ভীরু-

এতকাল মৃত্যুকে আমি অন্য কিছু ভাবতাম
এখন জীবন আমার কাছে কয়েকটা,
সূর্যোদয়ের মতো মনে হয়।
আর মৃত্যু জীবনের একটি অংশ,
একটি সূর্যাস্তের মতো মনে হয়।
কবে কোন জ্যোতিষী না-কি এই মহিলাকে বলেছে,
আপনি আত্মহত্যা করবেন।
এখন প্রায়শই তিনি রোগ যন্ত্রণায়
আত্মহত্যার কথা বলেন।

" আম্মা আপনি না আল্লাহকে ভয় করেন।"

সাথে, সাথে তওবায় অশ্রু ঝরিয়ে ফেলেন
আমাকে জড়িয়ে ধরে–
আমি তো বেহেস্ত চাই না খোকা, খোদার আরশ চাই।

সব মৃত্যু কি আর সমান হয়।
কোন কোন মৃত্যুতে আলৌকিক সৌন্দর্য থাকে
কোন কোন মৃত্যুতে ভালোবাসা জড়িয়ে থাকে।
মৃত্যুর যদি সৌন্দর্যই না থাকে, প্রেম না থাকে
কেন এই সুন্দর মহিলা ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে ধাবমান,
কেন আমিও সরে যাচ্ছি যৌবন থেকে।

জীবন এখন আমার কাছে কয়েকটা
সূর্যোদয়ের মতো মনে হয়।
মৃত্যু জীবনের একটা অংশ
একটা সূর্য অস্ত যাওয়ার কথা মনে হয়।

www.pathagar.com

সুখ

আকার ইঙ্গিতের অদৃশ্য কথাবার্তায়
তরতর করে বেড়ে ওঠা সবুজ ঘাসে
সহজ সরল প্রাণের উপমা।

এভাবেই প্রাণী ও পতঙ্গের
বয়োসন্ধি কাল, পরিণত হয়ে থাকে।

বিচিত্র এই মানুষের উত্থান-পতন
কোন নদী কিংবা বৃক্ষের মতো নয়।

একমাত্র স্রষ্টাই যিনি শিল্প নির্মাণ করেন
শুধু তিনিই ধরে রাখেন,
মানুষের উত্থান আর পতনের শব্দ।

মূলতঃ মানুষের কোন ঐতিহ্য নেই
সৃষ্টির ঐতিহ্যই অনাদিকালের-
প্রাণের বিবরে তোলে আলোড়ন।

অথচ কে-না চায়
অফুরন্ত সুখ, মহিমান্বিত গৌরব।

www.pathagar.com

অন্তত একটি শুক্রবার

অন্তত একটি শুক্রবার আমি
জাদুঘরের মতো নিরাপদ হতে চাই।
শহরের শোকার্ত বালকের জল স্পর্শ করে
একবার শুধু ভাবতে চাই,
আমার কোন দুঃখ নেই।

এই শহরে আমরা কেউ কখনোই
অন্তিম যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকি না,
এমন কি আমিও না।

অথচ সৌন্দর্য নির্মাণের জন্য
তীব্র বাসনা হৃদয়ে জেগে থাকে,
নীরবতার জন্য কখনো কখনো তৃষ্ণার্ত থাকি-

আমি তো দীর্ঘকাল, নির্মাণের অপেক্ষায় আছি
কিন্তু কি আশ্চর্য ত্রস্ততায় যৌবন সরে যায়-
মুছে যেতে থাকে তারুণ্যের সংগীত।

অন্তত এ সময় একটা শুক্রবার আমি,
জাদুঘরের মতো নিরাপদ হতে চাই।
শুধু একবার সৌন্দর্য নির্মাণের প্রার্থনায়-
গাঙচিলের মতো কাঁদতে চাই।

www.pathagar.com

লোকটির জীবন যাপন

সুরভি জর্দায় পানের পিচকি ছড়িয়ে দিয়ে
উপ-শহরের সেমি পাকা রাস্তায়,
হেলে দুলে রাজার ভঙ্গিতে হেঁটে চলে লোকটি।

পোশাকে আশাকে অবাক কৌতূহল
টুপির অগ্রভাগে জড়িয়ে নিয়েছে, জরির চমৎকার কারুকাজ
অথচ পায়ে এক জোড়া সাধারণ জুতোও নেই।
মসৃণ সেভের তামাটে ত্বকের উপর,
জমে আছে অসামান্য পরিশ্রমের ঘাম।

লোকটি অস্তগামী সূর্যের আড়াআড়ি হেঁটে যাচ্ছে
সে, তার নিত্য সঙ্গি একটি প্রশিক্ষিত বানর।
আর পিছু নিয়ে চলে শহরতলির
অসংখ্য অবোধ বালকেরা,
এই তার পৃথিবী আর সহজ জীবন যাপন।

আকাশের নিচে খোলা রঙ্গমঞ্চে
অভিনয় করে তারা মুহূর্তের প্রশংসা কুড়ায়।
সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বিচিত্র মুদ্রায়
নেচে যায় নির্দ্বিধায় মজমায়, মজমায়
সহস্র জনতার মন জোগায়।

আর প্রতিদিন পড়ন্ত বেলায় নিরীহ দু'টি প্রাণী
সামান্য সুখ দুঃখ আর আনন্দ ভাগ করে খায়।

www.pathagar.com

জীবন এবং রক্ত

রক্ত এবং জীবনের দ্রবই বিপ্লব,
জীবনের ভেতরে বিপ্লবের উৎস।
উত্তপ্ত রক্ত ঝরানোই বিপ্লব নয়,
রক্ত আর বিপ্লব এক নয়।

রক্তের মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই
কৃতিত্ব রয়েছে জীবনের মধ্যে।
বিপ্লব, ঐতিহ্যের কাছে লতানো শরীর,
মূলতঃ জীবনই প্রকৃত বিপ্লব।

পরিচিত শব্দের কোরাস

কি এমন অদৃশ্য অচেনা পাখি,
এখানে এমন তোলে পরিচিত শব্দের কোরাস
অহোরাত্র প্রতিদিন রক্ত পান করে হেসে যায়,
আর আমার ভেতরে বাজে মায়াবী সংগীত।

জানালার সার্শি গলিয়ে আসে হলুদ রোদ
নীলাভ ওড়নায় ভেসে ওঠে পরিচিত যুবতীর মুখ,
পৃথিবীর হরিৎ উদ্যান, সোনালি অক্ষর।
এমন জৌলুস ভরা জ্বলজ্বলে রূপালি শহর-

সবই আমার পরিচিত, মাঠ ঘাট সোনালি শহর
কি এমন অদৃশ্য অচেনা পাখি বুকের ভেতরে
অহোরাত্র ডুব দিয়ে যায় রক্তের নহরে-
অবিশ্রাম শব্দের কোরাসে কাটে দিবস প্রহর।

www.pathagar.com

আমি শুধু জানি তার নাম

পাড়ভাঙা একটি গ্রামের নাম আমি ভুলে গেছি
যে জলচর পাখি পৌঁছে দিয়ে গেল জলের শেষ সীমায়,
আমি শুধু তার নাম জানি গাঙচিল।
আর ফিরে দেখিনি, তিলের সুবাসে বাতাস ভারি হয়ে আসা,
মধু পোকার স্বচ্ছন্দ আনাগোনা।

এ শহর আমাকে এমনি ডাকলো,
আমি আকালের নবান্নে ছেড়ে এলাম।
ধানের শীষে ভুলে গেছি আমি
স্বচ্ছ শিশিরের প্রেম-

সেই সাত রঙা মাছরাঙা,
চোখের পলকে জলে ডুব দিয়ে পানি হয়ে যায়।
আমি ইতি উতি করি সে পাখি কোথায় গেল?
আমার চোখের কর্ণিয়ায় আর নেই।

রঙিন বাতির দিকে চেয়ে দেখি
একটি পালকও যদি মিশে যায় ঐ নীলের সীমায়
তবে সে পাখি আর কোথাও খুঁজব না,
থেকে যাব এ শহরের ইটের পাঁজরায়-
ভুলে গেছি বলে শান্ত্বনা দেব একটি গ্রামের নাম।

যে জলচর পাখি পৌঁছে দিয়েছে জলের শেষ সীমায়
আমি শুধু তার নাম জানি গাঙচিল,
এ প্রেমহীন অপার শূন্যতায়।

www.pathagar.com

জীবন এবং বৃক্ষ

এখন একটি বৃক্ষের প্রার্থনাও মানুষ শুনতে পায়
জীবন এবং বৃক্ষের মধ্যে যে সম্পর্ক,
সে সম্পর্ককে আমরা ভালোবাসা বলি।
প্রতিদিন পত্রিকা বোঝাই করে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়,
আসুন আমরা বৃক্ষ ভালোবাসি।

অভয়ারণ্য উজার করে বৃক্ষের রোদন,
বাতাস ভারি করে তোলে।
সহস্র কিউসেক পাহাড়ি পানির ঢল,
ভূমিধ্বসের শব্দ জনপদে শঙ্কা ছড়িয়ে দেয়।

অথচ কোন মানুষের রোদন,
এখন আর কোন মানুষ শুনতে পায় না।
কোন মানুষের প্রার্থনা,
এখন আর কোন মানুষ বুঝতে পারে না।

ঝরনার কাছে একদিন

আমি একদিন সবুজ পাহাড়ের উপত্যকায়,
শোকার্ত ঝরনার আর্তনাদ শুনেছিলাম।
অসংখ্য পাহাড়ি পাখি তখন সন্ধ্যার সংগীতে
পাহাড়ের চূড়ায় দীপ্তময় ছিল আগামীকাল-

সেখানে আমি আত্মার শক্তিকে অনুভব করেছিলাম
তখন ঝরনা আর আত্মার মধ্যে,
আমি কোন পার্থক্য দেখিনি।
প্রকৃতই মানুষের সত্ত্বায় দ্বৈত শক্তিই উজ্জ্বল-

সত্য এবং মিথ্যাই
আত্মার শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
মহৎ আত্মায় সত্যের গৌরবই প্রবল,
এটাই আত্মার অনন্ত বিজয়
বিজয়ী আত্মা শাশ্বত কালের ঘরে বর্তমান।

www.pathagar.com

উত্তরবঙ্গ

অদ্ভূত শব্দ তুলে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে
মহিষের গাড়ি চলে, মহিষের গাড়ি চলে-
শীতের শরীর থাকে কুয়াশার কোলে,
আকাশে রাতের জ্যোৎস্না পিদিম জ্বলে।

রূপালি বিভা ভেদ করে পাশাপাশি চলে
আধুনিক যন্ত্রযান, ঐতিহ্য অস্তাচল।
কুশরের ক্ষেতে শেয়ালের হামলা রুখে
ঢং ঢং বাজে ক্যানাস্তারা-
দূর-দূর কোন গ্রামে আঁখ মাড়াইয়ের গান,
বাতাসে গুড়ের সুরভি, ভেসে যায় কোনখানে।

অদ্ভূত শব্দ তুলে মহিষের গাড়ি চলে
আপন হরষে গাড়োয়ান গেয়ে ফিরে লোকজ সংগীত
কে শোনে তার গান, শোনে কি রাতের শূন্যতা
না-কি নিজেই নিজের শ্রোতা।

গাড়োয়ান পথ চলে, পথ চলে রাত্রির শিশিরে
রাতের জড়তা সরে সোনালি থালার মতো-
ওপারে উঁকি মারে ভোর, ফুলছড়ি ঘাট,
মাঝিদের ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি।

উত্তরে বাতাসে ধূলি ওড়া চর, সহস্র শীতের পাখি
আর চোখে ভেসে ওঠে-
সহজ সরল এক সবুজ বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

লংফেলো

লংফেলো, রাত্রির শেষ ভাগে
আপনার পংক্তিমালা উচ্চারিত হয়,
সহস্র, সহস্র সূর্যাস্ত আগে
আগে আপনি উচ্চারণ করেছিলেন
"তোমার ধূলোর প্রতিমা একদিন ধূলোতেই মিশে যাবে
এ কথা আত্মা সম্পর্কে উচ্চারিত হয়নি"

অথচ প্রতিদিন পূর্ব দিকে সূর্য উদিত হলে
আমরা কেউ কেউ বলেছি সূর্য আল্লাহর মহিমান্বিত রহমত,
কেউ বলেছি সূর্যের লাল রঙ-ই প্রধান।

আবার কেউ বলেছি ওটা কিছুই নয়,
প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম মাত্র।
আর এ সকল বিষয় নিয়ে তর্কের তুমুল উত্তেজনা,
মূলত সূর্যই ছিল সৌন্দর্য দর্শনের প্রধান উৎস।

কিন্তু আপনি-
কি পবিত্র বিশ্বাসে নক্ষত্রের রাত্রির কথা বলেছেন,
রাত্রির গান করেছেন, আত্মার গৌরব করেছেন।

তৃপ্তির এক অশরীরী হাত
আপনাকে পরম আস্বাদে স্পর্শ করেছে,
ভ্রাম্যমান শব্দ তরঙ্গ আলোড়িত হয়েছে।
আশ্চর্য, আমরা ক'জনই বা সেই উজ্জ্বলতা নিয়ে
আত্মার শক্তিকে দর্শন করতে পেরেছি?

www.pathagar.com

রাত্রিযাপন

অনেক দিন আশ্চর্য রাতে ঘুমাতে পারি না
কি-বিকেলে যে রঙ চা পান করি তাও না।
অহেতুক অস্থিরতার মধ্যে
বারবার আবর্তিত হতে থাকে দীপু, মোস্তফা, ইশারফ
আমি এদেরই সহযাত্রী-
আর ও ঘরে কাশির মধ্যে জেগে ওঠেন বাবা।

বাবা একজন কাশের রোগী,
অন্ধকারে খোজেন সিরাপের বোতল।
অসতর্ক হাতের স্পর্শ লেগে পড়ে যায় স্টিলের গ্লাস
ঝনাৎ, ঝনাৎ করে শব্দ তুলতেই,
ব্লাড প্রেশারের রোগী আম্মা জেগে ওঠেন।

একবার জেগে গেলে তারও ঘুম হয় না,
সারারাত যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন।

বাবা হয়তো মশারি সরিয়ে আবার ঢুকলেন,
কিন্তু না, অসহ্য কাশির গমকে তিনিও
সারাটা রাত জেগেই রইলেন।

www.pathagar.com

শার্ল বোদলেয়ারের মৃত্যু

বোদলেয়ার আপনি দুঃখের মধ্যে জ্বলে উঠেছিলেন
আনন্দ নির্মাণ করে বলেছিলেন মৃত্যু,
পৃথিবীতে সূর্যই মৃত্যুর উপমা।
আপনি সূর্যই ছিলেন বোদলেয়ার
আর অসম্ভব অস্থিরতার ভেতরে এঁকে দিলেন,
পারঙ্গম শিল্পীর মতো প্যারিস চিত্র।

আশ্চর্য এই শহরের নির্বোধ মানুষেরা
আপনার মৃত্যুর সংবাদও তারা জানলো না
যারা সামান্য কবর খননকারী,
তারাও জানে একজন কবির মৃত্যু নেই।

বোদলেয়ার আপনি দুঃখের মধ্যে জ্বলে উঠেছিলেন
কবিতা নির্মাণ করে বলেছিলেন আনন্দ।
এক সময় এই শহরবাসীরাই কবিতার জন্য
আপনার যৌবনকে লুট করেছে,
প্রশংসা ছড়িয়েছে প্যারিসের আকাশে বাতাসে।

বোদলেয়ার, শার্ল বোদলেয়ার, শার্ল বোদলেয়ার–

অথচ আপনার পারলৌকিক শোভাযাত্রায়
রেশমী টুপি নষ্টের ভয়ে,
ক'জন ছাড়া কেউই যাত্রী ছিল না।
বোদলেয়ার আপনি দুঃখের মধ্যে জ্বলে উঠেছিলেন
কবিতাকে নির্মাণ করে বলেছিলেন আনন্দ,
আনন্দ নির্মাণ করে বলেছিলেন মৃত্যু।

www.pathagar.com

কম্পোজ

সেই সমস্ত দিন ক্রমে বিদায় নিতে আরম্ভ করলো। একটা সময় ছিল যখন ভরদুপুরে দৌড়ে প্রজাপতি ধরতে ভালোবাসতাম। প্রতিটা প্রহর ছেড়ে দিতাম রঙ-ধনুর সাত রঙ-এর আড়ালে। সেই স্মৃতিগুলোকে হাতের মুঠোয় জড়ো করে একটি সুন্দর সুখের দিন আমরা ভাবতে পারি না। মা দিনের পর দিন অসুস্থ হতে লাগলেন। যিনি ঝরা পাতার মধ্যে আবিষ্কার করতেন শীতের সৌন্দর্য, সৃষ্টির মহিমা দেখে অশ্রু ঝরিয়ে ফেলতেন। সারাটা জীবন কেটেছে যার বিরামহীন সংগ্রামের মধ্যে তাঁর মুখের ভাষাই ছিল কবিতা।

এখন শীত কোন সৌন্দর্য নয়, বিষণ্নতা ঝরাপাতা থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে। স্মৃতি বড় নির্মম ক্রমাগত টেনে নিয়ে যায় শোক আর দুঃখের মধ্যে, আসলে দুঃখই মানুষের অমূল্য সম্পদ। এই শহর আমাকে আলো বাতাস দিয়ে বেড়ে উঠতে দিয়েছে। কতবার মা'য়ের হাত ধরে নগর শোভিত ওভারব্রিজের ওপারে বেড়াতে গিয়েছি। মা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষিকা, ভালোবাসতেন দূরন্ত বালক-বালিকার কোলাহল। সেই উজ্জ্বল দিনগুলোকে বিদায় দিয়ে আমরা তিনটি প্রাণী যন্ত্রের মতো বাস করি শহরের প্রান্তসীমায়।

মা'য়ের মৃত্যু হলে এই পৃথিবীতে এতটুকু ভালোবাসা আর কোথাও অবশিষ্ট থাকে না। শহরের সমস্ত নিয়ন সাইন সোডিয়াম বাল্ব এক সঙ্গে নিবে যায়। অন্ধকার শূন্যতা গ্রাস করে সবুজ সৌন্দর্য। এই বিবর্ণ অস্থির মুহূর্তে জীবনকে আমি একটা ওভারব্রিজই ভাবতে পারতাম, যার ওপারে মানুষ ছায়ার মতো অদৃশ্য হয়ে যায়। অথচ জীবনকে দীর্ঘ কবিতার কম্পোজ ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। বারবার অপ্রয়োজনীয় লাইন, অপ্রয়োজনীয় শব্দ, কাটাকাটি, সংযোজন, মুছে ফেলার জন্য ....।

www.pathagar.com

আগামীকাল

কোমল স্বভাবা প্রিয় শিক্ষয়িত্রী আমার
আপনি ভীষণ ত্রস্ত ব্যস্ততায় শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেন।
সৌবর্ণ মুখমন্ডলে জমে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম,
প্রতিদিন আপনাকে অনেকগুলো ক্লাস সারতে হয়।
যখন আপনি প্রবেশ করেন–
আপনার হাতের খড়িমাটির চকটির দৈর্ঘ্য থাকে চার ইঞ্চি।

আমরা শিকারী বিড়ালের মতো
গুটিসুটি মেরে বসে থাকি
ছুঁড়ে দেই আমাদের অনিবার্য কৌতুহল,
আপনার মেধা আর প্রখর দৃষ্টির কাছে।

প্রিয় বিষয়টি নিয়ে ঝুঁকে পড়েন বিশাল ব্লাকবোর্ডে।
বিদ্যুৎ-এর গতিতে নেচে ওঠে আপনার সৌভিক হাত,
পুরো অধ্যায়টি ঝকঝকে হয়ে ওঠে চোখের কর্ণিয়ায়,
আর কি আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে-
টুকরো টুকরো ভেঙে পড়ে হাতের চক।

কিছুটা সময় রেখে দিয়ে ডাস্টারে মুছে ফেলেন,
তারপর ফিরে যান অন্য বিষয়ে।
ঝরে পড়ে খড়িমাটির গুঁড়ো ঈষৎ উড়ে যায়
কিন্তু আমরা কোন লেখা কোন সামান্য বিষয়,
সহজেই হৃদয় থেকে মুছতে পারি না।
এভাবে শেষ হতে হতে হাতের চকটি,
এক সময় পুরোটাই শেষ হয়ে যায়।
একটি খড়িমাটির চক এবং মানুষের জীবন
আসলেই একই রকম–
ভাংচুর আর ঘষতে ঘষতে শেষ হয়ে যায়।

বড় অতৃপ্ত সময়ে বেজে ওঠে ঘন্টার ধ্বনি
তৃষিত পথিকের মতো বুঝিয়ে বলেন,
আজ আর সময় নেই–

www.pathagar.com

হাতের মাটিও ফুরিয়ে গেছে,
বাকিটা আগামীকাল।

আর আমরা সবাই
একটি পরিপূর্ণ আগামী কালের অপেক্ষায় থাকি।

মানুষের ভাগ্য

রেস্তোরার আবছা কোমল আলোর বিভায়
তরল তেজস্ক্রিয়তা পান করতে করতে
তরুণ এই কবির আড্ডায় একজন উচ্চারণ করলেন
এখন মানুষের কথা হোক
আমাদের মধ্যে একজন

"সাফল্য এবং ব্যর্থতাই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

এই বলে জীবনকে প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিতে চাইলেন
আমি কর্মের প্রতিফলন দেখেছিলাম জীবনের মধ্যে

খনির পরিশ্রান্ত শ্রমিকের শরীর থেকে যে ঘাম ঝরে যায়
আর যে রাসায়নিক বিষক্রিয়ার মধ্যে-
সে হীরক সন্ধান করে সামান্য ভাগ্য নির্মাণ করে,
তার জন্যে আমাদের কারোরই কোন শ্রদ্ধা নেই।

ভূ-গর্ভের মৃত্যু পৃথিবীর আলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়ুক
আমরা কেউ তা চাই না
কবিরাই সত্যের উপাসক বলে
মৃত্যুর চিত্র নির্মাণ করে থাকেন
আর আমরা ক'জনই বা চাই একজন শ্রমিকের মৃত্যু,
একজন শিল্পীর মৃত্যু হোক।

আমি জীবনের মধ্যে কর্মের প্রতিফলন দেখেছিলাম
মূলত কর্মই জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

www.pathagar.com

অপ্রকাশিত কবির আত্মা

আমার মা' কে কফিনে আবদ্ধ করলাম
পবিত্র কাপড়ে লেগে আছে আতর করপুর,
তারপর নিয়ে যাব নিরাপদ বাসস্থানে
যেখানে তিনি বেহেস্তের জৌলুস দেখে হেসে ফেলবেন।
পান খাওয়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবে
খোকা আমি যৌবন পেয়েছি, এখানে সবকিছু পবিত্র।

তিনিই ছিলেন অপ্রকাশিত এক কবির আত্মা
যিনি ক্ষুধার্ত শিশুর শূন্য উদর দেখে,
লিখে ফেলতেন চমৎকার সব মানুষের কবিতা-
প্রতিটি শব্দই ছুঁয়ে যেত হৃদপিন্ডের শরীর।

প্রায়শঃ কেঁদে ফেলতেন তিনি না-না
মানুষই আমার ভালোবাসা
মানুষকেই আমি ভালোবাসি,
আমার কবিতার উপজীব্য মানুষ।

তিনিই ছিলেন অপ্রকাশিত এক কবির আত্মা।

www.pathagar.com

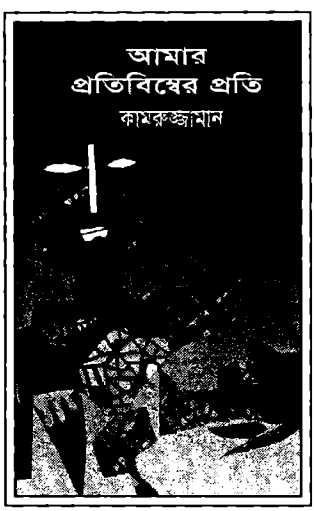

কভার ফ্ল্যাপ

যে ক'জন তরুণ কবির কবিতা কোথাও প্রকাশ পেলে আমি আগ্রহ নিয়ে পড়ি কামরুজ্জামান তাদের অন্যতম। আমার আগ্রহটা এই জন্য যে এরা এর মধ্যেই পাঠক হিসেবে আমাকে আশ্বস্ত করার মতো প্রতিভার পরিচয় রেখে এসেছে।

কামরুজ্জামানের কবিতার সাথে আমার পরিচয় আমাকে ক্রমাগত উৎফুল্ল করছে। পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন আবৃত্তির উৎসবাদিতে আমি তার কবিতার নিবিষ্ট শ্রোতা। তার কবিতার উপমা যেহেতু আমার মতো বয়স্ক মানুষের মধ্যেও প্রেমের অভিজ্ঞতা ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে দ্যায় সে কারণে এ ধরনের কবি প্রতিভার প্রশংসা করার যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই। কামরুজ্জামান প্রকৃত কবি স্বভাবের অধিকারী। তার রচনা এখন রসপিপাসুদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। আমি এ ধরনের কবির সমর্থন করে তৃপ্তি বোধ করি।

আল মাহমুদ

আমার প্রতিবিম্বের প্রতি

উৎসর্গ : যখন কবিতার বদলে চলছে হিংসা আর পরনিন্দা চর্চা, তখন আমরা যারা শুধুমাত্র কবিতায় আস্থাশীল সুপার প্রিন্টার্স-এর আড্ডার সেই সমস্ত কবি বন্ধুদের।

প্রকাশকাল : বৈশাখ ১৪০১, এপ্রিল ১৯৯৪ প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ
প্রকাশক : অনুরাগ প্রকাশনী, ২৯/৩২ সার্কুলার রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ড্রাই ক্লিনার্স

এখানে রং, রিপু, কাটা, পলিশ করা হয়-
পরিচ্ছন্ন অভিজাত জীবনের জন্য
পরিপাটি নিভাজ পোশাক।
নিপুণ বয়ন শিল্পী এক
সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেলাই করে
অসতর্ক মুহূর্তের ছেঁড়া খোঁড়া
মোলায়েম রেশমের শাড়ী, উলের কোট।

আসলে কি সেলাই করে লোকটি
মানুষের সুখ না দুঃখ?

আলো অন্ধকার

বিবস্ত্র লোকটি ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার থেকে
নেমে আসে বিভাসিত আলোর দিকে,
হেঁটে যায় কালের কালো অন্ধকারের দিকে।

আলোর ধারায় বিকশিত হলে সে-
বাতাসে দোলে তাঁর দেহের প্রতিবিম্ব।
ছিন্ন ভিন্ন শরীরের ধূসর মমিতে থাকে
পাপ, পূণ্য, খ্যাতি, সামান্য অহংকার
থাকে তার রহস্যময় সৌভাগ্য সম্ভার।
আর এই বিচিত্র দোলাচল থেকে হেঁটে লোকটি,
অন্ধকার পেরিয়ে ক্রমে পরিপূর্ণ হতে থাকে।

www.pathagar.com

কামারশালার গান

অন্ধকারে গনগনে আগুনের শিখা
হাপরের বায়ুতে জীবনের উত্তাপ।
ফুলে ওঠা পেশীর ভাঁজে জীবিকা যৌবন,
রাত ভর শব্দ ভাসে ধুপ-ধাপ, ধুপ-ধাপ।
এ কোন শব্দ নয়-
ফিরে আসা প্রাচীন সংগীত,
যার কোন অর্থ নেই, মুদ্রা নেই
আছে এক স্পর্শাতীত মায়াবী ইঙ্গিত।

জ্বালা মুখ থেকে তুলে এনে গলিত ইস্পাত
যেন শ্রমের বিন্দুতে গড়ে তোলা সোনার সংসার,
প্রেম ভালোবাসা হৃদয়ের অগ্ন্যুৎপাত।

অন্ধকারে গনগনে আগুনের শিখা জীবনের উত্তাপ-
রাত ভর শব্দ ভাসে ধুপ-ধাপ, ধুপ-ধাপ।
এ কোন শব্দ নয় এ তো কামারশালার গান-
বেঁচে থাকার অনন্ত সংগীত।

ভেজা শরীর

যাবো তো অনেক দূর
হেঁটে হেঁটে যাবো-
মৌসুমী বৃষ্টিতে ভিজে যাবো।
আমার ইস্ত্রি করা শার্ট ভিজবে
পলিশ করা জুতো ভিজবে।

ভিজুক-

আমার ভেতরও কি ভিজে যাবে
আমার উত্তপ্ত হৃদয়ে কি পড়বে জল?
প্রথম মৌসুমী বৃষ্টির শীতল জলে।

www.pathagar.com

শিল্প বুঝি না

আমার কি স্পর্ধা প্রভু আমিও জল চাই
বলি দু'চোখে আমার জল দাও প্রভু,
মিটাই স্মৃতির তৃষ্ণা।

কি আশ্চর্য কতকাল কাঁদতে পারি না
ঝরনায় কত জল কিছুই জানি না।
নিরব নিথর থাকি-
দেখি পাথরের অপার কান্না।
অথচ হৃদয় উপচে ভরে যায় বেদনার নদী
তবে কি আমিও নদীর মতো,
কান্নার শিল্প বুঝিনা!

নতজানু

নতজানু হই যতটুকু পারি
তবু আরো চায় মানুষ।
যেন আরো হই-
কত আর বেঁকে যাওয়া যায় ধনুকের মতো
অথচ হই আরো বিবিধ কৌশলে,
যতটুকু তাঁর কাছে নই।

www.pathagar.com

সুপার প্রিন্টার্স

(কবিতার অপরিহার্য আড্ডার বন্ধুদের)

আমরা এভাবে বসে থাকি সুপার প্রিন্টার্সের আড্ডায়
ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন
চা'য়ের পর চা, সিগারেটের পর সিগারেট পুড়িয়ে
নতুন কবিতা নিয়ে আলাপ করি।

কোথায় কোন দেশে মেতে উঠেছেন কোন কবি
শব্দের কারুকাজ, ছন্দের টংকার নিয়ে।
কোথায় কে ভেঙে ফেলেছেন ভালোবাসার মোহ,
ঘৃণা দিয়েই লিখছেন প্রেমের কবিতা।
অথবা কারা জাগিয়ে তুলেছেন কবিতার বিপরীতে কবিতা-
কিংবা শৃঙ্খল ভেঙে দিয়ে বন্দী মানুষ
কোন দেশে শহরে, শহরে মুক্তির আনন্দে
গেয়ে ফিরছে বিজয়ের গান।
বিশ্ব রাজনীতিও ঢুকে পরে কখনো কখনো
মনে হয় আমরা যেন সবাই,
হাজার বছরের নির্যাতনের ইতিহাস জানি।
রমণীরা ঘুরে আসে স্বাভাবিক নিয়মে
কারো কারো অভিমত নারীরাই কবিতার অর্ধেক-
আর পাশে বিকট শব্দ তুলে চলে টেডেল মেশিন।
অনেক বিখ্যাত কবির অভ্যাসের মতো
আমারও ভাল লাগে ছাপাখানার শব্দ।

আড্ডায় বসে থাকি আমরা ক'জন কবি, শিল্পী, চিত্রগ্রাহক
আমরা সবাই শিল্পের সহযাত্রী,
পাঠ করি জীবন ও সময়-

অবিরাম ঘুরতে থাকে মেশিনের চাকা
কত কিছুই ছাপা হয় প্রতিদিন
স্কুলের প্রশ্নপত্র, দোকানের ক্যাশমেমো
সংকলন, কারো বই
কখনো নিষিদ্ধ লিফলেট।

www.pathagar.com

কবিতার বিষয়বস্তু

কবিতার কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নেই
প্রতারণায় তিনবার বিক্রি হওয়া
প্যারিসের বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার
কিংবা শতাব্দীর কিংবদন্তী-
ডুবে যাওয়া প্রমোদ তরী টাইটানিক,
যার কুশলীরা প্রভুর শক্তিকেও অবজ্ঞা করেছিল।

আর আমার সস্তা জুতো জোড়ার
খুলে যাওয়া সিনথেটিক সুখতলি-
যা এখন প্যান্টের পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি
ঢাকার অমসৃণ ব্যস্ত ফুটপাতে।

হে শয্যাশায়িনী প্রিয় বান্ধবী আমার
তোমার কি মৃত্যুর জন্য ভীষণ ভয়?
তবে কেন জানতে চাও-
কি ইনজেকশন দিলেন ডাক্তার
না, পৃথিবীর হৃদয়ের ব্যথা কমার কোন ইনজেকশন নেই।

তুমি কি জান না,
মৃত্যুও এখন সৌন্দর্য কবিতার।

www.pathagar.com

নগ্নতার ভাষা

আপাদমস্তক ঝলসে গেছি
ভেতরে ও বাইরে সমান
হৃদয় বলে যাকে, তারও ক্ষতি হয়েছে ভীষণ।
আবরু সরিয়ে নিয়ে, তুমি
দেখালে যা এ রাতে
বুঝালে যে কঠিন ভাষা
নিটোল দীঘির জলে
সদ্য ফোটা পদ্মকলির রহস্যের শতভাঁজ।
কি বোঝাতে চাও, ইশারায়
তুলে এনে লাল ফুল।
বোটার ভাঁজে নাক নিয়ে শুকি
দেখি এতো ফুল নয়-
অলৌকিক বেহেস্তি ফল,
নিষিদ্ধ ছিল যা আদমের হাতে।

ভেতরে ভাঙন

(কবি শাহাদাত বুলবুল শ্রদ্ধাস্পদেষু)

কতদিন অবহেলায়
কতদিন অনাদরে
ভেতরে, ভেতরে-
অভিমানে নিজের ভিতরে নিজে,
ভেঙে গেছি কাঁচের মতন।

www.pathagar.com

আমার প্রতিবিম্বের প্রতি

মাঝে মাঝে ঘৃণার থুতু ছিটিয়ে দি
নিজের উপরে এখন
সময়ের কাজে পরাজিত থাকি কখনো কখনো।
জীবনের অর্থ খুঁজে যৌবনের কাছে,
যতবার চুম্বন রাখি তৃষ্ণার ওষ্ঠ যুগলে
প্রার্থনার মতো–
ততবার তৃপ্তির প্রশ্নটুকু সরে যায় দূরে।

বিশ্বাস ভেঙে গেলে থিতিয়ে পড়ে রক্তের স্রোত
চূর্ণ বিচূর্ণ খসে পড়ে প্রতিবিম্বের মমি।
ফুল যেন মনে হয় আততায়ী বিস্ফোরকের রেণু,
শিল্পীর তুলি যেন হন্তারকের ছুরি
ঘা-য়ে, ঘা-য়ে ফালা ফালা করে
নিজেরই আদল দেখি শতবার,
দাঁড়াই প্রশ্নের মুখোমুখি-
কতটুকু মানুষ আমি, কতটা পশু।
ভালোবাসা প্রেম কতটুকু ঢেলেছি প্রার্থনার
না শুধুই কেঁদেছি কেবলই সংসার, সংসার?

যতবার দাঁড়াই ঘুরে নিজেরই দিকে
চূর্ণ-বিচূর্ণ ধ্বসে যায় মমি,
ততবার কুঁকড়ে যাই, নিজের ভেতরে নিজে।
কখনো ব্যর্থতার, কখনো ঈর্ষার আগুনে পুড়ি
মুখোমুখি দাঁড়ালে শুধু একান্ত এই নিজেরই শূন্যতায়।

www.pathagar.com

সমুদ্র সংগ্রামে

(একানব্বইয়ে জলোচ্ছ্বাসে নিহতদের উদ্দেশ্যে)

লোকালয় ভেসে যায় জোয়ারের জলে
ভেসে যায় মানুষের শব, অশ্রু নামে
শূন্যতায় রাত্রি বাড়ে বিষন্ন অঞ্চলে,
বন্দরে নগরে শোক জীবনের দামে।

গাঙচিল ফিরে যায় জলের উজানে,
জেলেরা ফেরে না আর জনপদে, তীরে।
অনন্ত বিশ্রাম আসে শিয়রে শিথানে,
যে মাঝি দিয়েছিল পাল মাস্তুলে ধীরে।

তারাও জাগেনি আর সমুদ্র সংগ্রামে
বাতিঘর বুঝে যারা, বুঝে না সংকেত।
চলাচল থেমে গেছে জনহীন গ্রামে,
ভেসে গেছে সবুজাভ ফসলের ক্ষেত।

আবারও জাগবে মানুষ বিপন্ন উদ্যানে,
আশা নিরাশায় আগামীর স্বপ্নের সন্ধানে।

www.pathagar.com

কালোমুখ নারী

ওদের মুখে এক ধরনের কষ্টের কালো ছাপ
ওদের চোখের নিচে কষ্টের কালো দাগ
ওদের পেটে সন্তান ধারণের গৌরব নেই,
লাথির আঘাতের কালো দাগ।
ওদের সমগ্র শরীরে নির্যাতনের দাগ,
রক্ত জমে ওঠার চিহ্ন-
তাই ওরা কালোমুখ নারী
কালোমুখ নারীরা এখন জীবিকার সন্ধান করে
নিশাচর পাখির মতো,
সোডিয়াম বাতি হলুদ আলোর ভেতরে।
সন্ধ্যার বাতাসে ছড়ায়
সস্তা প্রসাধনের মৌ, মৌ সৌরভ।
রিক্সার টুংটাং শব্দ তুলে পাক খায়,
হাইকোর্ট থেকে দোয়েল চত্বর।

অস্থিমজ্জা রক্ত মাংস ঢেলে,
রাতের শহরে লেখে নিশি কাব্য
উপর তলাতে কেউ,
কেউ অন্ধকারে পার্কের বেঞ্চের উপর।
রমনার বটমূলে নপুংসকরা নাচে-
আর মধ্যরাতে বৈঠক বসে,
রূপচর্চার ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক শিল্পের টানে।
রিক্সার টুংটাং শব্দ তুলে,
ক্রমাগত পাক খায়-
হাইকোর্ট থেকে দোয়েল চত্বর।

কেন ওরা ঢুকে পরে না
পোশাকের বেরিকেড ভেঙে,
সুগন্ধা আর বঙ্গভবনের ভেতর।

www.pathagar.com

ঢেউ

পতিতার ঘরে রাত নামে দেখ
রঙ্গ রসের ঢেউ,
সারারাত ভর মধু লোটে যারা
সকালে থাকে না কেউ।

ছুরি

মুদ্রাস্ফীতির এই রঙিন শহরে ভয়
এখানে সেখানে ওঁত পেতে আছে মৃত্যু,
ভয় ভীষণ ভয়, এই আততায়ী সময়।
ফুটপাতে, রেস্তোরাঁয়, বিপণী বিতানে,
সবুজ উদ্যানে ফুলের মেলায়।

যেন শহরময় ফুলের বদলে ফুটে আছে
বারুদ, কার্তুজ, কাটার বদলে ছুরি।
যেন ছুরিই ঝুলে আছে এক
বিবেকের দ্বন্দ্ব ঠেলে, এক কঠিন মজবুত ইস্পাত।

www.pathagar.com

টলস্টয়

টলস্টয় এখন আপনি আমাদের
দু'এক পাতা গদ্য লিখে দিয়ে যান,
আমাদের তো হাতে তেমন কোন ভাল কবিতাও নেই।
যে আমরা মুহূর্তে প্রবাহ বদলে দিতে পারি
উপন্যাসের কোন চরিত্রও খুঁজে পাচ্ছি না।
আমাদের শিল্পের সংজ্ঞা লিখে দিয়ে যান–

আমরা ভীষণ সংশয়ে আছি রক্তের ঝরনা শিল্প কি-না?

কিংবা লিখে দিয়ে যান সেই রেলস্টেশনের কথা
যেখানে অসহায় মানুষের মতো প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন,
তার বর্ণনাই লিখুন এই বিদ্যুৎহীন শহরে।

আমরা লণ্ঠন জ্বেলে দেব, লিখুন টলস্টয়
অবলীলায় হয়ে যেতে পারে
একটি চমৎকার উপন্যাস-
আপনি তো আপনার হিরন্ময় কলমে
সত্য আর সৌন্দর্যকেই আবিষ্কার করেছেন।
এখন আপনার অযোগ্য উত্তরসুরীরা পেরেস্ত্রয়িকা প্রচার করছে
অঞ্চলে, অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছে জাতিগত বিদ্বেষ।

আর চীনের অসংখ্য তরুণ
স্বাধীনতা, স্বাধীনতা বলে চিৎকার করে তিয়েনআনমেন স্কয়ার
রক্তে রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছে।
সেই অসামান্য তরুণ, যে তোপের মুখে দাঁড়িয়ে
সাজোয়া বহর থামিয়ে দিয়েছিল,
তার ভাগ্যে এখন মৃত্যুই নির্ধারিত হয়েছে।

টলস্টয় এমন একটি সাহসী তরুণকে চরিত্র করে
বিশাল ক্যানভাসে উপন্যাস লিখে দিয়ে যান।
আকাশ বাতাস সবুজের আদিগন্ত সৌন্দর্য
তৃণভূমির মেষ পালকের মতো চিন্তাহীন জীবন,
আর পৃথিবীর তাবত মানুষের স্বাধীনতার জন্য।

www.pathagar.com

কালুনাথ ডোম

(রেজাউর রহমান সবুজ ভাইয়ের পবিত্র স্মৃতির প্রতি)

নিপুণ শিল্পী তুমি, কালুনাথ ডোম
মালির মতো যত্ন করে
সোনার শরীরে ফোটাও
রক্তাক্ত মাংসের গোলাপ।
হাতুড়ি বাটালের খুটখাট শব্দ তুলে
স্কাল ওপেন কর দেখ ব্রেইন পেইল হলো কি-না।

আর ছুরিতে শান দিয়ে
চিরে ফেলো ভাইয়ের বুক
নাভি মূল থেকে কণ্ঠ অবধি
যে কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা ছিল একদিন।
সে এখন আর বলে না কিছুই-
পর্যবেক্ষণে মেতে ওঠো তুমি,
মৃত্যুর জন্য আঘাত কতটা জোরালো ছিল।

তুমি সবই দেখ নেড়ে চেড়ে
অভিজ্ঞ চিত্রকরের মতো
যেভাবে শিল্পী মিলিয়ে নেয়
উজ্জ্বল রঙয়ের কম্বিনেশন।
বাতাসে ছড়িয়ে বাংলা মদের ঘ্রাণ
দু'হাত জড়িয়ে ধরে - মাফ করবেন স্যার
আমাকে গোলাপ ফোটাতে দিন।

ব্যথায় আমাদের ভেতর ভেঙে-চূরে যায়
থেমে যেতে চায় রক্তের প্রবাহ,
তার তুমি বুঝনা কিছুই।

www.pathagar.com

কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি

কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি তোমাকে নিয়ে আজকাল। দেখি রোলসরয়েসে চড়ে আমরা দু'জন অতিক্রম করছি কোন সমুদ্রের উপকূল। হাজার ঢেউ ভেঙে পড়ছে তীরে, বাতাসের বিরোধ ঠেলে উড়ে যাচ্ছে সিগাল। কূল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য পাইন, বাতাসে তাদের পাতা কাঁপছে থিরথির। এই রোমাঞ্চের ভেতর দিয়ে হয়ে যাচ্ছে সকাল, পাহাড়ের উপর থেকে কুয়াশা ভেদ করে জাগছে সূর্য। আর নাম না জানা সহস্র পাখির শিস এইসব কত কি।

তোমার শরীর নিয়েও স্বপ্ন দেখছি। তুমি বারবার আমার দু'বাহুতে সমর্পিত হও, আমার চোখে চোখ রেখে পড়তে বলো তোমার চোখের ভাষা। আমি তার বুঝি না কিছুই, কখনো মনে হয় ভালোবাসায় বুঝি রেখেছো ধরে। কখনো মনে হয় জ্বলে আছে কামের আগুন। তোমার এমন গভীর অবলোকন আমার ভেতর পর্যন্ত বিদ্ধ করে ফেলে। আমি কামার্ত পাখির মতো কেঁপে উঠি থরথর। তুমি যখন বৃষ্টির শিল্পের মতো খুলে যাও, উন্মোচিত তখন তোমার আমূল সৌন্দর্য। তোমার যুগল ভ্রুভঙ্গিতে, কোমল গ্রীবায়, নাভিমূলে জেগে ওঠে সৃষ্টির রহস্য। কোন কবি যেন তার প্রেমিকার তিলের জন্য লিখে দিয়েছিলেন শহর। না, শহর কেন তোমার এমন সৌন্দর্যের জন্য লিখে দেবো সমগ্র বাংলাদেশ। নদীর যৌবন, পাখির সঙ্গম, পাকা ধানের সোনালি সৌরভ। এইসব কত কি স্বপ্ন দেখি আজকাল।

অথচ তোমার হাজার টাকার ঋণের বোঝা, এখনো নামাতে পারিনি মাথা থেকে। যা ছিল সম্বল তাও উড়িয়ে দিয়েছি সুরার আড্ডায়। জানিনা কেন এমন অমূলক শুনেছি তোমার মুখে, কি লাভ এই কবিতা, কবিতা করে। বহুবার কানে বেজেছে আমার, কবিতা তো আর দেবে না এনে গ্রাস। যারা কবিতা লেখে না তারা ভরে উঠুক ধন, ধান্যে, পুষ্পে। অনেক ভেবেছি দেখে এখন আর যাবে না ফেরা পেছনের দিকে, লিউক্রেমিয়ার মতো কবিতা আটকে গেছে রক্তে।

তোমার হাজার টাকার ঋণ এখন আমাকে তাড়িয়ে ফিরছে ঢাকার এই ব্যস্ত ফুটপাতে, বিপণী বিতানে, স্টেশনে, প্লাটফর্মে, প্রেক্ষাগৃহে, ঝুল বারান্দায় সর্বত্র সবখানে। যেন কবির সম্মান ভূ-লুণ্ঠিত হবে, মিশে যাবে ধূলায়। এইসব কত কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি আজকাল।

www.pathagar.com

জাতিসংঘের দরজায়

(বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা'র যুদ্ধ পীড়িত মানুষের উদ্দেশ্যে)

আকাশে বাতাসে এখন কাঁন্নার শব্দ
সারাদিন, সারারাত শুধু কাঁন্নার শব্দ তরঙ্গে,
বসনিয়ার যুদ্ধ পীড়িত মানুষেরা কাঁদে।
আর পৃথিবীর প্রতিটি অট্টালিকায়
শোকার্ত মানুষের রোদন-
তীব্র প্রতিবাদে তোলে ধ্বনি, প্রতিধ্বনি।

গুলির বৃষ্টিতে আলোকিত অন্ধকার আকাশ
শহীদের খুনে ভিজে যায় মাটি।
দাউ দাউ আগুনে পোড়ে ফসলের মাঠ,
পোড়ে জন্মভূমি স্বর্ণ গ্রাম।

বসনিয়ার শিশুরা কাঁদে
ক্ষুধার্ত মানুষেরা কাঁদে
ধর্ষিতা রমণীরা কাঁদে
এখন এ লজ্জার ভার তারা রাখবে কোথায়?

তাদের ক্ষুধা, তাদের লজ্জা
সন্তান হারানোর বেদনা
জন্মভূমির অধিকার
জাতিসংঘের দরজায় কড়া নাড়ে।

রক্তে, রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রতিটি সাগর
তবু এখনো কি চলবে রক্তের উৎসব
এখনো কি জাগবে না মানবতা
এখনো কি জাগবে না ভালোবাসা,
আর মানুষের জন্য মানুষ।

www.pathagar.com

দুঃসময়ে আছি

দুঃসময়ে, ভীষণ দুঃসময়ে আছি আমরা এখন
কখনো কখনো মনে হয় প্রতিদিনের সংবাদপত্র,
টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দি' আকাশে বাতাসে।
সমাজ ধ্বসে যায়, ভাঙছে সংসার
শব্দের ভেতর কালো ছায়ায় শুয়ে থাকে অজ্ঞাত যুবতীর লাশ।
হলুদ হতাশায় পুড়ছে যৌবন
অন্ধকারে শুধু ধর্ষণ, ছিনতাই
সবুজ উদ্যানে ঘুরে ফিরে আততায়ী গুপ্তঘাতক।
দুঃসময়ে, ভীষণ দুঃসময়ে আছি আমরা এখন-
প্রেম নেই,
ভালোবাসা নেই
জীবনের অর্থ নেই,
পাখির গান নেই,
চাঁদের জ্যোৎস্না নেই,
সবুজের আনন্দ নেই,
পাহাড়ের পাদদেশে রাখালের বাঁশী নেই
নতুন কোন সূর্যোদয় নেই-
প্রার্থনার সংগীত নেই
দুঃসময়ে, ভীষণ দুঃসময়ে আছি আমরা এখন

কখনো কখনো মনে হয় সমস্ত মিথ্যে খবরের সংবাদপত্র
টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দি' আকাশে বাতাসে।

www.pathagar.com

অলৌকিক যৌবন

এই যে মানুষের বিচিত্র যৌবন
আর বরফের মতো কঠিন মৃত্যু
প্রতিদিন খুলে যায় জীবনের অঙ্গবাস,
পৃথিবীও সরে যায় একটু, একটু করে নিজের রেখায়।

অথচ প্রতিটি মানুষই যৌবনের সংগীত ভালোবাসে,
প্রার্থনায় রত হয়, হে সোনার যৌবন আমার-
আমার রক্তে দৃঢ়তা শুনতে পাচ্ছি,
মৃত্যুর মহিমান্বিত সৌন্দর্য তাও দেখতে পাচ্ছি এখন।

রহমের পানি জমাট বেঁধে আছে পাহাড়ে, পাহাড়ে
নহরের তলদেশে জীবন পেয়েছে অলৌকিক শামুক,
জোয়ারের পানি আর ভাটার মৌসুম
মাটি ফুঁড়ে কিভাবে গজায় বীজে সবুজ অঙ্কুর।

কি আশ্চর্যভাবে যৌবন লুকায় ক্রমান্বয়ে কালের বিবরে
অদৃশ্য আঁধারে ঢেকে যায় লাবণ্য সৌরভ,
তবু বারবার প্রশ্ন করি, তুমি কি জেগে আছো?
হে আমার যৌবন, হে আমার রক্তের গৌরব।

www.pathagar.com

শহর

এ শহরের সাজানো সন্ধ্যায় রাস্তায়
নামে এই রূপের পসরা, এ শহর
গণিকালয়। হাঁটে ক্ষুধাতুর যুবতী,
সস্তা প্রসাধনে মেলে ধরে এ যৌবন।

শহরের রাস্তায় নামে কাল অধ্যায়,
উজ্জ্বল আলোকে চলে দর কষাকষি।
এখনই যৌবন বিক্রির সময়,
টুংটাং শব্দে চলমান রিকসায়-

এ শহর কালের অন্ধকারে ঘুমায়,
সারারাত ভর করুণ আর্তনাদ,
ইটের পাঁজরে লেগে ফিরে ফিরে যায়।
রঙিন বাতি জ্বলে ওঠে এই সন্ধ্যায়,
সেখানেও আছে এক গণিকার জল,
এ শহর ঘুমায় কালের অন্ধকারে।

www.pathagar.com

মানুষ এবং পশু

আমূল বদলে যাওয়া এই ঢাকা শহর
রঙিন বাতি সার্ক ফোয়ারা
আকাশ ছোঁয়া এপার্টমেন্ট টাওয়ার
সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশনড মার্কেট
ব্যস্ত ফুটপাত
এসকেলেটর, বিউটি পার্লার
অবৈধ গর্ভপাত, উত্তরার সোসাইটি গার্ল
সুসজ্জিত রাতের হোটেল
ইত্যকার সবকিছু
কোমল পানীয়ের বিজ্ঞাপন
আর আমাদের পাল্টে যাওয়া রুচির স্বভাব
বারগার, ভেজিটেবল রোল, চিকেন বন
পিজা প্লাজা, আইসক্রিম পার্লার-

এগুলোর, সবকিছুরই একটি অর্থ হতে পারে।
আবার কোন কিছু না-ও হতে পারে
এমন অর্থও হতে পারে
রোডের সোডিয়াম
ছড়িয়ে দিয়েছে হলুদ হতাশা রাতের
কিংবা সার্ক ফোয়ারার আনন্দে
ভেসে যায় স্বপ্ন শহর
সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশনড মার্কেট
দুর্মর আভিজাত্যের গরিমা
এসকেলেটর সিঁড়িতে
যেন উপরেই উঠছি কেবল
নিচে আর নামছি না কখনো
অবৈধ গর্ভপাত
তাও হতে পারে সভ্যতার স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই সব, সবকিছুরই
আরো গুরুতর কোন অর্থ হতে পারে।
হতে পারে পুরোপুরি বিপরীত কোন অর্থ,

www.pathagar.com

হয়তো বা আমরা মানছি না এখন
আধুনিকতা আধুনিকতা বলে-
মানুষ আর পশুর প্রভেদ।

বায়োস্কোপ অফিস

বন্দি হয়ে আছে সব সেলুলয়েড ফিতায়
কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য, জীবন-যাপন
আর প্রতিদিন রঙ্গরসে গাল গল্পে দিন যায়।
দল বেঁধে রঙ্গাবতারিনীরা আসে
লম্পট স্বামী রেখে আসে কেউ
ফেলে আসে কেউ ঘরে দুধের সন্তান
কেউ আসে ভেঙ্গে-চুরে, ছিঁড়ে দিয়ে সুখের বন্ধন।

তারা গল্প শোনায়, দম ফাটানো সব হাসির গল্প
সুখের গল্প শোনায়, গল্প শুনতে শুনতে
আমাদের বেলা যায়, দুপুর গড়িয়ে বিকেল।
এইসব জানা শোনা সাজানো গল্প
শুনতে শুনতে যখন আর কিছুই থাকে না এমন,
অযথা কথার ফুলঝুড়ি থামে।
আর তখন থাকেনা কিছুই গোপন
বয়সের বেমানান পোশাক-আশাক
এই সব ঠুনকো প্রসাধনে জীবনের অর্থ কি?
নেই যার অন্য কোন মানে।
আমরাও ছা'পোষা কর্মচারী
মনোযোগ তুলে নেই কাজে কর্মে
ক্যালকুলেটর হিসাব কষে লক্ষ টাকার
অবিরাম ঘোরে চেকার মেশিন
ফিল্ম সিমেন্টের কারুকাজ, ছেঁড়া-খোড়া ফিল্ম
জোড়া তালি যখন তখন-

www.pathagar.com

বাঁশিওয়ালা

প্রতিদিন নতুন শহরে আমি
কেমন আশ্চর্য মুদ্রাহীন হয়ে আছি
শহরে মুদ্রাস্ফীতির ভয়,
ছড়িয়ে আছে আনাচে কানাচে।

মৌসুমী হাওয়া নগরের অনুকূলে,
তবু কর্মহীন বাতাস
পরজীবি উদ্ভিদের জন্ম দেয়।

আমি অস্তিত্বের অন্ধকারে
হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার সুর-ধ্বনি শুনি।
আর নগরবাসীরা অবাক ত্রস্ততায়
বাঁশিওয়ালার পথ অনুসরণ করে।

শহরে এখন দারুণ মুদ্রাস্ফীতি।

www.pathagar.com

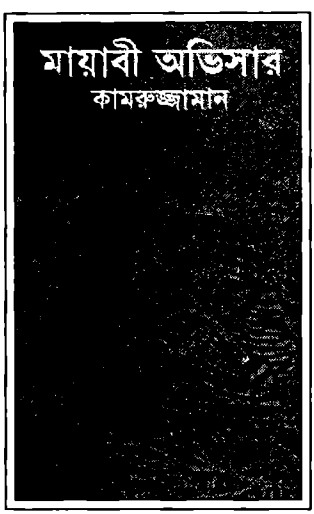

কভার ফ্লাপ

একজন কবিকে চিরকালই এক ধরনের মায়াবী অভিসারের মধ্যে বিচরণ করতে হয়। কেন না কবিতা মানেই এক নিঃসঙ্গ অভিসারের শরীরকে নির্মাণ করা। প্রেমের কবিতা সেই মায়াবী অভিসারের মধ্যে একটি গোপন সঙ্গীতধ্বনিকে যোগ করে, গ্রথিত করে। এ গ্রন্থের কবিতাগুলোর বিষয় প্রেম এবং প্রেমের সেই সঙ্গোপন সঙ্গীত। কামরুজ্জামান তার মায়াবী অভিসারের কবিতাগুলোতে তার একান্ত একটি সঙ্গীতকে নির্মাণের জন্য প্রচেষ্টারত, একটি মায়াবী শিখাকে জ্বালাবার চেষ্টায় উজ্জ্বল। আমি জানি এই শিখাই একদিন তার অভিসারকে মহিমান্বিত করবে।

ফজল শাহাবুদ্দীন
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, ঢাকা

মায়াবী অভিসার
উৎসর্গ : সীমাকে প্রকাশকাল : অমর একুশে বইমেলা ১৯৯৯
প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ প্রকাশক : কবি জসীমউদ্‌দীন পরিষদ
ট-১৩৮, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পান্থ সরাইয়ে

সবুজের কাছাকাছি যতো মিশি আজ
অহেতুক ভয়ে ভয়ে সরে যায় মন
ভাঙণের কাছে যেন প্রেম নিবেদন
কেন এই ছেলেখেলা কথা কারুকাজ।

স্রোতের অমোঘ টানে কাটুক সময়
ভেঙে যায় যতটুকু হৃদয় এখন
ভেঙে যাক খান খান কাঁচের মতন,
তবু পিছুটান খেলে ভেতরে প্রলয়।

মিথ্যে মায়াজাল বুনে কষ্ট কেন কেনা
নিজেকে বিস্তৃত করে এই লোকালয়ে
অচেনা অতিথি ভাল পান্থ সরাইয়ে,
ভাল ছিল এইটুকু অচেনা অজানা।

আগুন সুন্দর তাই পুড়ে যাক সব,
কবিতা বেদনা প্রেম কথা কলরব।

www.pathagar.com

আনন্দের দ্বার

বুকের ভেতর থেকে নেমে গেছে নদী
জলের বিভঙ্গে ধারা নিরবধি
পানির পারদে খেলা করে রোদ,
বাতাসে যৌবন জোয়ার কাঁপে থির থির।

রহস্যের উৎস মূল খুঁজে পেতে
কৌতূহলী এক প্রেমিক ব্রাজক
গতি পথ ধরে হেঁটে হেঁটে
মোহনায় এসে দেখে বিহঙ্গ উড়ে
দেখে এ তো নদী নয়, ঝরনা ধারা এক
উদ্ভাসিত আনন্দের দ্বার।
জ্যোৎস্নার কান্তি মুছে দিয়ে
প্রেমিকের মন খোঁজে কেবলই অন্ধকার।

বাসর

বুকের আলতা ঢেলে সাজাই বাসর,
ব্যথা যদি কিছু থাকে থাকুক দোসর।
ভয় কি বল প্রিয়া আমি তো আছি,
তোমার ঐ হৃদয়ের কাছাকাছি।

www.pathagar.com

তোমার জন্য একটি কবিতা

তোমার জন্য একটি কবিতা এখন
পড়ে আছে রাত্রির টেবিলে,
কী অসম্ভব একা পড়ে আছে একটি কবিতা।
সংগোপনে বেড়ে উঠছে শব্দে, শব্দে
কিছু অনুজ্জ্বল সরল পংক্তিমালা।
জানি এ কবিতা কোন দিন বিখ্যাত হবে না,
একটি কবিতা কখনোই ধারণ করতে পারবে না তোমাকে।
তুমি সহস্র কবিতার প্রেরণা হতে পার
তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখা হবে যুগ থেকে যুগান্তরে।
তোমার উপমা হবে পৃথিবীর তামাম সৌন্দর্য,
তুমি হতে পার একটি সমুদ্র, একটি পাহাড়, একটি নদী
অবাধ্য ঝরনার কল-কল্লোলিত ক্ষরণ
তোমার অলকদাম মুছে দিতে পারে
সব অশিল্প, সব অসুন্দর।

তোমার জন্য একটি কবিতা এখন,
পড়ে আছে রাত্রির টেবিলে।
শব্দে, শব্দে বেড়ে উঠেছে সরল পংক্তিমালা
কেবলই এতটুকু ভালোবাসার জন্য।

শীতের সময়

এই তো এখন শীতের সময় প্রেম ঝরে যায় অন্তরে,
কইগো সখি ব্যথা ঢাল হৃদয় উজার প্রাণ ভরে।
কী-বা আছে দেব তোমায় ভালোবেসে
আমার আছে হৃদয় জ্বালা প্রাণ ঘষে।

www.pathagar.com

বিরহে

সামান্য সময় তবু যেন মনে হয়
দীর্ঘদিন মিলেনি দেখা প্রিয়া তোমার
কেমন অস্থির মুহূর্তগুলো আমার,
কেটে যায় এই পাণ্ডুর বিষাদময়।

কেন ভরে ওঠে চোখ ছল ছল জলে
যেন কি ছিল কথা মান অভিমানে
লেগেছে দারুন ব্যথা হৃদয়ে বিতানে
যেন থেমে গেল নিক্কণ পাঁয়ের মলে।

বল মুছে দেবো সবটুকু অভিমান
ঢেলে দিয়ে হৃদয়ের প্রেমময় সুধা
আনন্দে হাসুক প্রিয়া তোমার বসুধা
শিয়রে শিথানে থাক সুখের সন্ধান।

জীবন কেটে যাক এই তোমার প্রেমে,
বন্দি হয়ে আজীবন প্রেমের হেরেমে।

www.pathagar.com

একা

এখানে তো কেউ নেই
কে আমাকে সারিয়ে তুলবে হৃদয় আহত হলে আজ।
একাকী প্রবাসে, কে ঢেলে দেবে এতটুকু প্রেম
এখানে তো কেউ নেই, শূন্যতা ছাড়া।

নাগরিক ব্যস্ততা কড়া নেড়ে ভাঙ্গিয়েছে, ঘুম,
আবেগের কাজলের মূল্য নেই আজ।

ঠান্ডা পানি পড়ে ট্যাপ থেকে
অন্ধকার নিস্তব্ধতায় শব্দ আসে ভেসে
কাল রাতে ঘুম ছিল না আমার
নীল দুঃখগুলো গড়িয়েছে অবিরাম।

এখানে কে আমাকে সারিয়ে তুলবে
আহত হৃদয়ে কে ঢেলে দেবে এতটুকু প্রেম
এখানে তো কেউ নেই,
একাকীত্ব আর শূন্যতা ছাড়া।

www.pathagar.com

প্রতীক

সুখের প্রতীক সোনার হরিণ
বন্দি কাঁচের ফ্রেমে।
অবাক অনল পোড়ায় শরীর,
হৃদয় পোড়ে প্রেমে।

যৌবন যায়

এখন যৌবন যায় সখি সোনার দামে,
যদি এখন ফেরাও মুখ অভিমানে
কী লাভ বল তুমি সলাজ প্রিয়া,
আমি তো দিতে চাই আমার হিয়া।

জ্বলে যাই

সোনার হরিণী তুই, ভালোবাসা দিতে চাই তোরে
হৃদয়ে জড়াতে চাই প্রেয়সী আপন করে।
তবু কেন দূরে থাকি, অনেক দূরে,
জ্বলে যাই পুড়ে যাই, অন্তঃপুরে।

শিল্পী

শিল্পের কী-বা দাম দিতে পার তুমি,
জীবনে বসন্ত গেল এলো না মৌসুমী।
শব্দের শিল্পী আমি কবিতার প্রেমে,
প্রাণের সুধা ঢালি তোমার হেরেমে।

www.pathagar.com

তোমার পিপাসা

আমার প্রার্থনা হোক তোমার বিস্তার
কামজ আত্মায় ঝরে সময়ের পাপ
জলসায় বেড়ে ওঠে শরীরে উত্তাপ,
সুরা পান করে জাগে বিচিত্র সম্ভার।

ফিরে যাও এখন হে যৌনতার পাখি
আমার ভেতরে জ্বলে কামের আগুন
পৌরুষ খুঁটে খায় যে অদৃশ্য শকুন।
তবুও কি নিতে চাও রয়েছে যা বাকী?

রক্ত সংহার করে পূর্ণতা পায় প্রেম
আমিও ফেরাব কেন তোমার আকাশ,
নদীও ভাঙ্গে না জাতি স্মৃতির হেরেম
প্রিয়ার যৌবন হোক আমার বিলাস।

হৃদয় রেখেছি আমি অমৃতের বিষে,
এ জীবন কাটে সখি তোমার পিয়াসে।

ব্যথা

হৃদয়ে তোমার ব্যথা আছে জানি,
আছে ভালোবাসা, অভিমান একটুখানি।
গোলাপ পেলে না বলে, কেন ব্যথা পাও
কাঁটার আঘাত পেয়েছো তো অভিমানী।

www.pathagar.com

মায়াবী অভিসার

এ কেমন প্রেয়সী তুমি লুট কর যৌবন মেধা
অবরুদ্ধ হৃদয়ে সতর্কে ঢাল প্রাণের মমতা,
যেমন রক্তের ভাঁজে প্রাণ পায় প্রেমের কবিতা
অভিসার জ্বেলে দেয় বিষাদিত কামনার ক্ষুধা।

ষোড়শী লাস্যময়ী তৃপ্তি দাও গভীর আলিঙ্গনে
রাত্রির নির্জন অন্ধকারে প্রিয়া পবিত্র বন্ধনে
শিরা উপশিরা ফিরে পাক নারী প্রেরণা উৎসাহ,
সুন্দরী রূপসী তুমি প্রেমময় নদীর প্রবাহ।

আমাকে নিঃস্ব করেছে দেখ সখি, বেনিয়া বৃটিশ
কিভাবে তুলে দেই বল তোমার কাবিনের দাবী
কষ্টের ঘামে আমি যে এখনও ভীষণ অভাবী
আমারো হীরক ছিল পরিপূর্ণ ফসলের প্রাণ,
মায়াবী হৃদয়ে দেব অন্তহীন সুখের সন্ধান।

www.pathagar.com

মুখোমুখি

এভাবে মুখোমুখি না বসলেও পারতেন আপনি
এখন কি দিয়ে আড়াল করি চোখ,
আমার দৃষ্টির নিপুণতা।
এমন সৌষ্ঠব সটান যৌবনের গরিমা
যার চূড়ায় পৌঁছাব না কোন দিন,
বারবার পিছলে যাবে আমার পা।
গোলাপের কোমল ওষ্ঠ যুগলে,
স্পর্শের আকাঙ্খা থেকে যাবে চিরদিন।

না কখনোই না, না কোনদিনই না
স্পর্শের অতীত হব না আমি।
আমি জানি আর কোনদিন
এভাবে এতো কাছাকাছি হবো না আমরা,
যে আপনার নিঃশ্বাসের শব্দও
আমি পরিষ্কার শুনতে পাই।

এখন অদৃশ্য অবাক অনলে পুড়ে যায় শরীর
এভাবে মুখোমুখি না বসলেও পারতেন আপনি,
আমি তো পুড়ে যাই।
জানি না এখন আপনার ভেতরে কি হয়?

www.pathagar.com

তোমার চোখ

যখন তোমার চোখ আমাকে তাড়িত করে
আমি দৃষ্টি মেলে ধরি আকাশের দিকে
নিঃশব্দ ভাষার কাঁপন আমাকে আবার
ফিরিয়ে আনে তোমারই দিকে।
তোমার চোখ কি আমাকে
তোমার বাহুলগ্ন হতে বলে?
বলে কি, ওষ্ঠের স্পর্শের অনুরণনে
টুকরো টুকরো কাঁচের মতো ভেঙ্গে পড়তে
শিরায় শিরায় ছড়িয়ে দিতে বিদ্যুৎ চমক।
আসলে চোখের কী ভাষা
চোখের ভাষার নাম কি শিহরণ?
দাউ দাউ জ্বেলে দেয়া ভেতরে আগুন।
যখন তোমার চোখ আমাকে তাড়িত করে
কতবার টুকরো টুকরো ভেঙ্গে যায়
অদৃশ্য আগুনে যাই পুড়ে।

শেষ বিকেলের ট্রেন

শেষ বিকেলের রঙ লেগে ছিল ঠোঁটে,
কি এমন কথা ছিল আলোর ভেতর।
এভাবে দাঁড়ালে তুমি নিসর্গ মলাটে,
শিহরণে কেটে গেল মায়াবী প্রহর।
আমাকে জড়ালো চোখ সন্ধ্যার কাজল
সৌভিক ইঙ্গিত ডাকে রহস্য অপার।
নতুন মাত্রা বুঝায় সুনীল আঁচল,
স্বপ্নেরা যৌবনে জাগে হৃদয়ে আমার।
প্লাটফর্ম ছেড়ে গেলে শেষ বেলা ট্রেন,
আমার ভেতরে বাজে বিরহ সাইরেন।

তুমি চলে গেলে আমি পড়ে থাকি, একা
চোখের কাজলে কি কথা ছিল যে আঁকা।
ভাষার গভীরে যতবার ফিরে যাই,
ততবার বাজে আমি একা তুমি নাই।

www.pathagar.com

রক্ত

এখন কবিতার কথা বলা নারী,
যেন যৌবনে ঢেলে দিতে পারি।
ফোঁটা ফোঁটা করে রক্তের লাল কণা,
কবিতায় বিপ্লব আসে হৃদয়ে জানে না মানা।

খ্যাতি

হতাশায় ভেঙ্গো না তোমার বুক
বৈভব সে তো স্বপ্নের মতো নয়
খ্যাতি কী তোমার প্রিয় প্রেমময়
যদি কোন দিন ভালোবেসে না আসে সুখ।

গোলাপ

একটু যদি লাগলো আঘাত এই খানে,
ছিঁড়তে গিয়ে হলুদ গোলাপ সাবধানে।
বল কী-বা এমন ক্ষতি,
হৃদয় দিয়ে দুঃখ পেলে যদি।

তোমার গোলাপ

হৃদয় যদি নাই বা দিলে আনলে কেন জলের ধারা
এখন আমার আকাশ জুড়ে সন্ধ্যা তারা।
হৃদয় দিয়ে হৃদয় আমার হয়নি পাওয়া,
ইচ্ছে করে তোমার গোলাপ হয়নি চাওয়া।

www.pathagar.com

অস্তিত্বে আমার

পাঠাগারে নিমগ্ন থাকি আমি অক্ষরে, অক্ষরে
সহসা তুমি আস প্রসারিত অস্তিত্বের বিস্তারে।
পাঠ করি পৃথিবীর মাঠ-ঘাট, নক্ষত্র-আকাশ।
ফুল পাখি-নদী-নালা, মানুষের মনন বিকাশ।

পাঠ করি জীবন যৌবন সামান্য অহংকার,
সবুজ সৌন্দর্য, গাঙচিল ক্রমাগত করে সংহার।
তুমি আস সর্ব অঙ্গে আত্মায় অস্তিত্বে আমার,
মুহূর্তে চৈতন্যে জাগে প্রেম, হৃদয়ে সংসার।

এই প্রেম ভালোবাসা পাঠ করি তরঙ্গে শরীরে,
আমাকে রেখোনা নারী জড়াজীর্ণ অন্ধকার বিবরে।

স্মরণ

হৃদয়ের বিকল্প কি আছে এখন,
আমি কি হব সেই স্মৃতির স্মরণ।
কি আছে এমন আর দিতে পার তুমি,
হৃদয়, হৃদয় বলে পেছনে আর যাবো না আমি।

www.pathagar.com

বৃষ্টি হোক আজ

বৃষ্টি হোক আজ, বৃষ্টি হোক
এখন বৃষ্টি হোক তুমুল বৃষ্টি।
ঝড়ে ভেঙ্গে নিয়ে যাক, জীবনের ডালপালা সব।
জীবনের কী রঙ লাল না সবুজ?
যাই হোক, যাই থাকুক ভেঙে চুড়ে নিয়ে যাক সব।

বৃষ্টি হোক আজ, তুমুল বৃষ্টি
আর সপসপ ভিজে যাও তুমি,
ভেজা তোমার কোমল ওষ্ঠ যুগল।

বৃষ্টি হোক আজ সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে
টিনের চালে, ফুটপাতে, প্রেক্ষাগৃহের বারান্দায়
যেন আমাদের কথার শব্দ
আর কেউ না বুঝে।

এমন ভিজে যাওয়ার শিল্প-
এসো এখন তুমি আর আমি শুধু
মুখোমুখি বসি
ভয়ের কি আছে, সাহস বলে যাকে
আজ শিখে নেব সব বিদ্যুৎ চমকে চমকে।

বৃষ্টি হোক আজ তুমুল বৃষ্টি
তৃষিত ওষ্ঠ যুগল আমার,
ধারণ করুক তোমার অধর।

www.pathagar.com

অনন্যা হতে বলি

আমি তোমাকে অনন্যা হতে বলি
পরিশোধিত লৌহের মতো
ইস্পাতের শিল্প হতে বলি।
সবুজ বৃক্ষ চেরাই করার
নির্দয় ধারাল করাত হতে বলি।

যেন তোমাকে বৃষ্টির জল স্পর্শ না করে
আনন্দ, প্রেম, সুখ, স্পর্শ না করে
তুমি মৃত্যু, ঘৃণা, দুঃখের মধ্যে আন্দোলিত হও।
সত্য শব্দের মধ্যে উচ্চারিত হও
তুমি শতাব্দীকালের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবের প্রেরণা হও।

আমি তোমাকে পুষ্পের মতো অনন্যা হতে বলি,
আমি তোমাকে কবিতার মতো অনন্ত হতে বলি।

বিশ্বাস

কাবিনে যদি বিশ্বাস না থাকে নারী,
বল কবিতায় কি করে বলে দিতে পারি।
ভালোবাসার মিলনের প্রিয় সংগীত,
ব্যর্থতায় জেগে রবে জানি ধ্বংসের ইঙ্গিত।

www.pathagar.com

যেতে নেই

ভালোবাসার কাছে যেতে নেই জানি
অযথাই হবে শরীর দহন।
স্বেচ্ছায় শুধু এই রক্তক্ষরণ,
কেন তবে আমি বারবার পরাজয় মানি।

অকারণ ফোটে না তো জমিনে গোলাপ,
নদী তো চোখ নয় তবু কেন জলের বিলাপ।
কেন তোলপাড় শুধু হৃদয়ের এই ঘাটে,
কেন জেগে রয় চাঁদ ছলনার মোহনাতে।

এ কোন মিথ্যে অভিনয়ে আমি জড়াই দু'হাত
অপরাধ সে তো ক্ষমা নেই জানি।
তবুও কি হবে না ক্ষমা
অভিমানি-
প্রার্থনায় যদি কাটাই এ রাত।

কেউ যাবে না

কেউ যাবে না সাথে জানি, তুমিও না
সামান্য গিয়ে ক্লান্ত হলে
মৃদু হেসে বললে তুমি আর যাব না।
এখন কি করে হাঁটি সঙ্গিবিহীন,
দূরের পথ, একা।

চড়াই উৎরাই পার হয়ে যেতে হবে জানি
শূন্যতার সৌন্দর্য আছে তাও মানি।
তবুও হৃদয় বুঝেনা সখি,
বলে প্রিয়তমা প্রিয়তমা।

আর আমি দূরে যেতে, যেতে
বৃষ্টির মতো অদৃশ্য হবো একা একা।

www.pathagar.com

ফেরা-১

সহস্র কিলোমিটার অতিক্রম করে
আমি দ্রুত তোমার দিকে ফিরে যাচ্ছি।

ভালোবাসা কোন আবেগ উচ্ছলতা নয়
এক প্রকার কঠিন শিল্প চর্চার নাম প্রেম,
ভেঙে চুড়ে বিশ্বাস নির্মাণ।
আমি শিল্পচর্চার দিকে ফিরে যাচ্ছি,
বিশ্বাস নির্মাণের দিকে ফিরে যাচ্ছি।

জ্যোৎস্নার মতো জেগে ওঠা চর
দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ প্রান্তর
শিশিরে ডুবানো আমার মুখ
এই সব, সবকিছু মুছে ফেলে
একাগ্র নিমগ্নতায়, আমি দ্রুত তোমার দিকে ফিরে যাচ্ছি।
এক কঠিন শিল্প চর্চার নাম প্রেম
আমি শিল্প চর্চার দিকে ফিরে যাচ্ছি।

ফেরা-২

জানি ফিরে যাবে তুমি ইচ্ছের আশ্রয়ে
যতটুকু প্রেম জমেছে এখানে ব্যথা সয়ে সয়ে।
এখনই এ সময় উবু করে ঢেলে দেয়া ভাল,
প্রেমের প্রিয় সুধা কবিতার পদতলে।

www.pathagar.com

তুমিই পার

একমাত্র তুমিই পার ভাল করে দিতে
মন আজ যতই খারাপ থাক
মন ভাল নেই বলে যদি
প্রিয় শার্ট তুলে রাখি রেকাবে
তুমিই পার পড়িয়ে দিতে-
ইচ্ছে মতো তোমার রঙে সাজিয়ে দিতে।

সোনালি রঙ বিকেলটা আজ
যতই লাগুক অর্থহীন।
ফুলের কাছে প্রজাপতির উড়ে আসা,
যতই লাগুক বর্ণহীন-
কাজল চোখের বারণ এঁকে বলতে পার
কোথাও নয়; একটু বস আমার পাশে।

তুমিই পার রাঙিয়ে দিতে স্বপ্ন দিন,
যতই নামুক সাপের মতো রাতের হিম।

www.pathagar.com

যখন শীত আসে

যখন শীত আসে
মৃত্যুর কথা তখন মনে পড়ে আমার
হিমশীতল অন্ধকার মৃত্যু
মনে পড়ে জরাজীর্ণ একটি প্রাচীন সৌধের কথা
একটা অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের কথা।

যখন শীত আসে উত্তরের পাহাড় থেকে
মনে হয় একদিন হারিয়ে ফেলব তোমাকে
এই লতাগুল্মের হরিৎ প্রকৃতির মধ্যে
কোন কিছুই স্পর্শ করে আর
তোমাকে পাওয়া যাবে না কোন দিন
স্মৃতির ফলকে জমবে বরফ।

যখন শীত আসে ঝরাপাতার মধ্যে
মৃত্যুর কথা মনে পড়ে আমার
মনে হয় মৃত্যু একটা বেদনার শিল্প
একটু, একটু করে যাকে নির্মাণ করে চলেছি,
হিমশীতল এক বিশাল অন্ধকার।
যখন শীত আসে
অন্ধকারের কথা তখন মনে পড়ে...
মৃত্যুর কথা তখন মনে পড়ে আমার।

পাপ

স্বেচ্ছায় সংগোপনে করি পাপ
ভয়, ভালোবাসা টেনে-টুনে রাখে কিছু।
প্রবল নিষেধ ভেঙে জোয়ারের মতো
বাকীটুকু করি রক্তের টানে।

www.pathagar.com

কভার ফ্লাপ

বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ দশকেও বাংলা কবিতার প্রবহমানতা যাঁদের হাতে চলিষ্ণু থেকেছে, কামরুজ্জামান তাঁদের একজন। তরুণ এই কবির কবিতায় বাংলাদেশের নব্বই দশকের কবিতার যে বিশিষ্ট চারিত্রলক্ষণ তার ছাঁচ-ছাপ তো রয়েছেই। তার মধ্যেই তিনি আবার তাঁর নিজস্বতা অক্ষরিত করেছেন। বিভিন্ন ছন্দে ও ছন্দোমুক্তিতে কামরুজ্জামান তাঁর স্বকীয় পৃথিবী তৈরি করে তুলেছেন। সেখানে হাত-ধরাধরি করে আছে প্রেম ও কাম, প্রকৃতি ও নিয়তি। সমসাময়িক জীবন ও চিরকালীন জীবনের দ্বন্দ্বসমাস তাঁর কবিতার উপজীব্য। এ দিক থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। কামরুজ্জামান ক্রমশ গভীরে প্রবেশ করেছেন - *জলের কারুকাজ* গ্রন্থের কবিতায় কবিতায় উদ্যানের মধ্যে আলো ছায়ার মতো খচিত হয়ে আছে ঐ বোধ। জলের কারুকার্যের নশ্বরতা অতিক্রম করবে কামরুজ্জামানের কবিতা : এরকম আশ্বাস পাওয়া যায় এ গ্রন্থে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ
০৫/০২/২০০৫

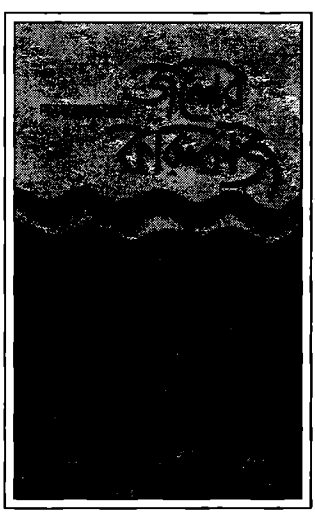

জলের কারুকাজ
উৎসর্গ : আব্বা এ টি এম শরফুজ্জামান এবং আমার দুই সন্তান ফারহানা জামান আনিকা ও আলীমুজ্জান ওয়ালিদ কে
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৫ প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম
প্রকাশক : স্বচ্ছন্দ প্রকাশন, ক-১৮৩/৩, খিলক্ষেত নামাপাড়া, ঢাকা-১২২৯

www.pathagar.com

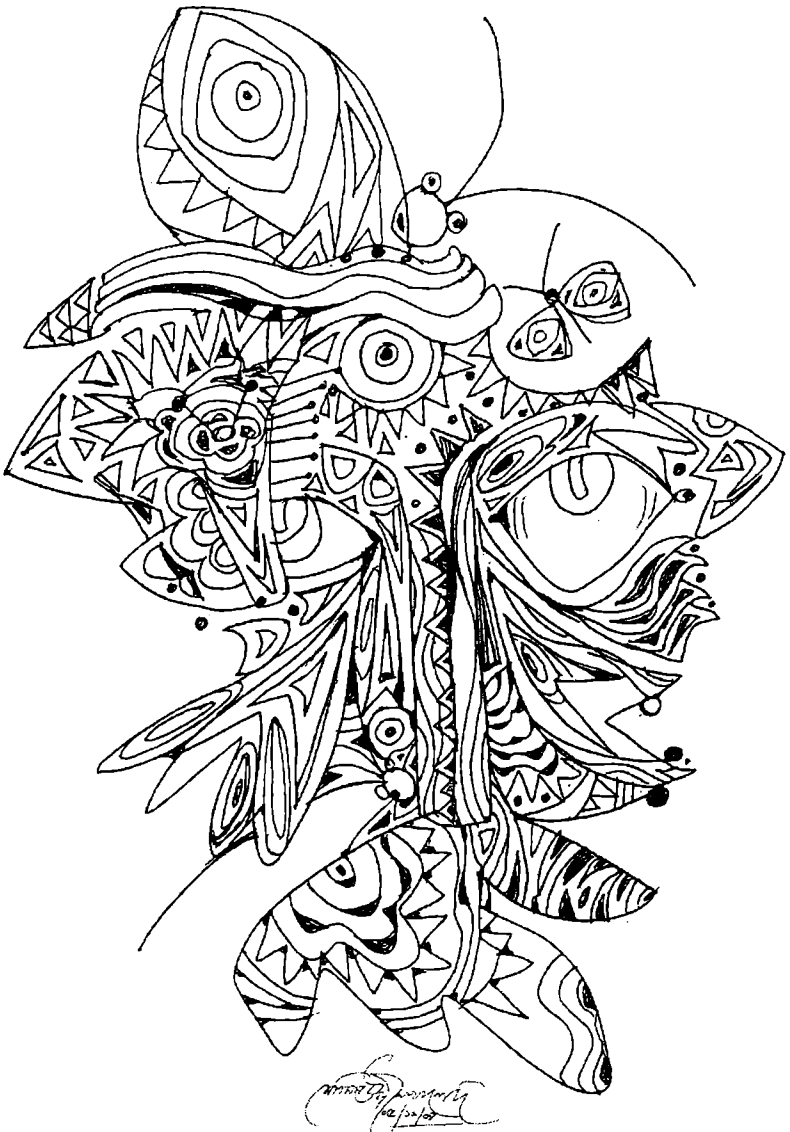

www.pathagar.com

জলের কারুকাজ

বৃষ্টি আমার বৃষ্টি তোমার, জলের কারুকাজ
এই শ্রাবণে ভিজে ভিজে, খুলবে দেহের ভাঁজ।

ঠান্ডা তোমার স্তনের চূড়া, ঠান্ডা নাভিমূল
লেপটে আছে পিঠে তোমার গভীর কালো চুল।

ঠান্ডা তোমার কটি কোমর, ঠান্ডা তোমার উরু
জিভের ডগায় শিল্প করে আবার হবে শুরু।

এই শ্রাবণে রক্তে শিরায় কামের অজগর
ডাকুক আকাশ চমকে গিয়ে বিজলি ভয়ঙ্কর।

বৃষ্টি আমার বৃষ্টি তোমার, কামের কারুকাজ
এই শ্রাবণে ভিজে ভিজে, খুলবে দেহের ভাঁজ।

উপযোগ

আমার লেখার টেবিলটি,
একদিন ভেঙ্গে-চুরে যাবে।
টেবিলের পায়াগুলো নড়বড়ে খসে যাবে-
একসময় জমবে এসে নিয়তির ঘুণ,
কুটকাট শব্দ তুলে কেটে যাবে রাত্রি, দিন।
কোন ক্ষমতাই যখন থাকবে না আর
টেবিলটির ওঠে দাঁড়াবার,
উপযোগ শেষ হয়ে গেছে বলে ফেলে দেবো ভাগাড়ে।

তবে কি এভাবে একদিন আমারও উপযোগ শেষ হয়ে যাবে।
যখন আর ওঠে দাঁড়াতে পারবো না,
আমাকেও নিষিদ্ধ করা হবে,
জীবনের সকল আনন্দ আয়োজনে।

www.pathagar.com

ঝরাপাতা

(কবি শাহীন রেজা-কে)

ঝরাপাতার কান্না আমাকে আহত করে
হলুদ পাণ্ডুর দুপুরের শেষ আলো,
লেগে আছে হরিৎ লতা গুল্মে।
পতনের শব্দ পাই, পতনের শব্দ
মর্মর ভাঙছে হৃদয় পাঁজর,
ঝরাপাতার কান্না ওঠে বেজে।

শীত পেরিয়ে যায়, পাতা ঝরিয়ে
কতটা শীত পেরোব আমি
কুয়াশা ঢাকা গ্রাম, পাখির উড়াল
ভোরের আলোয় ঝলসে ওঠা শিশির,
আর ঝরাপাতার কান্না শুনতে শুনতে।

ভেতরে মায়ার পাথর ফেটে যায়
চশমার কাঁচ বাষ্পে যায় ভিজে
মায়া, কেবলই মায়া জাল বুনে বুনে
কতটা বিস্তৃত হবে সম্পর্ক,
মানুষ আর সবুজে সবুজে।

শীত পেরিয়ে যায়
ঝরাপাতার কান্না ওঠে বেজে
কতটা শীত পেরোব আমি,
ঝরাপাতা আর ফুল ফোটা দেখতে দেখতে।

www.pathagar.com

উৎসবের আলো

রকমারি নিয়নের আলোতে ঝলসে যায় চোখ
কিসের উৎসবে নগরী সাজানো আজ,
জৌলুসভরা আলোর ঝালরে ঝালরে।
এই সব রঙিন আলোর মর্মের যে রহস্য
দেবে কী এ জীবন বদলে, মুহূর্তের স্পর্শে খাঁটি সোনা?

যন্ত্রণার কতটুকু আলোকিত হবে,
সোনার ধানে যেন কৃষকের হাসি।
কতটুকু কেটে যাবে নগরীর,
গলি ঘুপচির কঠিন আঁধার?

বোধের মধ্যে এখন আতিপাতি হাতড়ে দেখি
এইসব আলোর কি গূঢ় অর্থ হতে পারে।
হাজার ওয়াটের বাল্বের আলোতেও, তবু
কেন যেন নগরীর অন্ধকার কাটে না।
রক্তের কালো দাগের মতো,
ছোপ ছোপ জমাট হয়ে পড়ে থাকে অন্ধকার।
আর এর মধ্যেই কারা যেন,
আমাদের বোকা বানিয়ে, আমাদের চোখের সামনে
বাণিজ্য করে নিয়ে যায় আমাদের সম্পদ, ভালোবাসা।

কিসের স্থূল অলীক উৎসবে নগরী সাজানো আজ
জৌলুসভরা ষোড়শীর যৌবনে,
রকমারি নিয়নের আলোর ঝালরে, ঝালরে।

www.pathagar.com

পা'য়ের শব্দ

পরিচিত কেউ হেঁটে গেলে
তার পা'য়ের শব্দ টের পাই।
সবারই পা'য়ের একটি আলাদা শব্দ আছে
তরুণীরা হেঁটে গেলে ছন্দ লেগে থাকে পা'য়ে
যেন চেনা জানা কোনো নৃত্যের মুদ্রা
তরঙ্গে ফিরছে অবিরাম।
কোন যুবক হেঁটে গেলে, যেন ভাঙছে পাহাড়
সমস্ত অপরাধ লুটিয়ে পড়ছে পা'য়ে।

বাবা যখন হাঁটেন বারান্দায়
আমি বাবার পা'য়ের শব্দ টের পাই,
বাবা হাঁটছেন মধ্যরাতের অন্ধকারে একাকী।
কেমন গভীর তার পা'য়ের শব্দ,
যেন বারবার থমকে যাচ্ছে স্তব্ধতার সৌন্দর্য।

এভাবে পরিচিত মানুষগুলোর পা'য়ের শব্দ
গভীর হতে থাকে নিঝুম স্পর্শহীন রাত্রির মতো।
এমন গভীর হতে হতে ক্রমশই মিলিয়ে যেতে থাকে
দূরে, অনেক দূরে রহস্যময় সীমানার ও'পারে
যেখান থেকে, আর কোন শব্দ
কোন দিন, ফেরে না কখনো।

www.pathagar.com

দুঃখের দু'চোখ

কতবার ভেতরে ভেতরে ভেঙে যাও
দুঃখের দু'চোখে কতবার খোঁজ আশ্রয়।
চতুর্ধা এখন বসে আছে কপট গুনিন,
তুকতাক ঝাড়ফুঁক করে উল্টে দেয় সময়।

পুড়ে পুড়ে কি লাভ সোনা হয়ে
বারংবার জেগে উঠে হায়েনার হাসি।

কোন পুরুষের কাছে খোঁজ নির্ভরতা
আমারও শার্টের দামী পারফিউমের
সুবাস ছাপিয়ে বেড়িয়ে আসে মাংসের গন্ধ।
কেবলি শুষে নিতে চায় রক্তের স্বাদ,
পিছলে যেতে, যেতে চলে আসা ধ্বংসের সীমায়।

তসতরির মতো কতবার ভেঙে যাও
এতটুকু নির্ভরতা, এতটুকু স্নেহের আশায়
সন্ধ্যা নামে, রাত হয়, দিন আসে পান্ডুর,
অবিরাম ভেতরে বেজে যায় করুণ ভায়োলিন।

www.pathagar.com

রঙিন ছাপার শার্ট

ঝলমলে ছাপার রঙিন শার্ট পরি
শার্টের রঙিন ছাপার ভেতরে আছে,
পাতা, ফুল, পাখি লতানো গাছের ছায়া
হলদে, সবুজ, লাল রঙের বিচিত্র বিস্তারে।
ছাপার লতা-পাতার ফুল পাখিদের
রঙিন শার্ট নিয়ে ঘুরে বেড়াই
একাকী শূন্যতায়, রেঁস্তোরায় বিপণী বিতানে
পুরোনো বইয়ের দোকানে দোকানে।
কখনো স্বচ্ছ কাঁচের ওপাশে
অপ্সরী ডাকে চোখের ইশারায়,
যেন সাজানো পসরা তাদের দেখে যাই।
কে কার কথা রাখে মনে,
নিরাবেগ ইট পাথরের এই কঠিন শহরে।

রঙিন ছাপার লতা-পাতা সবুজের মায়া জাল ফেলে
যেন দুঃখগুলো আমার, আঁড়াল করে রাখে।
পাখিরা এ ডালে ও ডালে উড়াউড়ি করে
পাতার আঁড়ালে আঁড়ালে তারা-
ঠোঁট দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে ফেলে আমার,
যত হতাশার চিহ্ন, ব্যর্থতার গ্লানি।

ফুলেরা বলে হাসুন, হাসুন প্রাণ খুলে
পাখিরা আবার বলে আমরা গাইব গান
ফুলেরা নাচবে, ফুলেরা নাচবে, নাচবে...
পাখিরা গান করে শরীরে ছন্দ তুলে
ফুলেরা নাচে বাতাসের গায়ে বৃন্ত দুলিয়ে।
সন্ধ্যা নেমে এলে এভাবে স্বাভাবিক নিয়মে
পাখিরা আবার এ ডালে ও ডালে উড়ে, উড়ে বসে
গাইতে শুরু করে প্রার্থনার পবিত্র সংগীত।

ফুলেরা পাঁপড়ি ঝরিয়ে ঝরিয়ে
বলে, বিদায় বন্ধু সন্ধ্যা বিদায়

www.pathagar.com

পাখিরা ঘুমায় অন্ধকারের শীতল ছায়ায়।
রঙিন ছাপার শার্ট হ্যাঙ্গারে রাখি টানিয়ে
খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়,
ঘরময় ফুলের গন্ধে, দেখি ফুলেরা ফুটেছে
আমার ছাপার রঙিন শার্টে।
আপন গৌরবে স্বকীয় উজ্জ্বল মহিমায়
ভোরের গান শেষ হয়ে এলে পাখিরা বলে,
খুলে দিতে জানালার কপাট, উড়ে যাবে নীলিমায়।

চা'য়ের পেয়ালাগুলো

(বন্ধু সোহেল আহমেদ-কে)

একটু আগেও সরব ছিল চা'য়ের পেয়ালাগুলো
চুমুকে, চুমুকে আর টুংটাং শব্দে, শব্দে
তারা গেয়েছিল জীবনের গান-
নিত্যদিনের পাওয়া না পাওয়ার হিসেব।

এখন পেয়ালাগুলো পড়ে আছে শব্দহীন
ভাষাহীন, নীরব নিথর ঠান্ডা,
নিঃসঙ্গ টেবিলে ছড়ানো-ছিটানো
যেন অনন্তকালের শূন্যতা করেছে গ্রাস-
এই সামান্য আগেও শব্দ ছিল
তারুণ্যের জয়গান ছিল,
যাত্রা ছিল স্বপ্নের ভেতরে।

পেয়ালাগুলোকে ছেড়ে, আমরা ছড়িয়ে গেছি
বাসের হাতলে কেউ, কেউবা রিক্সায়,
রাত্রির আঁধার, কিংবা দিনের আলোর বিভায়।
আসলে কোথায় ফিরেছি আমরা
জীবনের কাছে, না অপার সংগ্রামের মধ্যে।

www.pathagar.com

ব্যাধি

(কবি নূর কামরুন নাহার-কে)

বাবা এক অদ্ভূত মানুষ
পুরোন বই ঘেটে কিনা আনেন
সংক্রামক ব্যাধি ও রোগ তথ্য বিজ্ঞান।
চা'য়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভাবেন,
বিচিত্র সব জীবনের অবাক বিষয়।

আমরা সংসারে দু'জন ভাইবোন
কেউ বিজ্ঞান কিংবা চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্র নই,
ঘরে অসুস্থও নেই কেউ এখন।

জ্ঞানের কপাট খুলে দু'চোখে পাঠ করি
সবুজ পাহাড়, আকাশের নীল
কৈশোর যৌবন আর হৃদয়ের রঙ,
প্রতিদিনের জীবন যন্ত্রণার একান্ত বিষয়।

সুখের উৎস জানি না বলে
জীবনের অর্থ খুঁজিনা সেভাবে কোথাও।

আনন্দের উৎসারণ নেই বলে,
আমাদের সংক্রামক ব্যাধি, দুঃখ।

www.pathagar.com

মায়াবী কাজল

বেহায়া অন্ধকার নামে প্রতিদিন সন্ধ্যায়,
শতাব্দী প্রাচীন কারুকাজ ক্ষয়ে, ক্ষয়ে যায়।
এমন মসৃণ স্পর্শে রেখে সুন্দর নকশায়,
হৃদয়ে শিহরণ জাগে শিল্পের শ্রদ্ধায়।
আশ্চর্য, তার তরে তুলেনি কেউ বিষন্ন নজর,
ব্যথা ঢেলে রক্তিম আলতা পাঁজর।

অথচ প্রতিদিন সন্ধ্যায় রূপের বেসাতি সাজে,
উৎকট সৌরভে ভরে ওঠে বাতাস বাজে,
অশোভন ইঙ্গিতে নেচে ওঠে নষ্ট আদর,
কে এক রমণী ডাকে খুলে দিয়ে শূন্য উদর।

আদিম উল্লাসে পান করে রক্তের স্বাদ,
পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কারুময় জীর্ণ প্রাসাদ।
কারুময় শিল্পের কি বুঝে? গণিকার জল,
ক্ষুধার্ত চোখে তার আগুন জ্বলে, মুছে যায় মায়াবী কাজল।

ক্ষয়ে পরা দেয়ালের ভাঁজে রেখে হাত,
কেটে যায় বিভীষিকাময় অগণিত রাত।
অলীক আলোতে জ্বলে ওঠে শহর সমাজ,
জীবন রেখেছে ইটের পাঁজরে, খাদ্য রাখেনি আজ।

www.pathagar.com

ধূলোর মতন

মাটির পুতুল এক, যত্নে করি লালন
হাসে, কাঁদে, গান গায়,
কোমল ওষ্ঠে রাখে গভীর চুম্বন।
এইসব হাসি কান্না চুম্বন দিয়ে
সম্পর্ক গড়ে তোলে জীবন মৃত্যুর।

আমিও নিংড়ে দি' যা কিছু আছে আমার
সমুদ্র উজার করে প্রেম।
জানি, এসব থাকবে না
ছায়ার মতো মুছে যাবে সব
অদৃশ্য হয়ে যাবে এসব স্মৃতি, ভালোবাসা
হাসি কান্না মায়ার চুম্বন।

জানি মাটির পুতুল
সেও ভেঙ্গে যাবে একদিন,
মিশে যাবে ধূলোর মতন।

www.pathagar.com

যাত্রার প্রস্তুতি

(কবি মোস্তফা আযম বন্ধুবরেষু)

স্টেশনের প্লাটফর্মে মানুষের যে ত্রস্ত ব্যস্ততা দেখি
সময়ের ট্রেনে উঠে পরার কি প্রাণান্ত চেষ্টা
আসলে কি আমরা সবাই ট্রেনেই উঠে পরি?
না সময়কে অতিক্রম করে চলি।

যাত্রার পেছনে কি কি প্রস্তুতি থাকে
এই সংসার, ভালোবাসা, প্রেম, বিত্ত-বৈভব
মায়ার সম্পর্ক সূত্র এইসব
সবকিছু ফেলে আসাই কি, যাত্রার প্রস্তুতি!

আমরা কি নিয়ে যাই গুছিয়ে এমন
যা সঙ্গে যাবে অতীব প্রয়োজন,
না তেমন কিছুই গোছানো হয় না আজ, কাল করে।

আর যা কিছু থাকে মানুষের বৈষয়িক মূলধন,
সবই থেকে যায় কালের ঘরে বন্দি।

ত্রস্ত ব্যস্ততাই মানুষের জীবন
নিজের জন্য জায়গা করে নেয়া,
সময় মতো উঠে পরা কালের ট্রেনে।

www.pathagar.com

হলুদ বৃষ্টির আগে

প্রভু আমাকে একটি সুন্দর কবিতা দিন
দীর্ঘদিন আমি ক্লোরফিলে চোখ রাখতে পারছিনা,
তেজস্ক্রিয়ায় বিবর্ণ হয়েছে সবুজ প্রান্তর,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গেছে মাঠ থেকে পাখির বহর।
শুনেছি হলুদ বৃষ্টিতে না-কি পুড়ে যাবে আগামী দশক,
এর আগে প্রভু আমাকে একটি চৌকস কবিতা দিন-

এমন একটি কবিতা দিন প্রভু,
আমি যেন প্রকৃত সৌন্দর্য দর্শন করতে পারি,
যেন আপনার সুন্দর প্রকাশিত হয়ে পড়ে আলোর বিভায়।
প্রভু শুধু একবার, প্রভু
আপনার মায়াবী নেকাব সরিয়ে ফেলুন,
আমি যেন দেখে ফেলি আপনার বিচিত্র কারুকাজ।
শুধু একবার প্রভু সরিয়ে ফেলুন,
উন্মোচিত হোক আপনার অলৌকিক রহস্য ভাণ্ডার।
আমি যেন দেখে নিতে পারি
কি করে রক্তের ফোঁটা সঞ্চারিত হয় প্রাণের বিবরে
কি করে প্রাণ বেড়ে ওঠে প্রাণীর উদরে
কি করে পাহাড় লুটিয়ে পড়ে পবিত্র সময়ে
নক্ষত্র কি করে ঘুরে আসে নিজের নিয়মে,
জোয়ার কি মুছে ফেলে লবণের ফেনা।

প্রভু শুধু একবার সরিয়ে ফেলুন নেকাব
আমাকে একটি সুন্দর কবিতা লিখতে দিন
যেন আপনার মহিমা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।
দীর্ঘদিন ক্লোরফিলে চোখ রাখতে পারছি না,
প্রভু, প্রভু হলুদ বৃষ্টি নেমে পড়ার আগে
আমাকে একটি চৌকস কবিতা লিখতে দিন।

www.pathagar.com

একদিন ভ্যান্‌গগ্‌

একদিন ভ্যান্‌গগের বিখ্যাত ছবিটির কথা খুব মনে পড়লো
আর ক্ষুধায় রক্তবমি করে তাঁর কী অসহায় করুণ মৃত্যু,
সেদিন শোকে মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিল, সেই সরাইখানা?
কে তাঁর স্মরণে, রেখেছিল ক'ফোটা অশ্রুজল,
তার বিস্তারিত কোন উল্লেখ নেই।
এখন তাঁর মৃত্যুর কথা আর আমাদের ভাবায় না,
ভাবিয়ে তোলে বিখ্যাত সেই ছবিটির কথা।

আমাদের এখন সেখানেই ফেরা জরুরি
আধুনিকতা বলে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি।
পেছনে ফেলে রেখে প্রেম, মায়া, সম্পর্ক সম্পদ।
সামনের দিকে যাওয়াও আর নিরাপদ নয়,
আমাদের এখান থেকেই ফিরতে হবে, সোনালি শস্যের কাছে
একেবারে কাছাকাছি, মাটির খুব কাছাকাছি।

পৃথিবীর আলোকোজ্জ্বল অত্যাধুনিক শহরগুলোর
শপিংমলগুলোতে এখন শোভা পাচ্ছে গ্রামীণ সূচিকর্ম,
একটু বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে "হোম মেড" এইসব পসরা।
তবে কি আমরা আবার ঘরে ফিরছি?
জেগে উঠছে প্রেম মূলের সন্ধানে।
আবার ভেসে যাওয়া আদিগন্ত সবুজের মায়ায়-

কতদিন পর মনে পড়লো ভ্যান্‌গগের সেই ছবিটির কথা
দিগন্ত বিস্তৃত পাকা সোনালি গমের ক্ষেত
আর তার উপর দিয়ে অশুভ ছায়া ফেলে,
উড়ে যাচ্ছে হাজার হাজার কালো পাখি।

www.pathagar.com

মৃত্যুর গান শুনি

কাল মধ্যরাতে মৃত্যু এসে পড়েছিল
আমার নকশি তোলা দুয়ারের পাশে।
বৃষ্টির ভেতরে ভিজে ভিজে একাকার
একবার ভাবি, মৃত্যু কোলে তুলে-
তাকে নিয়ে আসি ঘরে।
শুকনো কাপড়ে মুছে দেই সব,
দুঃখের ক্ষত চিহ্ন, ব্যর্থতার গ্লানি।

কি জানি কি ভেবে আর খুলিনি দুয়ার
মৃত্যুর গান শুনি সারারাত,
শ্রাবণে বৃষ্টির অবিরাম নূপুরে, নূপুরে।
কত স্বাভাবিক ছিল মৃত্যু কালরাতে,
কত নিরাভরণ ছিল নিভে যাওয়ার আয়োজন।
জানি না কেন অবজ্ঞায় খুলিনি দুয়ার
বৃষ্টির ভেতরে আলো অন্ধকারে-
বড় অভিমানে মৃত্যু ঘুমিয়েছে
একা, খুবই স্বাভাবিক সৌন্দর্যে।

অন্ধকার আকাশ ফর্সা হওয়ার আগে,
মৃত্যুকে এসে তুলে নিয়ে গেছে মৃত্যু খুব যত্ন করে।
শুধু ব্যথায় শোকে মূক হয়ে পড়ে আছে
এক জোড়া খয়েরী ধূসর ছেঁড়া জুতো,
বৃষ্টি ভেজা ভোরের আলোর ভেতরে।

www.pathagar.com

পথের জন্য মায়া

(কবি বন্ধু নেসার আহমেদকে)

অতিক্রান্ত পথের জন্য মায়া পড়ে আছে
ধূলি ওড়া ধূসর পথ, শুকনো পাতার মর্মর ভেঙে,
কতদূর, কতদূর এই চলে আসা।
কত চড়াই উতরাই পার হয়ে হয়ে
ফেলে আসি পথে পথে মায়া, প্রেম
মান অপমানে, জমে ওঠা সুখ দুঃখ স্মৃতি।

কতবার কতদিন ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
আবার দাঁড়াই এসে অতিক্রান্ত পদ চিহ্নটির পাশে।
কেমন পড়ে আছে আমার,
ফেলে আসা পায়ের চিহ্নটি
অবহেলায়, অনাদরে একা।

মাঝে, মাঝে জমে ওঠা ধূলো বালি ঝেড়ে
সন্তর্পনে হাতে নিয়ে দেখি স্মৃতির এলবাম,
সুখের ছবিগুলো যেন কেমন ম্লান হয়ে আছে।
আর অপমান, দুঃখগুলো জ্বলে আছে উজ্জ্বল
যেন তোমার কাজলে আঁকা চোখ,
জড়ো হয়ে থাকা পৃথিবীর তামাম সুন্দর।

ধূলি ওড়া পথ শুকনো পাতার মর্মর ভেঙে
কতদূর একা একা এই চলে আসা,
দিনের সূর্যাস্তের শেষ আলোর জন্য মায়া জমে আছে-
অতিক্রান্ত পথের জন্য মায়া পড়ে আছে।

www.pathagar.com

ভয়

সারা শরীরে এখন দগদগে ঘা
আর বিষাক্ত পুঁজ, মরা রক্ত নিয়ে
একটি সুন্দর সকালকে স্বাগত জানাই,
সে সাহস আমার হয় না।
একটি শুভ্র সকালও এখন আমার পুঁজ
মরা রক্তের মতো, বিষাক্ত তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত।

রক্ত ঝরছে, গলে গলে পড়ছে পুঁজ
যেন আমার শরীরের ক্ষত ছড়িয়ে পড়েছে পুরো শহরময়,
পচন ধরেছে মূল্যবোধে, মননে, মেধায়।

মৃত্যু, এখন শুধু মৃত্যুই সৌন্দর্য
মৃত্যু ছাড়া কোন বিষয়ই নেই
সংবাদে, শিরোনামে, ভালোবাসায়, ঘৃণায়
চিন্তা সংক্রমিত হয়েছে প্লেগের মতো
বিপণী বিতানে, প্রেক্ষাগৃহে, রেস্তোরায়
যেন এক অতিকায় ডানা মেলে নেমে আসছে ভয়।

প্রেম, ভালোবাসা, প্রকৃতি আর বিষয়ের মধ্যে নেই
একটি কবিতা লেখার জন্য,
কি আর এমন বিষয় আছে এখন মৃত্যু ছাড়া।
অথচ চাই, প্রবলভাবে চাই
তৃষ্ণার পৃথিবীতে সমস্ত ঘৃণার বিপরীতে,
সকল মৃত্যু সকল অন্ধকারের বিপরীতে
সমস্ত অকল্যাণ উপেক্ষা করে প্রাণ পাক জীবন।

আর রৌদ্রের এক সকালে,
ফুটুক একটি গর্বিত গোলাপ।

www.pathagar.com

ভাঙ্গনের শিল্প

কত কিছুই ভাঙে এই পৃথিবীতে
নদীর পাড় ভাঙে. ঘর গেরস্থালী ভাঙে
শস্যের জমি ভাঙে–
ভেসে যায় কোন গৃহিনীর প্রিয় হাঁসের ঝাঁক।
দূর থেকে দূরে নিরুদ্দেশে।

ভাঙে আটপৌরে জীবনের অলীক গরিমা
ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ তুলে ভাঙে
দামী তৈজসপত্র প্রিয় ডিনার সেট।
প্রেয়সীর হাতের কাচের চুড়ি ভাঙে
প্রগাঢ় গাঢ় চুম্বনে শৃঙ্গারে।

কত কিছুই ভাঙে এই পৃথিবীতে
ভাঙনেরও একটা শিল্প আছে
একটা ব্যাকরণহীন মুদ্রা আছে,
নির্মম কোন সৌন্দর্য আছে।

কত কিছুই ভাঙে এই পৃথিবীতে
কারণে অকারণে কত কিছুই ভাঙে
যখন হৃদয় ভাঙে বরফের মতো টুকরো টুকরো
তখন কি থাকে সেখানে !
মুদ্রাহীন ভাঙনের শিল্প
বিরহের আগুন, না কান্নার সৌন্দর্য ?

www.pathagar.com

নিঃসঙ্গ হতে ইচ্ছে করে

(বন্ধু এ কে এম আমিনুল ইসলাম-কে)

নিঃসঙ্গতা কেটে গেলে
আবার নিঃসঙ্গ হতে ইচ্ছে করে
ইচ্ছে করে সন্ধ্যার নিথর,
নদীর মতো একাকী বয়ে যাই।
দিনের শেষে ক্লান্ত পাখিরা,
একাকী ফেরে না কুলায় প্রার্থনার সংগীতে?

যখন বাড়ি ফিরে যায় সবাই
সবুজ হারানো সোডিয়াম নিরবতায়।
প্রিয় বন্ধুদের মুখ সরে যেতে থাকে,
অদৃশ্য হয়ে আসে সব বীক্ষণ।

তখন ভীষণ একা নিঃসঙ্গ এই আমি
পসরা সাজানো ঢাকার ব্যস্ত ফুটপাত,
নিঃসঙ্গতার সৌন্দর্য নিয়ে আমাকে বেড়ায়।
আমাকে দেখায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ পণ্যের,
বিকিকিনির দরদাম, ওঠা নামা।

দেখায় রাতের ঘুমের দামে তৈরি করা
পোশাক শিল্পীদের নৈপুণ্যে গড়া কাজ
আমি নেড়েচেড়ে দেখি শিল্পের বৈভব।
হাজার মানুষের ভিড়ে মাথা গলিয়েও
দেখি আমি দারুণ একা নিঃসঙ্গ তখন।

আকাঙ্খার ভেতর প্রশ্ন জেগে ওঠে
আসলে কি কেউ নেই এখন আমার সাথে,
আমি কি পুরোপুরি একা এখন?
বোধের দেয়ালে টোকা মেরে দেখি,
প্রিয় সন্তানের মুখ ভেসে ওঠে কি কখনো।

www.pathagar.com

নিঃসঙ্গতা কেটে গেলে
আবার নিঃসঙ্গ হতে ইচ্ছে করে,
ইচ্ছে করে প্রার্থনার মতো হারিয়ে যেতে।
এখন দেখি একাকী শূন্যতা
প্রেম আর ভালোবাসাই তো, নিঃসঙ্গতা।

যদি আবার অন্ধ হই

যদি আবার ভালোবাসি, যদি আবার ভালোবেসে মুগ্ধ হই
মুগ্ধতাকে বড় ভয়, মুগ্ধতা বড় নির্মম একেবারে অন্ধ করে দেয়।

যদি আবার অর্ঘ সাজিয়ে তুলি নতুন করে, ঐ
হৃদয়ের বেদীতে রাখি সামান্য কিছু উপহার, ফুল।

যদি আবার কষ্ট পেতে শিখি, শিশিরের মতো ফোঁটা ফোঁটা
ঝরাতে শিখি নোনা অশ্রু, স্ফারিত করে ব্যথার সমুদ্র।

যদি আবার মুগ্ধ হই, তোমার এমন আমূল সৌন্দর্যে
যদি আবার মুগ্ধ হই, তোমার সটান যৌবনের টানে।

মুগ্ধতা বড় নির্মম, শিল্পকে স্থবির করে দেয়-
মুগ্ধতা বড় নির্দয়, দু'চোখে অন্ধ করে দেয়।

যদি আবার ভালোবাসি, যদি আবার ঝর্নার মতো কাঁদতে শিখি
যদি আবার ভালোবেসে মুগ্ধ হই, যদি আবার ভালোবেসে অন্ধ হই।

www.pathagar.com

প্রাচীরের ভাষা

পাখিদের গান, পশুদের আচরণ বিচিত্র ধ্বনি
বুঝে উঠার জন্য মানুষের দিনপাত,
প্রাণান্ত কী কলাকৌশল।
মানুষ এখন তার অনেকটাই বুঝতে পারে
পশুদের আচরণ, পাখিদের গান
খুলে দিচ্ছে প্রকৃতির রহস্যের দুয়ার।

কিন্তু মানুষের ভাষা, আচরণ নিয়ে সব ঝামেলা
দিনদিন দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে মানুষের ভাষা,
জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে আচরণ।
কত প্রবাদ শুনেছি,
'প্রাচীরেরও কান আছে'
এখন দেখি প্রাচীরেরও কণ্ঠ আছে,
অশোভন, শোভন পরিশীলিত ভাষা আছে।

প্রাচীরের ভাষা বুঝতে কিন্তু আমাদের কষ্ট হয় না-

চরিত্রের অমল পরিশুদ্ধতা নিয়ে তার ভাষায়
ফুলের উপমার কত বর্ণাঢ্য ব্যবহার।
ফুলের শুদ্ধতা নিয়েও এখন প্রশ্ন উঠতে পারে,
একবার পরাগায়ন বিশ্লেষণ করতে করতে
বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষয়িত্রী হেসে ফেলেছিলেন
তাঁর হেসে ফেলার গূঢ় অর্থ এখন বুঝতে পারি।

পশুপাখির ভাষা নিয়ে এখন আর কোন সমস্যা না,
বাতাস আর আকাশের রঙের মতো
শুধু মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে মানুষের ভাষা, আচরণ।
জড়, নির্বাক যে প্রাচীর সদ্য ভাষা পেয়েছে
রক্তের উষ্ণতা, রক্তের বন্যায়
অন্যায় ভেসে যাওয়ার কত কথা তার মুখে।
প্রতিদিন খবরের কাগজে কত রক্ত ঝরার সংবাদ
আর, আর কত রক্ত হলে, এখন অন্যায় ভেসে যাবে?

www.pathagar.com

মন ফর্সা করার ক্রিম

(প্রিয় অনিতাকে)

সবুজ প্রকৃতি আর স্বপ্ন দেখতে দেখতে
শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে পৌঁছলাম,
শুনি গ্রামটির নাম দোগাছি, ছোট্ট এক গ্রাম্য বাজার।
মানুষ হাটছে এলো পাথারি যে যার মতো
যেন জীবন কত সহজ-
কিংবা চিত্রির তুলিতে কাজ করা কোন জল রং।

আমি যার সাথে এসেছি, এতদূর
কোন শ্যামাঙ্গীর রমণীর মুখ খুঁজতে
নাগরিক কোলাহল ছেড়ে, মুগ্ধ হতে সবুজ মায়ায়।
শীতের শুষ্কতা টের পেয়ে সঙ্গি আমার
খরিদ করতে চাইলো ত্বক প্রশান্তির ক্রীম।
এখন গ্রামে-গঞ্জে অজপাড়া গাঁয়েও
প্রসাধনের সবকিছু পাওয়া যায়।

রং ফর্সা করার ক্রিম দেখ, আমি বললাম
স্বভাব সুলভ তিরস্কারে বন্ধু আমার,
তোর যতসব মেয়েলী ব্যাপারে আগ্রহ।
দোকানীও হাসলো কিঞ্চিত তার কথায়
আমার তখন পৃথিবীর প্রথম রমণী,
বিবি হাওয়ার কথা মনে পড়লো।

কী ছিল তাঁর প্রসাধন, প্রকৃতি না প্রার্থনা-

ঘুরিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম আমি দোকানীর কাছে
আচ্ছা, মন ফর্সা করার কোন প্রসাধন নেই-
খুব স্বাভাবিক স্বরে বলল আছে, কেন থাকবে না।
সরল ভঙ্গিতে আঙুল তুলে দেখালো সে
কাছের, দূরের অবারিত সবুজ প্রকৃতি।

www.pathagar.com

ঋণ বেড়ে চলে

বিরুদ্ধ সময় যেন আর দাঁড়াতেই দেবে না এখন
টুকরো, টুকরো ভেঙে দেবে বারবার।
স্বজন যারা, আত্মীয়, তারাও দর্শক
কিভাবে ভেঙে পড়ে মানুষ, দ্যাখে শিল্প।
গোপনে খুব গোপনে ঋণ বেড়ে চলে-

আত্মহত্যার স্বপক্ষে আমিও দাঁড়িয়েছি কতবার
মৃত্যুই পরম শান্তি নিশ্চিত নিপুণ সমাধান।
অথচ এখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘাস ফুলের,
এক ফোটা রঙও প্রেমে বেঁধে ফেলে।
আবার নতুন করে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে-
দুঃখের সন্তানেরা ফিরে এলে আমার
কোমল ওষ্ঠে কপোলে রাখে গভীর চুম্বন,
চুম্বনের তৃষ্ণায় বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

একটু, একটু করে অপসৃত হলে কালো মেঘ
সবাই দ্যাখে প্রাণে বেঁচে গিয়ে কূলে ওঠার কৌশল।
শীতের পাখিরাও কী এভাবে বাঁচে
বিচিত্র মাংসের স্বাদ লোভী জিহ্বার পেষণ থেকে,
নিজেকে আড়াল করে প্রকৃতির আশ্রয়ে।
কতদিন বিরুদ্ধ সময় ঢেকে রাখে ভোরের আলো
যেন আর নতুন কোন নিঃশ্বাস নিতেই দেবে না।

গোপনে খুব গোপনে ঋণ বেড়ে চলে অনেক ঋণ
ঘাস ফুলের কাছে, বাতাসের কাছে, পাখির আছে,
চুম্বনের কাছে, জীবনের কাছে, অনেক ঋণ ।

www.pathagar.com

হলুদ পাতা

তবে কি এবার এই মৌসুমে বৃষ্টির দিন শেষ
হেমন্তের হাওয়া ঝরাবে হলুদাভ পাতা।
কত অবহেলায় পড়ে থাকবে প্রাণহীন
বৃক্ষের শুকনো ডাল হলুদ পাতা।
কত স্বাভাবিক স্বাগত জানাবে প্রকৃতি
কবোষ্ণ হাওয়ায় হাওয়ায় ভরা দিন।
অগোছালো রেশমী চুলের শীর্ণ বালিকারা
ঘুরবে বনে বনে নাম হবে তাদের-
পাতা কুড়ানী, পাতা কুড়ানী।

আমরা হেমন্তের সূর্যের হলুদ আভা
গায়ে মেখে ঘুরে বেড়াবো-
উদ্যানে, সভামঞ্চে, সেমিনারে।
উৎসব হবে কত নানা রঙ বাহারী,
হেমন্তের মেলা, হেমন্তের গান, হেমন্তের কবিতা।

আমাদের উৎসবে যোগ দেবে
কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে,
পাখির মতো কলকাকলি তুলে-
কিছু পুরুষ, সুন্দরী কিছু বুক টান যুবতী।
কিছু অভিনেতা, কিছু অভিনেত্রী
কবি যশ প্রার্থী কিছু ব্যবসায়ী।

এই মৌসুমে তবে কি এবার বৃষ্টির দিন শেষ
হেমন্তের হাওয়া ঝরাবে হলুদাভ পাতা।
কবোষ্ণ হাওয়ায় হাওয়ার ভরা দিন
অগোছালো রেশমী চুলের শীর্ণ বালিকারা
কুয়াশার চাদর সরিয়ে, ঘুরবে বনে বনে
কুড়াবে উনুন জ্বালাবার হলুদ শুকনো পাতা।

www.pathagar.com

অভয়ারণ্য

(কবি জাহাঙ্গীর হাবীবউল্লাহ শ্রদ্ধাস্পদেষু)

হরিৎ প্রকৃতির হলুদ হয়ে আসা
এখন আমাদের চিন্তিত করে তুলেছে।
দিনদিন বেড়ে চলেছে এই গ্রহের উত্তাপ,
গলে যাচ্ছে দুই মেরুর কঠিন বরফ।
ভারসাম্যের হিসেব নিকেশ নিয়ে ব্যস্ত,
গ্রহের মেধাবী পুরুষেরা।

সম্প্রতি সময়ের প্রাজ্ঞ বিজ্ঞানী বলেছেন
একদিন মানুষ এমনি জায়গায় পৌঁছে যাবে,
তড়িৎ শক্তির ব্যবহার হবে এত প্রকট।
যে শূন্য, দূর শূন্য থেকে এই পৃথিবী,
এক অগ্নি গোলকের মতো দেখা যাবে।

তারকা যুদ্ধের সংবাদ রক্তের মতো থিতিয়ে এলে
ধ্বসে যাওয়া মুদ্রা বাজার চাঙ্গা করতে,
কারা যেন প্রচার করছে 'গ্লোবাল ভিলেজ'
বিশ্ব গ্রাম, মুক্ত বাজার-
আর আমরা উন্নয়নশীল দেশের মানুষেরা
সাদা এই ঘোড়ার পেছনে
দিশেহারা দিগ্বিদিক ছুটতে ছুটতে,
কোন হাটই আর ধরতে পারছি না।

মৌসুমের সোনালি শস্য যাদের গুছিয়ে নেবার,
অনেক আগেই তারা, তা তুলে নিয়েছে গোলায়।
এখন শূন্য পড়ে হাট, ফসলের মাঠ, .
পাক খেয়ে কেবল উঠে যাচ্ছে নাড়ার দহনের ধোঁয়া।

আবার আলোচনায় ফিরে আসে প্রকৃতি, পরিবেশ।
বেড়ে যাওয়া পৃথিবীর ওজন স্তরের কথা
প্রকৃতিকে প্রকৃতির মতো থাকিতে দাও

www.pathagar.com

বনের পক্ষী ও প্রাণীকূল-
তাহাদের, তাহাদের মতো থাকিতে দাও।
সবুজ বৃক্ষের অভয়ারণ্যে, তাহারা বিচরণ করুক নির্ভয়ে
নির্দয় কোন বন্দুকের নল যেন
স্পর্ধিত না হয় তাহাদের সংহারে।
অথচ কি আশ্চর্য কি নির্মম
নয়নাভিরাম পৃথিবীতে, পৃথিবীর তামাম মানুষ
মানব কুলের জন্য এতটুকু,
মুক্ত আকাশ নির্মাণ করতে পারিনি
যেখানে কোন দিন, কোন মানুষ রক্তাক্ত হবে না কখনো।

নিঃসঙ্গ আপেল

নিঃসঙ্গ এক সবুজ আপেলের মতো
পড়ে গিয়ে যদি নষ্ট হয়ে পচে যাই
তবে খুব খারাপ লাগবে আপনার?

অথচ কতবার আমরা বেড়াতে চেয়েছি
এক সাথে একান্ত নীল দুঃখের বাগানে।
বলেছি দুঃখগুলোকে বিন্যস্ত করে সাজাই,
হৃদয়ের বর্ণিল হলুদ রেকাবে।
না-হয় একটি দিন ধরে রাখা,
স্মৃতির পরাগে প্রজাপতির পাখায়।

আমার কোন দুঃখ নেই বলে, নিজেকে আড়াল করে
জানি না কেন অসম্মতির দেয়াল তুলে
কী এমন সুখের আশায়, বারবার সরে গিয়েছেন দূরে,
তবে এত কষ্ট কেন আপনার?

www.pathagar.com

পাথরে আগুন

মেয়েটির হাতুড়ি থেকে ঠিকরে পড়ে আগুন
পাথর ভেঙে সে বুঝিয়ে দেয়, আমরা আদিম
এখনো চলেছি ভেঙে কঠিন পাথর।

আবার ফিরে যেতে হবে আমাদের,
এতটুকু আগুন, এতটুকু ভালোবাসার ব্যবহার
যখন মানুষ প্রথম শিখলো।

মেয়েটির মাথার উপরে জ্বলে আগুন
ঘনফুট ঘনফুট পাথর ভাঙে সে,
সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি প্রতিদিন-
তার ভেতরে খেলা করে সারাদিন ভাঙনের শব্দ।

আর সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরে
লণ্ঠন জ্বলে, মিটমিট জীবন শিখা
শরীরে নামে ক্লান্তির অবসাদ,
উদরে জ্বলে তার তীব্র ক্ষুধার আগুন।

www.pathagar.com

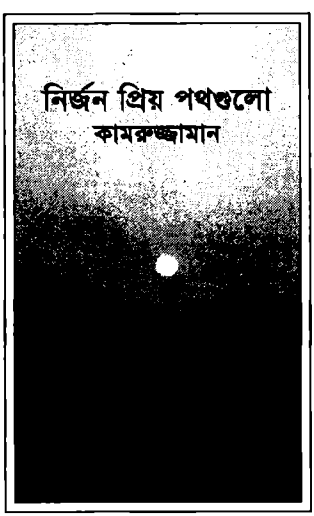

নির্জন প্রিয় পথগুলো
উৎসর্গ : কামরুন নাহার অনিতা কে প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রচ্ছদ : আমিনুল ইসলাম প্রকাশক : অনুরাগ প্রকাশনী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নির্জন প্রিয় পথগুলো

(কবি আল মাহমুদ শ্রদ্ধাস্পদেষু)

নির্জন প্রিয় পথগুলোর সাথে কথা হয় প্রতিদিন
খুব বুঝতে পারি ওরা আমার পা'য়ের শব্দ-
ভীষণ রকম টের পায়, প্রিয় পথগুলো আমার।
বাড়ি ফিরি কখনো দুপুরে, কখনো সন্ধ্যায়
কখনো জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে একটু বেশি রাতে
তখন ওদের সাথে কথা হয়, খুব কথা হয়।

পথের ভাষাকে যত্নে বুকের ভেতরে নেই তুলে
মনের অলিন্দে হরিৎ প্রশান্তি ছড়িয়ে দুলতে থাকে
পথের দু'পাশের বৃক্ষ শাখার অজস্র পত্রপল্লব।
ভোগের তৃষ্ণাকে তখন দূরে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়ে
কেন আরো সহজ সরল হয়ে উঠছি না প্রতিদিন?

অনর্থক খোঁড়াখুঁড়ি, বৃষ্টির জল জমে থাকলে
আমার দারুণ মন খারাপ করে, প্রিয় পথগুলোর জন্য।
কেন এমন করে মানুষ, খানাখন্দ তৈরি করে
অন্ধকারে ঢেকে রাখে নির্মম মৃত্যু ফাঁদ-
মানুষের কষ্ট হলে, মানুষের কী লজ্জা বাড়ে না?

প্রিয় নির্জন পথগুলো কখনো আমার বিষণ্ন মুখ দেখে
হৃদয়ের সাহসের বার্তা পাঠায়, আমরা তো আছি জেগে,
আবারও আমার পথে নামা, প্রিয় পথগুলো ভালোবেসে।

www.pathagar.com

সবুজ গম্বুজের নিচে

সবুজ গম্বুজের নিচে আমরা শান্তির বাণী চর্চা করি
মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্কের ভেতরে সন্ধান করি প্রেম।
বসরাই গোলাপের চাষে আমাদের গৌরব আছে
শরীরে নুন জমে ওঠার আগে, শ্রমিক বুঝে নিক তার মূল্য
মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হোক সর্বোচ্চ শিখরে-
আমরা ঘুরে ফিরে, বারবার বলে উঠি মানুষ, মানুষ।

এখন চারিদিকে ভয়ার্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্তস্বর
বাতাসের ক্ষিপ্রতা, লু-হাওয়ার আগুন, ডাইনীর রক্তচক্ষু
অস্থির হয়ে উঠেছে সময়, সুনামীর লণ্ডভণ্ড তাণ্ডবে,
ভিসুভিয়াসের লাভার লালা ঝরাতে ঝরাতে ধেয়ে আসছে
আটলান্টিকের ওপার থেকে সন্ত্রাস সন্ত্রাস চিৎকার করে
অতিকায় এক জিহ্বার সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর লেহন।

লাল ডোরাকাটা, অন্ধকারে হিংস্র পশুর জ্বলে ওঠা
চোখের মতো তারকা খচিত অতিকায় এক জিহ্বা।
আমরা সবুজ গম্বুজের নিচে শতাব্দী থেকে শতাব্দী
সহস্রাব্দ থেকে সহস্রাব্দ চর্চা করি শান্তির বাণী,
প্রার্থনা করি সৃষ্টি অপর রহস্যলোকের–

ভালোবাসাই আমাদের শক্তি, সত্যই একমাত্র আরাধ্য
একটি অতিকায় সর্বগ্রাসী ধাতব জিহ্বার লেহনের নিচে,
ক্রমাগত চলে যাচ্ছে যেন আমাদের সকল মানবিক অর্জন।

www.pathagar.com

কেন অন্ধকারে যাবো

কেন অন্ধকারে যাবো
কেন যাবো ধ্বংসের কাছে
আমার দুঃখগুলো আমার বৈভব-
কষ্ট আমাকে সাজিয়ে তুলেছে প্রতিদিন,
আলো আমাকে নেবে না জানি।

দুঃখগুলো আমার স্বপ্নের অহংকার
তবু কেন অন্ধকারে যাবো।

ভাঙচুড় আমাকে গড়ে তুলেছে দুঃখের মধ্যে
আলো আমাকে নেবে না জানি,
দুঃখ আমাকে নেবে-
তবে কেন অন্ধকারে যাবো।

www.pathagar.com

মায়ার বাঁধনে বেঁধেছে

এতটুকু শেষ ছোঁয়া কোথায় কি যেন নেই তার রূপে,
তবু সুন্দরী সে, তার মোহিনী দেহের বিভা খুব টানে।
পড়েনি এতটুকু তুলির আঁচড় রহস্যের যাদু তুলে,
তবু সুন্দরী, তার কাজল কালো আঁখি দু'টি টানে।

তৃষ্ণায় কাঁপে থরথর কামনায় ওষ্ঠ যুগল,
সবুজ ঘাসের গ্রীবায় জমে ওঠে এক বিন্দু জল।
ফেরেনা চোখ, ইশারায় টানে শুধু এই দেহ মন-
তার দেহ সরোবরে পদ্মনাভি থির স্বচ্ছ জলে,
রাতের গভীরে প্রার্থনার মতো দু'টি শিখা জ্বলে।

শ্যামাঙ্গিনী তার রেশমী কালো চুলের বানে
ভাসিয়ে আমাকে কেবলই উজান স্রোতে টানে-
তার শরীরের বাঁক দ্বাদশীর চাঁদ অথবা ভেনাস,
হৃদয়ের আলো স্বর্গের মধু সুরা তৃপ্তির কোরাস।
রক্তের প্রবাহে নামে ফোঁটা ফোঁটা শীতল অবসাদ,
গড়ায় কবোষ্ণ জলের ধারা পরিপাটি সুরম্য প্রাসাদ।

এই এতটুকু সামান্য ছোঁয়া কোথায় কি যেন নেই তার রূপে
তবু সুন্দরী, ষোড়শী যৌবন তার অস্থির মতি নেচেছে
তার সরল হৃদয় এই বুকে কান্নার সুরে বেজেছে
এই আঁখি, এই মন প্রাণ মায়ার বাঁধনে বেঁধেছে।

www.pathagar.com

ব্রিজ বেল

ঝুল বারান্দায় মৃদুমন্দ হাওয়ায় ঘন্টা
হাওয়ায় হাওয়ায় কার শব্দ ভেসে যায়?
একটি আরাম কেদারায় চিন্তাগুলো-
দুলতে থাকে এলোমেলো সম্পর্কহীন
নেচার কালার নেইল পলিশ, নীল কাজল
আইশেড, আইলাইন, মাশকারা।
ঝুল বারান্দায় মৃদুমন্দ হাওয়ায় ঘন্টা,
এলোমেলো চিন্তাগুলো দুলতে থাকে।

বর্ষার কবিতা, কবিতা পাঠের শব্দ, ঋজু উচ্চারণ
বাইরে অঝোর বৃষ্টি, বৃষ্টির কবিতা, কবিতার বৃষ্টি
স্ফটিক জল, নিক্কণ এমন হাসি কবিতার মতই উৎকৃষ্ট।
কতদিন শরীর রাখিনা এভাবে বৃষ্টির কাছে,
কেমন করে নেমে আসে রক্তে, অন্ধ কাম-
সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আসে মাতাল মহুয়া রাত।

ঝুল বারান্দায় মৃদুমন্দ হাওয়ায় ঘন্টা
সম্পর্কহীন এলোমেলো চিন্তাগুলো দুলতে থাকে-
দূরে ট্রেনের হুইসেল, মেজেন্টা রেলস্টেশন।
সবুজ প্রিয় নির্জন পথ, একলা দুরন্ত দুপুর
একাকী দূরে, বহুদূরে ইচ্ছে করে হারিয়ে যেতে থাকা
হাওয়ায় মিশে যেতে থাকে সবকিছু, সবকিছু-
সোনালি অতীত, কৈশোর, যৌবন, সম্পর্ক সম্পদ
হাওয়ায় মিশে যায় কান্নার শব্দ, দুঃখের বিলাপ
দজলা, ফোরাত, তিরকিত, মশুল, বাগদাদ,
কাবুল, চেচনিয়া, কাশ্মীর, আগুনের গুজরাট।

ঝুল বারান্দায় মৃদুমন্দ হাওয়ায় ঘন্টা
কার কাঁন্নার শব্দ হাওয়ায় ভর করে এসে
এমন দুলিয়ে যায়, একাকী করুণাসিক্ত সন্ধ্যায়
কার কাঁন্নার শব্দ, হাওয়ায় হাওয়ায় তোলে অনুরণন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ

(জর্জ হ্যারিসনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে)

একটি এ্যাম্বুলেন্স কোন থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে
অন্ধকার মধ্যরাতে রওনা হয়ে লাল নীল আলো-
ছড়িয়ে চিৎকার করতে করতে নগরে প্রবেশ করে।
নগরে প্রবেশ করেই আটকে আছে অসহ্য ট্রাফিক জ্যামে-

এ্যাম্বুলেন্সের করুণ চিৎকার করুণাসিক্ত করে তুলছে চারদিকে
একটু সহানুভূতি একটা সরল রাস্তার জন্য আহাজারি।
যেন বাংলাদেশের সবগুলো থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে
একসঙ্গে ছুটে এসে সহস্র এ্যাম্বুলেন্স এখানে জড়ো হয়ে
তুলছে আকাশবিদারী চিৎকার ও ট্রাফিক পুলিশ-
ও ট্রাফিক পুলিশ, তাড়াতাড়ি রাস্তা করে দাও।
সবগুলো এ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে আছে আমার বাংলাদেশ–

খুব তাড়াতাড়ি সোজা রাস্তা দরকার
আমার বাংলাদেশের শরীর ভীষণ রকম খারাপ
আমার বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডে দারুণ ব্যথা
আমার বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে
আমার বাংলাদেশের মস্তিষ্ক থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে
ও ট্রাফিক পুলিশ, তাড়াতাড়ি একটি সরল রাস্তা করে দাও–
আমার মায়ের শরীর যে ভীষণ রকম খারাপ।

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহসানের পাঞ্জাবী

এক সময় আপনি রান্নায় আনন্দ পেতেন
আপনার পাঞ্জাবীতে লেগে থাকতো
সুস্বাদু মাংসের সুরুয়া,
ভিনদেশী মসলার গন্ধ।

আর এ্যলুমিনিয়ামের সরা ফাঁক হয়ে
ছড়িয়ে পরতো শিল্পের সৌরভ,
আশপাশের সবাই-
রান্নার আনন্দে আধুনিক উনুনের কাছে,
স্বাদ গ্রহণের অপেক্ষায় ব্যস্ত।

কোন কোন পাখির মাংসে যৌবন থাকে
শীতার্ত সন্ধ্যায়ও তেতে ওঠে শরীর।
সেই তখনই আপনি
আঠারো বছরের সমর্থ যুবকের মতো
আবার সাজিয়ে দিতে চাইলেন,
যৌবনে ভালোবেসে ফেলা প্রিয় শব্দগুলো।

www.pathagar.com

নীল স্বপ্নের নীল

আগুনের মতো মেয়েটিকে একদিন বললাম এসো আমরা স্বপ্নকে
সাজাই, সে-ও বললো এসো সাজাই।
সবুজ স্বপ্ন, হলুদ স্বপ্ন, বেগুনী স্বপ্ন, সোনালি স্বপ্ন, রূপালি স্বপ্ন,
ধূসর স্বপ্ন, লাল স্বপ্ন, নীল স্বপ্ন...
মেয়েটি বললো লাল স্বপ্ন, নীল স্বপ্ন থাক
লাল স্বপ্ন, নীল স্বপ্ন থাকবে কেন আমি বললাম।
আমাকে সে রঙয়ের প্রতীক বুঝালো, লাল তো বিপদ, আর নীল কষ্টের
আমি তাকে পতাকার লাল সূর্য, নীল সমুদ্র আর আকাশ দেখালাম।
কষ্টের কী কোন রং হয় বোকা! কষ্টেরা বড় একা, একা একা বাড়ে
আশ্রয় খোঁজে না। তবু কেন জানি সে নীল স্বপ্নকে নিতে চাইলো না-

আমরা স্বপ্নকে সাজাতে লাগলাম। আমরা স্বপ্নকে উড়িয়ে দিলাম
আকাশে। আমাদের স্বপ্নেরা উড়তে লাগলো পাখা মেলে,
শুধু একা পড়ে থাকলো নীল স্বপ্ন।

আমার মন কেমন খারাপ লাগতে থাকলো, একা পড়ে থাকা নীল
স্বপ্নের কথা ভেবে। সে আমাকে প্রায়শই সবুজ স্বপ্নের কথা শোনাতো
আমি ভেতরে ভেতরে নীল স্বপ্ন, নীল স্বপ্ন...

একদিন বৃষ্টি ভেজা ভোরে দেখি আমাদের স্বপ্নেরা সব ডানা ভেঙে
পড়ে আছে, সোনার পাল ছড়িয়ে আছে ব্যথার উঠানে।

নীল স্বপ্ন শুধু নীল আরো নীল হতে লাগলো-

www.pathagar.com

দুঃখ আমি ভালোবাসি

প্রথম কথাতেই অনুজ হলেও, আমার তুমি হয়ে ওঠেনা, আপনি
কেমন করে কথা হলো আপনার সাথে, না কোন কৌশল ছিল না।
খুব সহজেই তো কথা বলছিলাম আমরা-
এতটা উজ্জ্বল ছিলাম কখন ভেবে পাইনি।
বলেছিলাম খুব সরাসরি, কতটা প্রাণবন্ত স্বচ্ছ আপনি-
হেসে ছিলেন সর্বাঙ্গে, তরঙ্গে মিশে গিয়ে, চোখের তারায়
তোমার নজরের তুলনা হতে পারে একমাত্র,
ইস্পাতের খাপ খোলা তরবারির প্রাণ সংহারী ঝিলিক।

একটি প্রশ্ন ছিল আমার, কিছুটা থমকে গ্রীবা বাঁকিয়ে,
বলেছিলেন খুব ব্যক্তিগত না?
কেন তখন এতটা অস্থির হয়ে উঠেছিলাম, জানি না কেন-
গতকাল যা কিছু ছিল আমার নিবেদন সব তোমারই জন্যে,
কবিতাই ছিলে গতকাল শ্যামাঙ্গী নারী তুমি, কাজলের মতন
কিন্তু আজ, আজ দেখি দাঁড়িয়ে আছ নির্বাক অনড় ছায়া হয়ে।
আমি তো সাহস করে বহুবার বলেছি, আমি দুঃখের সন্তান
প্রতারণা ঘৃণা করি, অবজ্ঞা লাঞ্ছনা সয়ে দুঃখ আমি ভালোবাসি
এযাবত কাল জেনেছি নারী চায় বীরত্ব পৌরুষ।

তবে আমার নয়নে কী ছিল না বল, গতকাল সাহসের ইঙ্গিত
মায়ার ছুরি আছে আমারও, আচানক বসিয়ে দিতে পারি-
তেরচা করে, তুলে এনে দিতে পারি তরপানো হৃৎপিণ্ড আমার
এ কোন কথার কথা নয়,আমার মায়ার বিলাপ।

বহুবার বলেছি তো, দুঃখ আমি ভালোবাসি
কতবার ভেঙে গেছি টুকরো টুকরো আয়নার মতন
বল তবে কেন দ্বিধা লেগেছিল দু'চোখে তোমার।

বলেছি তো, দুঃখ আমি ভালোবাসি, অপার দুঃখের সন্তান।

www.pathagar.com

নখ মরে যাচ্ছে

কখন কোথায় কবে কার দুয়ারের কপাটে
লেগেছিল এমন ব্যথা আঙুলের নখে
মনে নেই কার দুয়ারে ব্যথা হয়েছিল সঙ্গী।

ব্যথা ছিল খুব, রক্ত জমে নীল হয়েছিল কিছুদিন-
কেবলই শুধু এই তক মনে আছে
একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল সকল দুয়ারের কপাট
ফিরে ফিরে যাচ্ছে আমার মুখ
আমার চোখ, আমার হাতের স্পর্শ।

এখন দেখি কালো হয়ে আঙুলের নখ যাচ্ছে মরে।

তোমার অবজ্ঞায়

তোমার অবজ্ঞায় ব্যক্তিগত দুঃখগুলো
এ শীতের শিশিরের জলে সবুজ বৃক্ষের মতো
হয়ে উঠে আরো গাঢ় সবুজ সতেজ।
তুমি তো দেখেছিলে ঠিক খুব কাছে
চোখের ভেতরে দুঃখের শিল্প ছাড়া,
অন্য কোন ভাষার হরফ ছিল না।
ভালোবাসার কাঙ্গাল আমি, নিজেকে এমন ভাবি না
খুবই স্বাভাবিক এ শহরে সবকিছু থাকে না।

www.pathagar.com

সৃষ্টি না, প্রকৃতি

সবুজ অচেনা এক কল এলো হাতে
সম্মতির বোতামে আঙ্গুল স্পর্শে রেখেছি মন।
অদৃশ্য মানবী, ছায়া কিংকিনি কলহাস্যে
পরিচয় মেলে না তার কথার রহস্য বাঁকে।

সুদূর অতীতে হলুদ গলিত বিকেলে,
হয়েছিল কোনদিন কথা বরেন্দ্র উত্তরে।
ধূলো মাটি ছোট্ট শহর কি নাম ছিল তার
শেফালী, শিউলী, বকুল, কদম, কামিনী-

কার কণ্ঠ আসে ভেসে তরঙ্গে, তরঙ্গে
কি কথা যেন বুঝায় সে ভাষার ইঙ্গিতে।
নারী- না নদী মোহনার স্রোত সিম্ফনি, সংগীতে
সৃষ্টি না প্রকৃতি, বনভূমি কথা বলে যায় বারেবারে।

সিটি গোল্ড

স্বপ্নের মতো মেয়েটি উদয়াস্ত বিপণী বিতানে
বিক্রি করে চলে মেকি সোনার গহনা।
ঝকমক করে, চকচক করে, চমকায় ঠিক
বাল্যশিক্ষার পাঠ, চকচক করিলে সোনা হয় না।

সহসাই ফিকে হয়ে যাবে পানির প্রলেপ
তবু আমাদের প্রয়োজন সোনালি এমনই রং।

এক টুকরো মুক্তোর হাসি লাগিয়ে রেখে,
সারাক্ষণ ড্রাই লিপিস্টিকের শুকনো ঠোঁটে
দিনদিন কেমন মলিন হয়ে যাচ্ছে,
স্ফটিক কাঁচের ওপাশে স্বপ্নের মতো সোনার মেয়েটি।

www.pathagar.com

স্মৃতি পাথর ঘর

বরাবর স্মৃতির বিপক্ষে আমি
মুছে ফেলে দিতে চাই সব
তবু স্মৃতিরা চৈতন্যের শিরায়।
গোল্ডেন ডিস্কের সূক্ষ্ম, মিহি অদৃশ্য আঁচর থেকে
আধুনিক রঙিন ট্রিনিট্রন ফ্লাট স্ক্রিনে,
স্বয়ংক্রিয় মস্তিষ্কের সিডিরমে কেবল ঘুরপাক।

কত কিছু চোখের আড়াল করে রাখি
আম্মার ব্যবহার্য চশমা, কলম, ঘড়ি, বাসন
যতই আড়ালে রাখি ভেসে ওঠে নাম
জাহানের আলো, বেগম নূরজাহান-

স্মৃতিরা নেমে আসে গোল্ডেন ডিস্কের মিহি আঁচর থেকে
এপাশে ওপাশে, দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে সব
আবারও পথে নামি, আবারও পথ চলি
স্মৃতি তবু আমাকে ছাড়ে না।
নিয়ন সাইনে উৎকীর্ণ নাম 'স্মৃতি পাথর ঘর'
শ্বেতপাথরে, এখানে কী খোদাই করে রাখে মানুষ!
কেবলই স্বজনের নাম, না বেদনার স্মৃতি?

বরাবর স্মৃতির বিপক্ষে আমি
মুছে ফেলে দিতে চাই স্মৃতিচিহ্ন সব।
তবু ঠুক ঠাক শব্দ তুলে
খোদাই হতে থাকে, সত্যের সাধক
আমার পূর্বপুরুষের নাম
মুন্সি রমিজউদ্দিন সরকার মৃত্যু উনিশ'শ একষট্টি।

www.pathagar.com

বাঘের চলাফেরা

লোকালয়ে বাঘের চলাফেরা নিরাপদ হয়ে উঠেছে
এন্টিকশপে বেশ চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে-
বাঘের দাঁত, বাঘের নখের বিচিত্র সব অলংকার
ধনাঢ্য অপ্সরীদের পছন্দের প্রিয় আনকমন পসরা।
দাঁত আর সে নখগুলোতে কতটা রক্ত লেগে ছিল,
তা তাদের কোনো ভাবনার বিষয় নয়, সে রকম।

বাঘের হিংস্রতা এখন কোনো আলোচনার প্রতিপাদ্য নয়,
বাঘের সৌন্দর্যই মুখে মুখে প্রধান আলোচ্য চারিদিকে
নগরীর চায়ের স্টলগুলোতে, প্রেক্ষাগৃহের বারান্দায়
ক্যাফেটেরিয়ায়, পার্কের বসবার বেঞ্চগুলোতে,
প্রাতঃভ্রমণের বয়বৃদ্ধ, বয়বৃদ্ধা বাঘ, বাঘ বলে হেসে ওঠে।

মিডিয়ার ক্যামেরা, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে বাঘের চলাফেরা-

মিথ্যেবাদী রাখালের গল্প সবারই ঢের জানা
কারো কোন আহাজারি নেই আহা-বেচারা,
এখন কেউ আর সে মৃত রাখালের গল্পে উৎসাহী নয়।
বাঘ, বাঘ বলে আতঙ্কে কোথাও কোনো চিৎকার নেই
নগরময় শুধু বাঘের সৌন্দর্য, বাঘের সৌন্দর্য বর্ণনা –

বাঘের ছাল, বাঘের মুখোশ শিশুদের আরাধ্য খেলনা হয়ে উঠেছে
নগরের প্রধান প্রধান সড়কে ঝুলছে বাঘের ছাল, মুখোশ
কারা ছেড়ে ছিল এত বাঘ লোকালয়ে, রক্তের গন্ধ শুঁকতে
কোথাও কি কোন হিংস্রতা নেই বাঘ আর মানুষে?

www.pathagar.com

শাহবাগের হাওয়া

গায়ে ফুরফুরে শাহবাগের মৃদুমন্দ হাওয়া লাগে
প্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব, স্বর্ণমুদ্রা, ধাতব বর্ম, ঐতিহ্য পুরাণ
মসলিন, রাজার পোশাক, ধারণ করে আছে হলুদ দালান।
সবকিছু নজর বুলিয়ে, প্রশস্ত সড়কে মুক্ত হাওয়ায়,
কিছু কিছু পরিচিত মুখ, মুখোমুখি কিছু এমনি সময়।

কোন মুখ কবিতার কথা বলে, কোন মুখ করে গান,
ভিখেরি, রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা করে জীবিকার সন্ধান।
শাহবাগ মোড়ে গায়ে হাওয়া লাগে বিকেলে সন্ধ্যায়,
মেয়েটি সুন্দর খুব, ওর দেহের ভঙ্গি ঋজু শিক্ষায়।

ওর চোখে চোখ রাখতে ইচ্ছে করে মন-
দাঁড়িয়ে সাথে অকারণ নেড়ে দেখি সাপ্তাহিক,
কখনো তাকে, সে কি এই পথে যায় প্রাত্যহিক।

চোখ রাখি ওর চোখে, কী ঝিলিক দীপ্তিময়
চোখে চোখ রেখে মুহূর্তে কত কথা কাঁপন বিস্ময়।
শাহরিক তাড়ায় চঞ্চলা, কী নাম হতে পারে তার
কখনো কী ফিরবে চপলা এইদিকে এই পথে আবার?

হালকা আলোর নিচে কিছু কিছু মুখ সন্ধ্যায়
সাধারণ নারী, পেশাজীবী, কথাশিল্পী, ফেরিওয়ালা-
কবি, ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে শাহবাগ জীবনের কথায়।

www.pathagar.com

পুতুল নাচের সুতো

ছেলেটি লেক দেখেই বলে বাবা সমুদ্র
আমি বলি না বাবা, এ সমুদ্র নয় জলটুঙ্গি
যতবার বলি জলটুঙ্গি, ও বলে বাবা সমুদ্র
ওর চিন্তার মধ্যে লেকই সমুদ্র হয়ে আছে।

পুতুল নাচ দেখতে গিয়ে নানা প্রশ্ন
বাবা পুতুল কে তৈরি করে, কিভাবে নাচে
কে নাচায় ইত্যাকার যাবতীয় প্রশ্নবাণ।

পুতুল কেমন করে চোর ডাকাত হয় বাবা?
মানুষই বানায়, চোর ডাকাত সাজালেই হয়
ও স্বগতোক্তি করে মানুষই বানায় সব।

ভালো করে তাকিয়ে দেখ, পুতুলগুলোর
হাতে পায়ে বাঁধা আছে কালো সুতো,
সুতো ধরে টানলেই পুতুল নাচে–
যেমন ইচ্ছে তেমন করেই নাচে।

www.pathagar.com

নারী ও রমণী

যতক্ষণ আলো থাকে আমি তোমাকেই দেখি
তোমার প্রশস্ত ললাট, তোমার কালো কাজল
কোমল মসৃণ গ্রীবা, নিটোল কপোল
তোমার ওষ্ঠ যুগল, তোমার অলকদাম
তোমার সটান স্তন, নির্মেদ নাভিমূল, জঙ্ঘা উরু
যতক্ষণ আলো থাকে, আমি তোমাকেই দেখি।

তোমার প্রশস্ত ললাটের প্রতি তুলনায় যারা
রূপালি চাঁদকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় বারবার
তুলনার স্থূলত্ব আমাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলে
আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখেছি বহুবার
চাঁদের তুলনা তো, সেভাবে মেলে না আর

তোমার চোখের তুলনায় নীল সমুদ্রের গভীরতা
আমি সমুদ্রের খুব কাছে গিয়ে দেখেছি।
আছড়ে পড়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে জমে ওঠে শুধু লবণের ফেনা
বালুতট ধরে হেঁটে হেঁটে বহুদূর খুঁজে ফিরি
তোমার কাজল কালো চোখের উপমা।

রক্তাভ ওষ্ঠ যুগল, অলকদাম, মসৃণ গ্রীবা, নিটোল কপোল
সুদীর্ঘকাল এদের উপমার জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে-
সুরভী গোলাপ, মেঘমালা, মরালী হলুদ আপেল।

তোমার সটান স্তনের উপমা খুঁজতে গিয়ে কোন কবি- না
পৃথিবীর পর্বতমালাগুলোর উঁচু চূড়ার কথা- না বলেছে।
কষ্টি পাথরের নিঃপ্রাণ মূর্তিকে সামনে দাঁড় করিয়েছে কতবার
আমি ছুঁয়ে ছেনে দেখেছি পাথরের হিম কাঠিণ্যে
বিরক্তিতে রক্ত মাংসের হাত ফিরে আসে বারবার।

নির্মেদ নাভিমূল, জঙ্ঘা, উরুর জন্য কবিরা
প্রকৃতির আশ্রয় নিয়ে শেষ পর্যন্ত তোমাকে
স্বচ্ছ ঝরনা ধারা, নদীই বানিয়ে ফেলে

www.pathagar.com

নদীর ভরাট যৌবনে তোমাকে খোঁজ করে দেখেছি
তোমার শরীরের বাঁক, নদীর মোহনা, মেলেনা আর।

যতক্ষণ আলো থাকে, আমি তোমাকেই দেখি
না তুমি চাঁদ নও, নীল সমুদ্র নও, বালুতট নও
সুরভি গোলাপ নও, মেঘমালা নও, মরালী নও
হলুদ আপেল নও, না তুমি নদীর মোহনা নও
তুমি কেবলই নারী, নারী, নারী
যতক্ষণ আলো থাকে আমি তোমাকেই দেখি।

দিনের শেষে নেমে এলে রাত, রেশম শীতল অন্ধকার
অন্ধকারের আলোর ভেতরে আমি তোমাকে অনুভব করি।
তোমার প্রশস্ত ললাট, কাজল কালো চোখ
শরীরের উষ্ণতা ঘন নিঃশ্বাস আমাকে
ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে অন্য এক ভাষার রাজ্যে
সহস্র কোটি বছরের পথ আমি যেন মুহূর্তে পৌঁছে যাই
এর একটি সহজ নাম হতে পারে শরীরের কথোপকথন।

অন্ধকারের আলোর ভেতরে আমি তোমাকে অনুভব করি
তোমার নিটোল কপোল স্পর্শ করে করে, আমার ব্যস্ত অস্থির
ওষ্ঠ যুগল নেমে আসতে থাকে দ্রুত-
চন্দ্রালোকিত তোমার কোমল মসৃণ গ্রীবায়।
তোমার গভীর অলকদাম থেকে আবার-
আমি উঠে আসি, মরুভূমির ধূলি ঝড়ের ক্ষিপ্রতায়
তোমার ওষ্ঠ যুগল, আমার অধর সিক্ত করে কামের লালায়
রক্তের মধ্যে তাড়িয়ে দেয় হাজারটা মাতাল ঘোড়া
তপ্ত নিঃশ্বাস, তোমার ঘর্মাক্ত স্তন যুগল
বারংবার ফেনিয়ে ওঠা শৃংগার নির্যাস
যেন বহু কষ্টে ময়রার ছেনে তোলা নরম ননি মাখন।

দিনের শেষে নেমে এলে রাত, কামার্ত শীতল অন্ধকার
অন্ধকারের আলোর গভীরে আমি তোমাকে অনুভব করি
স্তনের গিরিপথ পার হয়ে এসে, নির্মেদ নাভিমূলের
মোহনায় আমি যেন সাকির হাতে অপেক্ষার পানপাত্রে
শরাবের উপর ভাসমান এক টুকরো স্বচ্ছ বরফ

www.pathagar.com

বাতাসের আঁচ লেগে কেবলই গলে যাচ্ছি তোমার মধ্যে।
তোমার শরীরে ডুবতে ডুবতে আমার আর কোন
স্বকীয় অস্তিত্ব থাকে না, আমার কোন অতীত থাকে না।

জঙ্ঘা উরুর সন্ধিক্ষণে আমি যেন অনুভবের
সকল সীমানা পেরিয়ে যেতে থাকি, তখন
তোমাকে আর অনুভব করা যায় না।
নশ্বর শরীর এই মূর্ত হতে থাকে আত্মায়
আমি বেহেস্তের দ্রাক্ষা বনে ঘুরে বেড়াই, আমার
আত্মা আবার মগ্ন হয়ে ওঠে অলৌকিক সোরাহি-
থেকে আশ্চর্য ঠান্ডা তহুরা পানের ব্যাকুল তৃষ্ণায়।

তোমার শরীরের সকল বাঁক, উপত্যকা, মোহনা
শ্রেণীচক্রের ঘূর্ণনে ঘূর্ণনে তুমি হয়ে ওঠ
অনন্ত সুন্দরের উপঢৌকন, উদ্ভিন্ন যৌবনা
পরিপূর্ণ, আকণ্ঠ তৃপ্তির, প্রবল এক নিটোল রমণী।

www.pathagar.com

বাদশা হোটেল

(ফরহাদ খাঁ-কে)

বিচিত্র জায়গা এক শহরের মাঝে
যেন আরো এক নতুন শিল্প শহর
কেউ যায়, কেউ আসে, কে রাখে খবর
বাদশা হোটেল, আড্ডা জমে, সন্ধ্যা সাঝে।

মধ্যমনি কা'কে বলি শিল্পের পুরুত
শব্দে শব্দে গেঁথে দিয়ে মিলের মহিমা
মেলে রহস্য দুয়ার, কাব্যের গড়িমা
বাতাসে তরঙ্গ তোলে অযুত-নিযুত।

কারা আসে এই খানে বুকে নিয়ে জ্বালা
শিল্পের অনলে সেঁকে নিতে ব্যথা
সাদা চোখে দেখে যারা ভাবে, মানুষ অযথা
দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা শেষে সব কথামালা।

কখনো সংবাদ হয়ে এতটুকু আলো
কবিতাই যেন আজ উষ্ণতা ছড়ালো।

www.pathagar.com

ব্যবহারের যাবতীয় পোশাক

যাবতীয় ব্যবহারের পোশাক-পরিচ্ছদ,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, বিছানায় কিছু
কিছু হ্যাঙ্গারে। কিছু আছে অভিজাত,
ন্যাপথলিন দেয়া, যত্নে খুব-
নকশী কাটা দেরাজে তোলা।

বুক পকেটে খুচরা পয়সা কিছু পথ খরচের
অন্য পকেটে সামান্য ভাংতি স্বপ্ন কিছু
আর অন্যান্য পকেটে একটু ভালোবাসা,
নিষ্পাপ কোমল শিশুদের জন্য কিছু আদর।

পোশাকগুলো, প্রিয় পোশাকগুলো সঙ্গী আমার
আমাকে জড়িয়ে রাখে মান-সম্ভ্রমে, বিভায়।
দূতি ছড়াতে ছড়াতে, প্রাত্যহিক কুশল জিজ্ঞাসায়
আবার ফিরে আসে আমারই সাথে, রাত্রির ছায়ায়।
সামাজিক আয়োজন শেষে নিভার হতে খুলে রাখি
যাবতীয় এইসব ব্যবহার্য পোশাক-পরিচ্ছদ।
খুব কী অচেনা লাগে নিজেকে এখন,
আরশি বড় নির্মম কিছুই রাখে না গোপন।
শেষ পর্যন্ত কী খুব একা হয়ে যাই?
গ্রেভইয়ার্ডের এপিটাফ পাথর খন্ডের মতো-

কতদিন চলতে থাকে, এইসব পোশাক পরিধান
কতদিন চলতে থাকে, এইসব পোশাক পরিত্যাগ
আমার ব্যবহার্যের প্রিয় আনুষঙ্গিক দ্রব্য সামগ্রী।

একদিন কী পড়ে থাকবে না স্পর্শহীন,
একদিন কী পড়ে থাকবে না খুব একা।

www.pathagar.com

আমাদের সময়গুলো

আমাদের সময়গুলো বড় এলোমেলো অর্থহীন চলে যাচ্ছে
রাসূল (সাঃ) আপনাকে ভালোবাসার কথাই ছিল বেশি,
জাগতিক সকল আয়োজন ছাপিয়ে।
সেই যে সংসার সাজানো শুরু, তার শেষ রইল না
ব্যক্তিগত সুখ জড়ো করতে হত্যা করা হলো,
সোনার ডিম দেয়া রাজহাঁস, যা ইচ্ছে তাই
নিজের সাথে শুরু হলো প্রতারণার, আলো ছায়া।

সময়গুলো বড় বেশি রঙিন স্বপ্নের মধ্যে
ডেড লেনের মতো, প্রাচীর টানা অন্ধকার হয়ে।
জীবন পূর্ণতা লাভ করেছিল আসমানী সম্ভারে
আমাদের সাক্ষ্যের ধ্বনি বেজেছিল। পাহাড়ে
আকাশে, বাতাসে, পৃথিবীর সভ্যতার খিলানে-
আমরা বুঝে নিয়েছিলাম আপনার আলোর পরিভাষা।

আপনার জন্যই ভালোবাসার বার্তা পাঠানোর
কথা ছিল আমাদের সকল আয়োজন ছাপিয়ে।
আলোর অফুরন্ত উৎসের কথা বলে দিয়েছিলেন
আমরা যেন পথের দিশা হারিয়ে না ফেলি–
গ্রহণের কাল, বড় এলোমেলো চলে যাচ্ছে সময়
কলকব্জার শব্দ, জড় চিন্তা, নেড়েচেড়ে।

www.pathagar.com

চাঁদমারি খেলনা পিস্তল কাহিনী

(কবি ফজল শাহাবুদ্দীন শ্রদ্ধাস্পদেষু)

বাবার কাছে এক সময় আমারও পছন্দের বায়না ছিল খেলনা পিস্তল
তারপর পিতাপুত্র চাঁদমারি খেলা, মিথ্যে ভয় দেখানো ফুটুস ফাটুস–
কখনো আবার ভেঙ্গে-চুরে টুকরো টুকরো ফেলে দেয়া।
বাবার কাছে আবার বায়না, বাবা পিস্তল
পুত্রস্নেহে অন্ধের কী সাধ্য উপেক্ষা করে আবদার,
চাঁদমারি খেলা, চোর পুলিশ খেলা, ফুটুস ফাটুস–

বয়ঃসন্ধিকালে আমার রঙ বাহারি ফুলের চাষে আগ্রহ বাড়ে
বাবা এখন ঝুল বারান্দায় প্রতিদিনের খবরের কাগজ পড়েন,
আর অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেন রক্ত, রক্ত, রক্ত-
কখনো কখনো খানিকটা উত্তেজিত হয়ে গেলে
কাশির গমক বেড়ে যায়, ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে আসে শরীর।
আমিও সত্য আড়াল করে মৃদু ধমকে উঠি,
কি দরকার আপনার এ সমস্ত সংবাদে চোখ রাখবার।

কোন কোন হত্যার সংবাদ এত তরতাজা থাকে,
যেন খবরের কাগজ থেকে এখনই রক্ত পড়তে শুরু করবে
সকালের গরম চা'য়ে, রক্তে সিক্ত হয়ে উঠবে যেন সাদা টেবিল ক্লথ।

ফুলের বাগানে লুকোচুরি খেলে নতুন প্রজন্ম
আমার কাছে বায়না ধরে বাবা খেলনা পিস্তল,
আমি এড়িয়ে গিয়ে ওকে গাড়ি দেখাই, হাতি দেখাই
মিনি কেট পুসি দেখাই, মিনার টিয়া পাখি দেখাই
ওর কিছুতেই মন ভরে না, বলে বাবা আমি ছেলেমানুষ।
আমিও বুঝি পুরুষের পৌরুষ, চাই বীরত্ব–

বাবা বাবা চিৎকার করে আমাকেই চাঁদমারি তাক করে
বারবার আমি আড়াল খুঁজি নিজেকে রক্ষার,
আমার এখন ভীষণ ভয় সত্যি সত্যি যদি
খেলনা পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে আসে।

www.pathagar.com

জুমায়ারা সি-বিচ

বন্ধুরা বলে উইকএন্ডে আমরা এখানে দারুণ এনজয় করি
সঙ্গে থাকে হালাল ফুড, কোমল পানীয়ের বোতল
ঘরে বানানো খাবারের মধ্যে ফিস ফ্রাই, বিফ কারি-
জুমায়ারা সি-বিচ ওয়ান, টু, থ্রি করে টেন পর্যন্ত বেঁকে গ্যাছে।
উৎসাহী কারো কারো আছে ব্যক্তিগত তাঁবু,
বিচ আম্ব্রেলা ইত্যাদি যাবতীয় আনুষঙ্গিক আয়োজন

সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে সড়ক চলে গ্যাছে বহু দূর
মাঝে মাঝে, খানিকটা সমুদ্রের ভেতরেই–
পাথর ফেলে গড়ে তোলা হয়েছে কৃত্রিম দ্বীপ।

সবাই সন্ধ্যার অপেক্ষায় অস্থির উন্মুখ
সমুদ্রের মাঝখানে সূর্য ডুবে গেলেই আয়োজন শুরু।
ব্যাকুল হাওয়ায় পাথরে ঝাপটা খেয়ে নোনা পানির ছাঁট এসে লাগে
স্মৃতি তরপে জেগে ওঠে প্রাণের স্বদেশ, পতেঙ্গা, কক্সবাজার
ক্ষণপ্রভা কেটে গেলে মন বলে এ যে বিদেশ বিভুঁই–

দূরে বেশ দূরে পদ্মার ইলিশ শিকারি জেলে নৌকার মতো
সারি দিয়ে জ্বলে আছে সহস্র আলোইয়া লণ্ঠন
জলের উপরে আলো কাঁপছে, অন্ধকারে উনুনের আগুন।

যেন হায়েনার তীক্ষ্ম ধারালো দাঁত নিয়ে হাসছে,
রক্ত পিয়াসী একবিংশ শতকের আধুনিক ভ্যাম্পায়ার।
স্পর্শ করে নাড়িয়ে দিচ্ছে কেউ, কি চিন্তা বন্ধু রিলাক্স, রিলাক্স
ওহ্ ইয়েস রিলাক্স! জাস্ট এ মোমেন্ট প্লিজ লিভ মি এলোন-

সোনালি ঐ যে বাতিগুলো, নোঙ্গর করা মার্কিনী নেভাল শিপের
ওরা এসেছে অশান্ত মধ্যপ্রাচ্যের এ অঞ্চলে,
ঈগলের ডানা মেলে ধারালো চঞ্চু আর নখর দিয়ে শান্তির মিশনে
এখানে শান্তি নেমে এলেই, বরাহের পাল ফিরে যাবে খোয়াড়ে।

www.pathagar.com

আরো একটা দিন

রাত্রি ঘুরে যাবে আবার শিশির সিক্ত সকালে
সকাল কী নতুন সকাল, প্রাতিষ্বিক নগরী–
না আরো একটি দিনের পুরনো হয়ে যাবে সব
হাওয়ার জিভ চেটে নেবে তার আনুষঙ্গিক নুন
প্লাস্টিক কোটেড রঙ হয়ে আসবে আরো একটু মলিন।

রূপবতী সেবিকার স্মিতহাসির অপেক্ষায় থাকবে না মন
তার ওষুধের ট্রে, সেভলনের বোতল, ইনজেকশনের সিরিঞ্জ-
হালকা সাদা সুতি এপ্রন বয়সপ্রাপ্ত হবে আরো একদিন
বন্ধুর বৃদ্ধ মা'য়ের আরো একটি দিন পার হয়ে যাবে
হাসপাতালের পরিপাটি বিছানায় অনিমিখ–

রেস্তোরার চায়ের কাপ, পানির গ্লাস, কফির ফ্লাস্ক
বান্ধবীর ভ্যানেটি ব্যাগ, ব্যাগের ভেতরে রাখা–
লিপস্টিক, ছোট আয়না, চিরুনি, রুমাল, লিপজেল
সবই বয়োপ্রাপ্ত হবে, আরো, আরো একটি দিন।

ওটিতে জন্ম নিয়েই মুহূর্ত মুহূর্ত করে বেড়ে যাচ্ছে শিশু
যখন প্রিয় মানুষটির যাবতীয় স্পর্শ যাবে সরে
সীমাহীন শীতল অলৌকিক গভীর অন্ধকারে
কি বলবো তারে, ঝরাপাতা, ঝরাফুল মৃত্যু–

দিনের আলো ফিকে হয়ে আবারে ঘুরে যাবে রাত্রির দিকে।

www.pathagar.com

বিদায় চিত্রকল্প

(কবি বুলবুল সরওয়ার-কে)

এইতো রাস্তার ওপাড়ে গিয়ে যখন তুমি
হাত নেড়ে বল বন্ধু বিদায় সন্ধ্যার।
আর রাস্তার এপাড়ে আমি হাত উচু করি–
তখনো তোমার স্পর্শের উষ্ণতা লেগে থাকে হাতে
আমি আমার হাত এনে রাখি হৃদপিন্ডের উপর
আমার কপোলে ছোঁয়াই, অনুভব করি
তোমার এই পাশে থাকার শেষ রেশটুকু।
তোমার শরীরের ঘ্রাণ লেগে থাকে আমার শার্টে
শ্রাবণের বৃষ্টির মাতাল করা গন্ধের মতো।

আমরা কি আমাদের পরিচয় জানি?
দিনের পর দিন কতভাবে বেঁচে থাকি,
আমরা জীবন ভালোবেসে, স্বপ্ন ভালোবেসে–
কেউ কবি, কেউ চিত্রকর, কেউ অভিনেতা
কেউ পরিচালক, কেউ নাট্যকার, কেউ রাজনীতিক
কেউ বলি, আমি তো জীবন শিল্পী।

এইসব, এইসব কত পরিচয় আমাদের
সবকিছু ভুলে গিয়ে কেন জানি আজকাল,
সেভাবে আর খুঁজে পাই না মানুষ।
আত্ম-পরিচয়ের গরিমা বড় বেশি অন্ধ করে তোলে–

যাই বলে , না-কি আর বিদায় নিতে নেই
বাদুরের কালো ডানার মতো রাত নেমে আসে।
ফিরে যাবার তাড়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলে
অথচ সত্য এই, আমরা নিশ্চিত করে কেউ জানি না
আবার কখন ফিরবো জীবনের ঘূর্ণির মধ্যে।

www.pathagar.com

পবিত্র বদন আপনার

এ জীবন ফিরায়ে ধরি হেরার আলোকের দিকে
ডুবে আছে দেহ মন পাপের গভীরে।
আলোর স্পর্শ যদি লেগেছিল প্রাণের বিবরে,
দিনের শেষ পড়ন্ত বেলার রঙ যেমন পাণ্ডুর ফিকে।
তেমন ধরেছে ক্ষত শরীরে আত্মায়,
ভেঙেছে খোদার ভয়, মুছে ফেলে দাগ সীমানার
কেটে গেছে দিন কত, ইচ্ছার অনিচ্ছার,
ইভের ছায়া ফেলেছে কঠিন প্রভাব মননে সত্ত্বায়।

জবাব কি তৈরি করেছো তুমি, ভেতরে তোমার
কি নেবে সঙ্গে করে, দেখি না-তো তেমন কিছু
সারা পথ হেঁটে গেছি অন্ধকারের পিছু।
এখন ফেরাবে কে ধ্বংসের হাত থেকে
অনন্ত কঠিন অপার জিজ্ঞাসায়।

যখন ছেড়ে যাবো মায়ার এই জগত সংসার,
সবকিছু ফেলে রেখে প্রার্থনা শুধু এই-
একদিন যেন দেখি, ভোরের খোয়াবে
হে রাসূল (সা) পবিত্র বদন আপনার।

www.pathagar.com

বৃষ্টি ছুঁয়ে গেছে

দক্ষিণের জানালা খুললেই চোখে নীল সমুদ্র
হাজার, হাজার গাংচিল উড়তে থাকে হৃদয়–
এঁফোড় ওঁফোড় করে, সবুজের সমারোহে বহতা নাফ নদী।
জীবনের দুঃখগুলো কী এক একটি গাংচিল?
উড়তে থাকে সীমাহীন নীলে স্বাধীন, স্বপ্নের ডানা মেলে।

নদী মানেই আমার কাছে মিষ্টি সুপেয় জলের ধারা
কেন যে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে না নাফ নদী-
মৃদুমন্দ ছন্দে বয়ে চলা নোনা জলের ধারা স্রোত,
তবে কী এ নদী আমার চোখে থেকে নেমে গেছে?
পা'য়ের চিহ্নগুলোকে খুঁজি ফিরি বালিয়াড়ি আর তীরে
খুব এলোমেলো ফেলে রেখে এসেছি, বালিজলে।

জানি শেষ অবধি আর কিছুই থাকে না পৃথিবীতে
তবু মিথ্যে মায়াজাল, তবু মিথ্যে অভিনয়–
মুছে যাওয়ারও হয়তো একটা অর্থ হতে পারে
যদি বলি তার নাম ভালোবাসা, হৃদয়ে টান প্রেম।

উত্তরের জানালা খুললেই ঘর ভরে যায় ঠান্ডা হাওয়ায়
রক্ত গোলাপ দুলতে থাকে প্রকৃতির লীলালাস্যে ছায়ায়
উত্তরের জানালা খুললেই তুমি, শুধু তুমি, শুধু তুমি,
মৌসুমের প্রথম যেন বৃষ্টি ছুঁয়ে গেছে সব অপার স্নিগ্ধতায়।

www.pathagar.com

কল্যাণব্রত

(কবি আফজাল চৌধুরী-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে)

জানি অমরত্বের বাসনা ছিল না আপনার,
সাদা-মাটা জীবন এই, আর যা হয় সবার।
তবু আলাদা কিছু শব্দের ধ্বনি,
গেঁথে ছিলেন ষাটের দশকে তখনি।
বেজে ছিল স্বতন্ত্র বিশ্বাসে নিজস্ব ভঙ্গিতে,
কাব্যময় ছিল কথা, উপমার সকল ইঙ্গিতে।

খুব কাছাকাছি আপনার হয়ে উঠিনি কখনো,
দূর থেকে দেখেছি যা, কণ্ঠস্বর কানে বাজে এখনো।
এতটা অস্থিরতা আপনার মধ্যে দেখিনি কোনদিন,
যে যাব তাড়াতাড়ি যেতে হবে পথ দিন, ছেড়ে দিন।

আমিও জানি না কতদিন বেঁচে থাকলে কবিরা,
স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়ে যারা গড়েন অন্য বসুন্ধরা।
আত্মার আলো জ্বলে আছে নিশ্চয়ই সুরমা প্রভাতে,
আমরাও যেতে চাই অন্ধকার সরিয়ে কল্যাণব্রতে।

www.pathagar.com

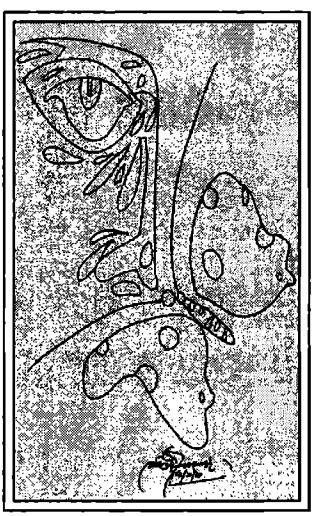

অগ্রন্থিত কবিতাসমূহ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নীলকণ্ঠ নারী

সেই নীলকণ্ঠ নারী আবার দাঁড়ালো
এসে, আবছা আলোর ছায়ায় সড়কে
যা ছিল সংসার গেছে খোয়া কালের মড়কে
চারিদিকে চতুর ভ্রুকুটি কে' হাত বাড়ালো?

সকল দুয়ার বন্ধ, এতটুকু নেই আশা,
সামান্য জীবন এই পেলো না তো ভালোবাসা।
সস্তা প্রসাধন সন্ধ্যা সুরভি ছড়ালো,
সেই নীলকণ্ঠ নারী আবার এসে দাঁড়ালো।

সবুজ বৃক্ষগুলো

বৃষ্টির পর গ্রেভইয়ার্ডের সবুজ বৃক্ষগুলো
জমে থাকা ধূলো ধুয়ে আরো সবুজ হয়ে ওঠে।
দুরন্ত বালক-বালিকারা লুকোচুরি খেলে
শান-বাঁধানো কবরের আড়ে আড়ে
আর কেটে নেয় গৃহপালিত পশুদের জন্য
কবরের উপর বেড়ে ওঠা দুর্বাঘাস।

মাটির সিঁথানে রেখে আসা দেহগুলো,
যা থেকে আত্মা সরে গিয়েছিল দূরে-
সেই সমস্ত পবিত্র আত্মাগুলো কি আবার ফিরে আসে?
মাটির কোটরে, কিংবা মাটির উপরে
দেখে নিতে, কারা রেখে গেল এতটুকু ভালোবাসা
অশ্রু ভেজানো এপিটাফ, স্মৃতি।

এখানেও হলুদ পাতারা ঝরে যায় প্রতিদিন
দুরন্ত বালক-বালিকারা আসে-
সবুজ আরো সবুজ হয়ে ওঠে
জীর্ণ কবরগুলো থেকে খসে পড়ে এপিটাফ।

www.pathagar.com

একটি শান্তির কবিতা

শান্তির জন্য বহুবার পায়রা উড়ানো হয়েছে পৃথিবীতে
যেন বৃষ্টির মতো শান্তি নেমে আসে উঠানে দাওয়ায়
এদেশে একদা শান্তি ছিল একথা মিথ্যে নয়
বীজ ফেল্লেই ভরে যেতো ফসলের মাঠ, ফলবতী বৃক্ষ।

চারণ ভূমির অবাধ্য হাওয়ায় সুরের আগুন
দূরে বহুদূরে নাওয়ের মাস্তুল ক্রমশ স্পষ্ট হয়,
সন্ধ্যায় গাজীকালু চম্পাবতী, সোহরাব রুস্তম
লাইলি মজনুর কিস্‌সায় কে ফেলেনি নোনা অশ্রু-

একটি শান্তির কবিতার জন্য এর বেশি চিত্রকল্প,
উপমা, কাহিনী, শব্দালঙ্কার কী প্রয়োজন?
উন্নয়ন, উন্নয়ন বলে লাল মেঠো পথগুলো
কালো গোখরোর শরীরে হয়ে উঠেছে অন্ধকার।
বড় বেশি আলাদা হয়ে যাচ্ছে বিভক্ত রেখায়-
গ্রাম থেকে গ্রাম, মানুষ থেকে মানুষ।

শান্তির জন্য বহুবার পায়রা উড়ানো হয়েছে
সাদা পতাকা ব্যানারে বহু সেমিনার সিম্পোজিয়াম।
কি- করে শান্তি আসবে দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে
উন্নয়নের সড়ক ধরে গ্রামগুলোতে চলে আসে,
প্রতিদিন জীবন বদলে ফেলার চনমনে রঙিন সংবাদ।

কেউ কেউ সেদিকে দেয় না নজর, উৎসুক
বসে থাকে কেউ কি বয়ে নিয়ে এলো এতটুকু,
সত্যি সত্যি নিরেট কোন শান্তির খবর!

www.pathagar.com

হাওয়ার চিঠি

না কয়ে হঠাৎ চলে গেছ, কিছু কথা ছিল বাকি
সামান্য কিছু কথা ছিল অপেক্ষার রেকাবে
কলকরি এখন তরঙ্গ পৌঁছে না যে অতদূর
অদৃশ্য মেয়েটি বারবার বলে, দুঃখিত
কতদূর চলে যাচ্ছ তুমি শহর সীমানা পেরিয়ে?

জানি সেখানে ভালোবাসা আছে,
দিন আরো ঘন সবুজ অনেক।
কিছু কথা ছিল, কিছু চিত্রকল্প
জ্যোৎস্নায় স্নান করা কিছু অন্য মুহূর্তক্ষণ
এখন কোথায় তুমি, বাড়ি পৌঁছে গেছ
না শাহজালাল ফেরীতে ভাসছ যমুনায়।

না কয়ে হঠাৎ চলে গেছ, গন্তব্য জানিনা তা নয়
লাল বাক্সে রেখে দিলে নীল খাম পেয়ে যাবে নিশ্চয়
শব্দের নিপুণ বুনন ছিল, শব্দের রঙিন ছবি ছিল-
শহরের কোলাহল আড্ডায় ধোঁয়া ওঠা কফি কাপ
মামা আমার কাপে চিনি বেশি, মামা আমার কাপে কম
জীবনের ঘনিষ্ঠ কিছু প্রিয়ক্ষণ, টুংটাং কিছু শব্দ ছিল।

আলতো করে হাওয়ার তরঙ্গে ভাসিয়ে দিচ্ছি সব
পৌঁছে গিয়ে তোমারই চারপাশে তুলবে কলরব।

www.pathagar.com

প্রশ্ন

মৌনতায় মগ্ন হলে ফোটে যদি সুরভি গোলাপ
তবে কোন প্রশ্ন নেই শূন্যতার কাছে।
যেখানে থাকেনা কিছুই, এতটুকু স্মৃতি
ধূসর গোধূলী আঁধারে ঢেকে দিয়ে।

তবু কেন প্রশ্ন থাকে, জমা হয়ে রক্তের কাছে
কতদূর যেতে হবে, কতদূর যাবো আমি
অন্ধকারে একা একা পথ ভালোবেসে ?

কখনো জ্যোৎস্নায় উড়ে গেলে হাজার শীতের পাখি
যতদূর উড়ে যায় ভর করে সোনালি ডানায়
যেন সহস্র প্রশ্ন রেখে যায় অবারিত,
এই আদিগন্ত নিবিড় নীলের সীমায়।

জীবন কী হবে এক স্নিগ্ধ গোলাপ?

না থেমে যাবে মায়া মমতায়
সব সুধা ঢেলে দিয়ে, নির্জনে
নিজের ভেতরে নিজে, জ্বলে পুড়ে
শেষ হবো একা একা প্রেমহীন অপার শূন্যতায়।

www.pathagar.com

ফুল চকলেট দেহ

মেয়েটি রাত্রির বাসে উঠে চকলেট বিক্রি করে
কারো কারো সত্যি দয়া হয় ওর প্রতি
কেউ কি-রে বাড়ি নেই, রাত তো কম নয়-
কেউ বলে ব্যবসা ফেঁদেছে ভালই বোঝেন না...
আরো একটু রাত হলেই নেমে পড়বে।
ওর উঠা-নামায় আমাদের অর্থনীতির
বিহঙ্গ প্রবৃদ্ধি ঘটবে নিশ্চয়ই শনৈঃ শনৈঃ
রাস্তায় আলো জ্বলবে, মরা পচা গলা
নিষ্কাশনের মিউনিসিপ্যালিটির নতুন গাড়ি আসবে।

রাস্তার ক্রসিংয়ে লালবাতি জানালার কাঁচে শব্দ
ফুলের মালা নিয়ে আসে ছুটোছুটি করে ফুলেরা
জানালার কাঁচে শব্দ হলে ভেতর থেকে অদ্ভুত শোনায়
মিনতি করে কতটুকু ছোট হয়ে মিশে যেতে হয়
সেসব বিনয় কৌশল জানা আছে ঢের।

বহুতল ভবনের আবাসিক হোটেলের উপর তলায়
অনূঢ়া মেয়েটি স্টেইনলেস স্টিলের রূপালি রেলিংয়ে
অপেক্ষার ম্লান মুখে, হতাশায় ভেসে ওঠে
একটি দেশ, একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা
নিশ্চিত একটি ভবিষৎ পারেনা দিতে
নগরীর নতুন ফুটপাত আরো মসৃণ হয়,
থোকা থোকা অন্ধকার নিয়ে গাড়ির সংখ্যা বাড়ে।
আবাসিক হোটেলের রূপালি রেলিং ধরা অনূঢ়া মেয়েটি
একটি দেশ, একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা, নিশ্চিত একটা ভবিষ্যৎ...

দারিদ্র বিমোচন, দারিদ্র্য বিমোচন শব্দকল্প খেলা,
একনেকের বৈঠকে কত টাকা মঞ্জুর হয় ওর জন্যে?

www.pathagar.com

শেষ শোভাযাত্রায়

(কবি শামসুর রাহমানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে)

কবির শব বয়ে নিয়ে যাই শেষ শোভাযাত্রায়
ফুলে ফুলে, ফুলের সৌন্দর্যে নগরের প্রান্ত সীমায়।
বিদায় প্রিয় লেখার টেবিল, রুল প্যাড, কলম
টেবিলের আলো, বসবার চেয়ার, চশমা, প্রিয় স্পর্শ
বিদায় বন্ধুগণ, প্রতিবাদ সভা, অধিকার আন্দোলন
নাগরিক শোক সভা, সাহিত্য আসর, কবিতার আড্ডা।

বন্ধুগণ শহীদ মিনার থেকে বিদায়, বিশ্ববিদ্যালয়
মসজিদ থেকে বিদায়, প্রিয় সহযাত্রী কবি বন্ধুগণ
বিদায় বিউটি বোর্ডিং, পঞ্চাশের কাব্য হিংসা-
শাহ্‌বাগ মোড়, যাদুঘর মিলনায়তন, বাংলা একাডেমীর
বটমূল, বকুলতলা, থিয়েটার হল, প্রেক্ষাগৃহ
বিদায় বৈশাখী মেলা, বসন্ত আর নবান্ন উৎসব।

জীবন্ত এই নগরের দোয়েলের শিস, ভোরের আলো-
মেখে কর্মব্যস্ত নারী হয়ে ওঠা সতেজ টুকরো টুকরো রোদ।
ঝনাৎকারে চমকে দিচ্ছে যারা মুদ্রার পিঠ,
দল বেঁধে নেমে আসা সেই সব পোশাক শিল্পী যুবক যুবতী।

চোখ ঝলসানো নিয়ন সাইন, বাহারী বিল বোর্ড-
নগরের হাই রাইজ টাওয়ার, পাঁচতারা হোটেল
বৈদেশিক দূতাবাস, গুল্ম শোভিত সড়ক দ্বীপ
বস্তিবাসী, রিকশাওয়ালা, কুলি, কামিন
পুরানো ঢাকার সরু অলি-গলি, ট্রাফিক জ্যাম
পিজি হাসপাতালের পরিপাটি সফেদ বিছানা
কার্ডিয়াক মনিটার, লাইফ সাপোর্ট ভ্যান্টিলেটর
মিডিয়ার ক্যামেরা, পত্রিকায় হেডলাইন, ভিডিও ফুটেজ
বিদায় প্রিয় মহল্লা, বিদায় বন্ধু রাতের পাহাড়াদার।

কবিতায় সকল শব্দমালা, ছন্দের কারুকাজ
যৌবনের উত্তাল তরঙ্গের নিপুণ নিখুঁত উপমা

www.pathagar.com

চকিত ঘূর্ণাবর্তে ঝকমক করে ওঠা লতানো, শরীর
বদলে যাওয়া মেঘের রং, বিদায় সৌন্দর্যের সকল অবলোকন।

বিদায় প্রিয় বন্ধুগণ, ফিরে যাচ্ছি পিতার জায়নামাজের
উদার জমিনের সবুজ প্রার্থনার লাবণ্যের দিকে-
মিশে যাচ্ছি মা'য়ের প্রাতকালের কুরআন পাঠের
পবিত্র উচ্চারণ অদ্ভুত মাধুর্যের মিহি সুরের মধ্যে।

তোমার আলোয়

আল্লাহর মহিমা দেখি সৃষ্টি গভীরে
সঞ্চিত বর্ষনের ধারা মেঘের উপরে
শ্রাবণের বারি আনে প্রশান্তি সবুজে
বীজ ফোটে কুড়ি মেলে পল্লব অম্বুজে

আমার পরাণ প্রভু কেমন যে করে
রহস্য দুয়ার খুলে অলৌকিক করে
ফুলের পরাগ স্পর্শে বেড়ে ওঠে ফল
ভোরের শিশির ছুঁয়ে জাগে ফুল দল

পাহাড় দাঁড়ায় এসে সমুখে সুদূর
সমুদ্রের স্বরে বাজে অন্য কোন সুর
তোমার রহস্য দেখি, মহিমা তোমার
রক্তের গভীরে শুনি, জিকির আমার

ধ্বনিত জিকিরে শুনি, সুন্দর সুন্দর
তোমার আলোয় হোক, উজ্জ্বল অন্তর।

www.pathagar.com

পাপ ও অন্ধকার

দরজাগুলো মর্মর মর্মর শব্দ করে
খুলতে খুলতে দূরে সরে যেতে থাকে
জানালাগুলো উড়তে থাকে হাওয়ার মধ্যে।
সবগুলো জানালা, সবগুলো দরজা
কোন আধিভৌতিক রহস্য সিরিজের মতো
উড়তে থাকে, দূরে সরে যেতে থাকে।

সংসার, ঘর অস্তিত্বহীন অদৃশ্য হয়ে আসে
ব্যবহার্য চিনা মাটি তৈজস আসবাবপত্রগুলো
দালির ঘড়ির মতো গলে লেপ্টে যায় মেঝেয়।
শূন্যতার ভেতর অন্ধকার ছাড়া
আর তেমন অন্যকিছু থাকে না।

অন্ধকার কি কালো? না-কি জমা হয়ে থাকা
আমাদের প্রতিদিনের যাবতীয় পাপ?
পাপ কি কালো? পুণ্যের রঙ কি সাদা, শুভ্র, সফেদ?
পাপ যদি কালো হয়
কেন তবে পৃথিবীতে সকাল হয়?

টুকরো কবিতাগুচ্ছ

১.
বধির বেটোফেন আমি অন্ধ হোমার
বিরহ আগুনে পোড়ে এ অঙ্গ আমার।
২.
নদীতে ভ্রমণে গিয়ে খুঁজি মোহনার দাগ,
বাতাসে সিম্ফনী তুলে বাজে সৃষ্টির রাগ।
৩.
একা ফিরে যাব জানি শেষ হলে বেলা,
রঙিন স্বপ্নেরা ছিল, ছিল ভালোবাসা খেলা।
৪.
নতুন প্রভাতে নতুন ফুলেরা ফুটবে আবার,

www.pathagar.com

বর্ণাঢ্য চঞ্চল প্রজাপতি পাখা জগত সংসার।

৫.

তোমার বিরহ পথ দীর্ঘ এত কবিতার মতো,
কোন দিন শুকাবে কী-বলো হৃদয়ের ক্ষত।

৬.

ধূলোতেই মিশে যাবে যে একদিন ধূলোর দেহ,
পাখিরা গাইবে গান, বয়ে যাবে নদীর প্রবাহ।

৭.

একদিন প্রকৃতিই হবে মাটির শিথানে,
সুখ, দুঃখ স্মৃতি ছিল সবুজ বিতানে।

৮.

যতবার ভাবি আমি এই বুঝি বুঝে গেছি প্রেম,
ছলনার হাসিতে কাঁপে থরথর সুরম্য হেরেম।

৯

প্রেমের একটি নীলাভ শিখায় পুড়ি আমি নিশিদিন
সে-কী, কবিতা, রমণী, নীল হয়ে জ্বলে শুধু জ্বলে ক্ষীণ।

১০

পথ থেকে ফিরি ঘরে, ক্লান্ত পথিক ভীষণ
আবারো পথেই নামা জানি জীবন মরণ।

১১

আমি তো দিয়েছি খুলে কুসমীত হৃদয় আমার,
অঙ্গে অঙ্গে তোল ঢেউ ঋজু হোক কামের মিনার।

১২

বৃষ্টির নুপুরে নুপুরে সাজাও সখি রাতের শরীর
প্রেম কাম আগুনের শিখায় পুড়ে যেতে অঙ্গ অধির।

www.pathagar.com

মেঘের কাজল

কোথায় কখন দেখেছি এমন খুব সাধারণ মেয়ে
স্ফটিক ঝরনাধারা নেমে গেছে গিরিখাদ বেয়ে
ঢেউ খেলা শরীরে তার হরিৎ লতাগুল্মের শাড়ি,
কে ছিল সে? প্রকৃতির আড়ালে রহস্যের ফোটা বারি।

নীরবতা ভেঙ্গে নিঃসর্গ নূপুর নৃত্যের মুদ্রায়
প্রেম-কাম-তনুময় লীলালাস্যে ছায়ায় ছায়ায়।
অলৌকিক স্থাপত্যের তার গরবীনি বুকের চূড়ায়,
নেচে ছিল ক্ষীণ এক আলোর শিখা দ্যুতির বিভায়।

কে ছিল সে? ঘন কালো শ্রাবণ ধারার দিনে,
মেঘের কাজল তুলে ছিল তার নয়নে, নয়নে।

এক চিলতে বারান্দা

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূর নীলাকাশ দেখি
নিচে তাকালে মানুষগুলো ক্ষুদ্র লাগে,
এক চিলতে বারান্দার আলোয়
আমিও যে ভীষণ একা।

রাস্তায় নেমে দেখি মানুষের বিচিত্র প্রসাধন
আমূল বদলে গেছে রূপ চর্চার ভাষা
বাসে উঠলেও আমার জানালা দরকার
আকাশ দেখা আমার বড় প্রয়োজন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যে ক'জন তরুণ কবির কবিতা কোথাও প্রকাশ পেলে আমি আগ্রহ নিয়ে পড়ি কামরুজ্জামান তাদের অন্যতম। আমার আগ্রহটা এই জন্য যে এরা এর মধ্যেই পাঠক হিসেবে আমাকে আশ্বস্ত করার মতো প্রতিভার পরিচয় রেখে এসেছে।

কামরুজ্জামানের কবিতার সাথে আমার পরিচয় আমাকে ক্রমাগত উৎফুল্ল করছে। পত্র-পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন আবৃত্তির উৎসবাদিতে আমি তার কবিতার নিবিষ্ট শ্রোতা। তার কবিতার উপমা যেহেতু আমার মতো বয়স্ক মানুষের মধ্যেও প্রেমের অভিজ্ঞতা ও উদ্দীপনা বাড়িয়ে দ্যায় সে কারণে এ ধরনের কবি প্রতিভার প্রশংসা করার যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাই। কামরুজ্জামান প্রকৃত কবি স্বভাবের অধিকারী। তার রচনা এখন রসপিপাসুদের অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে উঠেছে। আমি এ ধরনের কবির সমর্থন করে তৃপ্তি বোধ করি।

আল মাহমুদ
বৈশাখ ১৪০১, এপ্রিল ১৯৯৪

একজন কবিকে চিরকালই এক ধরনের মায়াবী অভিসারের মধ্যে বিচরণ করতে হয়। কেন না কবিতা মানেই এক নিঃসঙ্গ অভিসারের শরীরকে নির্মাণ করা। প্রেমের কবিতা সেই মায়াবী অভিসারের মধ্যে একটি গোপন সঙ্গীতধ্বনিকে যোগ করে, গ্রথিত করে। এ গ্রন্থের কবিতাগুলোর বিষয় প্রেম এবং সেই সঙ্গোপন সঙ্গীত। কামরুজ্জামান তার মায়াবী অভিসারের কবিতাগুলোতে তার একান্ত একটি সঙ্গীতকে নির্মাণের জন্য প্রচেষ্টারত, একটি মায়াবী শিখাকে জ্বালাবার চেষ্টায় উজ্জ্বল। আমি জানি এই শিখাই একদিন তার অভিসারকে মহিমান্বিত করবে।

ফজল শাহাবুদ্দীন
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, ঢাকা

বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ দশকেও বাংলা কবিতার প্রবহমানতা যাঁদের হাতে চলিষ্ণু থেকেছে, কামরুজ্জামান তাঁদের একজন। তরুণ এই কবির কবিতায় বাংলাদেশের নব্বই দশকের কবিতার যে বিশিষ্ট চারিত্রলক্ষণ তার ছাঁচ-ছাপ তো রয়েছেই। তার মধ্যেই তিনি আবার তাঁর নিজস্বতা অক্ষরিত করেছেন। বিভিন্ন ছন্দে ও ছন্দোমুক্তিতে কামরুজ্জামান তাঁর স্বকীয় পৃথিবী তৈরি করে তুলেছেন। সেখানে হাত-ধরাধরি করে আছে প্রেম ও কাম, প্রকৃতি ও নিয়তি। সমসাময়িক জীবন ও চিরকালীন জীবনের দ্বন্দ্বসমাস তাঁর কবিতার উপজীব্য। এ দিক থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। কামরুজ্জামান ক্রমশ গভীরে প্রবেশ করেছেন- জলের কারুকাজ গ্রন্থের কবিতায় উদ্যানের মধ্যে আলো ছায়ার মতো খচিত হয়ে আছে ঐ বোধ। জলের কারুকার্যের নশ্বরতা অতিক্রম করবে কামরুজ্জামানের কবিতা : এরকম আশ্বাস পাওয়া যায় এ গ্রন্থে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ
৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ
ISBN : 984-300-000164-0

www.pathagar.com

বুকমাস্টার